পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 244 Tuesday, 4 August 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২৪৪ সংখ্যা ✻ ১৮ শ্রাবণ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ৪ আগস্ট, ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে’র অভিযোগে হাওড়ায় আদিত্য সিং গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩ আগস্ট ঃ 'জঙ্গি-যোগ' ও 'দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে'র অভিযোগে হাওড়ার বেলিলিয়াস রোড থেকে আদিত্য সিং ওরফে রাজুকে গ্রেফতার করলো রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। হামিম মণ্ডল ও অর্পিতা সরকারকে জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আদিত্যকে গ্রেফতার করা হয়। হামিম-অর্পিতা'র পর এবার এসটিএফ এর জালে এবার আদিত্য সিং। ইতিমধ্যেই বর্ধমানের হামিম মণ্ডল এবং ‘ ট্র্যাপ’-এর সাথে যুক্ত তার বান্ধবী অর্পিতা সরকারকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। এবার এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল এসটিএফ। ধৃতের নাম আদিত্য সিং। বাড়ি হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডে। মূলত আজমগড়ের বাসিন্দা আদিত্য। প্রসঙ্গত, সন্দেহভাজন 'জঙ্গি' হামিম মণ্ডলকে গত ৩০ জুলাই বর্ধমানের রেনেসাঁ টাউনশিপের একটি জিম থেকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এরপর হামিমকে জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে তার বান্ধবী অর্পিতা সরকারকেও গ্রেফতার করে এসটিএফ। সন্দেহ করা হচ্ছে, ধৃত হামিম ও তার সহযোগীরা নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদ এবং পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর কট্টরপন্থী মডিউলের সঙ্গে যুক্ত। এবার এই ঘটনার তদন্তে নেমে হাওড়ার আদিত্য সিংকে গ্রেফতার করলো এসটিএফ। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় পাকিস্তানের জঙ্গিদের যে ষড়যন্ত্র ছিল তার মধ্যে আগেই হামিম মণ্ডলকে বর্ধমান থেকে ধরা হয়েছিল যে আগে হাওড়ার পিলখানায় থাকতো। তার বান্ধবী অর্পিতাকেও ধরা হলো যে 'হানি-ট্রিপ' এর ঘটনায় যুক্ত ছিল। আজ এসটিএফ আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে যার নাম আদিত্য সিং। আদিত্যর আসল বাড়ি আজমগড়ে। হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডে থাকত। এরাই হচ্ছে সমাজের আসল শত্রু। এরা টাকার জন্য পাকিস্তানি জঙ্গিদের কার্যকলাপকে সমর্থন করে। তথ্য পাচার করে। ভিডিও বানায়। এদের ভরসাতেই আমাদের উপর হুমকি আসে। পুরো বিষযটা খতিয়ে দেখার কাজ এসটিএফ করছে। যারা এদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কেউ একজনও ছাড় পাবেনা।' উল্লেখ্য, জঙ্গি-যোগ ও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হাওড়ার বেলিলিযাস রোড থেকে আদিত্য সিং ওরফে রাজুকে গ্রেফতার করেছে ।

যন্তর মন্তরে আর হবে না প্রতিবাদ? মামলা দায়ের

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ দিল্লির অন্যতম পরিচিত প্রতিবাদস্থল যন্তর মন্তরের ভবিষ্য নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলির আন্দোলনের সাক্ষী এই ঐতিহাসিক স্থান থেকে বিক্ষোভ সরানোর দাবি উঠেছে সুপ্রিম কোর্টে। এই বিষয়ে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জবাব চেয়েছে শীর্ষ আদালত। মামলাটি দায়ের করেছেন সতীশ চাঁদ কৌশিক। তাঁর আবেদন, বর্তমানে যন্তর মন্তর আর প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য উপযুক্ত জায়গা নয়। কারণ, সেখানে নিয়মিত আঃেদালন ও জমায়েতের কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। একই সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা-সহ বিভিন্ন জরুরি পরিষেবার উপরও এর প্রভাব পড়ছে বলে দাবি মামলাকারীর।

ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৩ আগস্ট ঃ সরকারি দফতরে দুর্নীতি রুখতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে চলেছে রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখা (অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ)। ঘুষ নেওয়া বা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মচারী ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের বার্তা দিয়ে এই শাখাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই দুর্নীতি দমন শাখায় নিয়োগ করা হল তিন অভিজ্ঞ আইপিএস অফিসারকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুরলিধর শর্মা, আকাশ মাঘারিয়া এবং কামনাশিস সেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তিন আইপিএস অফিসারের পাশাপাশি আরও ১৬ জন পুলিশ আধিকারিককে দুর্নীতি দমন শাখায় যুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল অফিসারকে মঙ্গলবার সকাল ১০টার মধ্যে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখা মূলত সরকারি কর্মচারী, আধিকারিক এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ওঠা ঘুষ, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করে থাকে। দীর্ঘদিন ধরেই এই শাখার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার তদন্ত প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করতে অভিজ্ঞ আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, রাজ্যের দুর্নীতি দমন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরই জানালেন অগ্নিমিত্রা

দোতলার প্ল্যানে পাঁচতলা হাঁকালেই আকাশছোঁয়া জরিমানা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৩ আগস্ট ঃ দোতলার নকশা অনুমোদন করিয়ে পাঁচতলা হাঁকানো কিংবা অনুমোদনহীন পেন্ট হাউস বানালেই গুনতে হবে আকাশছোঁয়া জরিমানা। পাশাপাশি, বাণিজ্যিক ভবনগুলির ক্ষেত্রে কর্মচারী ও গ্রাহকদের নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের জায়গা দেখানো ফায়ার লাইসেন্সের মতোই বাধ্যতামূলক হতে চলেছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ডাকা বৈঠক শেষে সরকারের এই কঠোর সিদ্ধান্তের কথা জানান পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মন্ত্রী জানান, তারাতলা কাণ্ডের পর কলকাতা পুরসভা, হাওড়া, বিধাননগর-সহ রাজ্যজুড়ে নির্মাণাধীন বহুতলগুলির নকশা ও গুণমান পর্যালোচনার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই তদন্তের সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী ১৫ অগস্ট পর্যন্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখটিকে 'কাট অফ ডেট' হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নির্মিত কোনও ভবনের বিষয়ে অভিযোগ এলে বা সরকারি সমীক্ষায় নকশায় সামান্য মাপজোকের গরমিল ধরা পড়লে তা সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু মারাত্মক অসঙ্গতি বা অনুমোদন ছাড়া অতিরিক্ত ফ্লোর তৈরি করা হলে

রেসিডেনশিয়াল ও কমার্শিয়াল- উভয় ভবনের ক্ষেত্রেই বিপুল পরিমাণ শাস্তিযোগ্য জরিমানা করা হবে। অগ্নিমিত্রার স্পষ্ট বক্তব্য, টাকা ছড়িয়ে বেআইনি নির্মাণকে 'রেগুলারাইজ' বা বৈধ করার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে, তাকে কিছুতেই রেওয়াজ হতে দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া এ রাজ্যের জমি মূলত নরম পলি মাটির। দোতলার ফাউন্ডেশনের উপর জোর করে পাঁচতলা দাঁড় করালে দুর্ঘটনার চরম ঝুঁকি থেকে যায়। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি শহরে যানজট ও বেআইনি পার্কিং সামলাতে বাণিজ্যিক ভবনগুলির উপরও কড়া নীতি গ্রহণ করছে পুরসভা। মন্ত্রী জানান, ফায়ার ক্লিয়ারেন্সের মতোই এবার থেকে নির্দিষ্ট পার্কিং স্পেস না দেখালে বাণিজ্যিক ভবনের অনুমোদন মিলবে না। অগ্নিমিত্রার কথায়, ২০০ জন কর্মী থাকা কোনও সংস্থা যদি পার্কিংয়ের জায়গা না কিনে ফুটপাতে ১০০-১৫০টি বাইক দাঁড় করিয়ে রাখে, তবে তা আর মেনে নেওয়া হবে না। কর্মীদের পার্কিংয়ের ব্যবস্থা সংস্থাকেই কিনতে হবে। তারাতলা কাণ্ডের জন্য পূর্বতন সরকারের গাফিলতি ও মনিটরিংয়ের অভাবকে দায়ী করে অগ্নিমিত্রা জানান, ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে প্রতি স্তরে 'থার্ড পার্টি মনিটরিং'-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ছোটখাটো কোনও সংস্থা নয়, জাতীয় স্তরের প্যানেলভুক্ত এজেন্সি প্রতিটি ক্ষেত্রে তদারকি করবে। এক-একটি তলা নির্মাণের পর সংশ্লিষ্ট এজেন্সির সই ও ছা।পত্র মিললেই কেবল পরবর্তী তলার কাজ চালানো যাবে। এতে নির্মাণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকেও নজরদারি স্পষ্ট রাখা সম্ভব হবে বলে দাবি পুরমন্ত্রীর।

তৃণমূলের ফ্রিজ হওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে তাৎক্ষণিক কোনও অন্তর্বর্তী স্বস্তি মেলেনি

নয়াদিল্লি, ৩ অগস্ট ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্রিজ হওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে দৈনন্দিন সাংগঠনিক খরচ চালানোর অনুমতি চেয়ে করা আবেদনে তাৎক্ষণিক কোনও অন্তর্বর্তী স্বস্তি মেলেনি। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি নিয়ে শুনানি করে এবং এই বিষয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর বক্তব্য জানতে চেয়েছে। একই সঙ্গে আদালত জানিয়েছে, সব পক্ষের মতামত বিবেচনার পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ১১ আগস্ট। এই মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্দ, যেগুলি ইডির তদন্তের প্রেক্ষিতে ফ্রিজ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট গুলিতে মোট প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা রয়েছে বলে আদালতে জানানো হয়েছে। দলের দাবি, অ্যাকাউন্ট গুলি ব্যবহার করতে না পারায় কর্মীদের বেতন দেওয়া, প্রশাসনিক ব্যয় মেটানো এবং দৈনঃদন সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই সীমিত পরিসরে অর্থ ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। সুপ্রিম কোর্টে কী হল? সোমবার সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে সওয়াল করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি আদালতে দাবি করেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নিষেধাজ্ঞা থাকায় দলের নিয়মিত আর্থিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। কর্মীদের বেতন দেওয়া যাচ্ছে না এবং দৈনন্দিন সাংগঠনিক ব্যয়ও মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।অন্যদিকে, ইডির পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস. ভি. রাজু আদালতে বলেন, সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়নি এবং এখনও কিছু অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন চলছে। তাঁর এই বক্তব্যের জবাবে কপিল সিব্বল আদালতে প্রশ্ন তোলেন, যদি এমন লেনদেন হয়ে থাকে, তবে তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেশ করা হোক। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট ইডিকে বিস্তারিত জবাব দাখিলের নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি আদালত জানিয়ে দেয়, অন্তর্বর্তীকালীন কোনও নির্দেশ দেওয়ার আগে সব পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করা হবে। সেই কারণেই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য ১১ আগস্ট দিন ধার্য করা হয়েছে। হাই কোর্টে কী হয়েছিল? এর আগে একই বিষয়ে কলকাতা হাই কোর্টেও আবেদন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে ফ্রিজ হওয়া অ্যাকাউন্ট থেকে সীমিত অর্থ ব্যবহারের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। তবে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চ সেই আবেদনে হস্তক্ষেপ করেনি। হাই কোর্টে শুনানির সময় ইডির পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রশ্নও তোলা হয়েছিল।

‘অভিষেকের বিদেশে চিকিৎসা মামলাটি বিবেচনা করবে হাই কোর্ট’

সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে করা মামলায় তাৎক্ষণিক স্বস্তি পেলেন না তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি ফের কলকাতা হাই কোর্টের বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত হাই কোর্টকে অনুরোধ করেছে, এক সপ্তাহের মধ্যে মামলার শুনানি সম্পন্ন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে। এই নির্দেশের ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশে গিয়ে চোখের চিকিৎসা করানোর আবেদন আপাতত ঝুলে রইল। এখন তাঁর বিদেশযাত্রা সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য নজর থাকবে কলকাতা হাই কোর্টের আসন্ন শুনানির দিকে। কী নিয়ে এই মামলা? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চোখের বিশেষ চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চান বলে আদালতে আবেদন করেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক বিচারাধীন মামলা থাকায় আদালতের অনুমতি ছাড়া বিদেশে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই তিনি কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদেশ সফরের অনুমতি প্রার্থনা করেন। জানা গিয়েছিল, জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে তাঁর বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই আবেদন নিয়ে শুনানির সময় কলকাতা হাই কোর্ট একাধিক প্রশ্ন তোলে। হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ- ২০ জুলাই কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়।

এরপর ৬-র পাতায়

বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বাঁকিপুরে চমক! জয়ী প্রশান্ত কিশোর

পাটনা, ৩ অগস্ট ঃ বিহারের রাজনীতিতে বড় চমকের ইঙ্গিত মিলছে বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনের গণনায়। প্রথমবার সরাসরি নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেই জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। পরে তিনি জয়ী হলেন। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ গণনা-প্রবণতা অনুযায়ী, বিজেপির দীর্ঘদিনের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত বাঁকিপুরে তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে কয়েক হাজার ভোটে এগিয়ে থেকে জয়ের দিকে এগোচ্ছেন। সপ্তম দফার গণনা শেষে নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রশান্ত কিশোর পেয়েছেন ১৩,৫০০ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী নীরজ কুমার সিনহা পেয়েছেন ৯,৬৮৯ ভোট। ফলে এই পর্যায়ে দুই প্রার্থীর মধ্যে ব্যবধান দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভোটেরও বেশি। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-র প্রার্থী রেখা গুপ্তা ২,৫৯৯ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। গণনার ট্রেন্ড অব্যাহত থাকলে বাঁকিপুরে জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতার জয় সময়ের অপেক্ষা বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের অভিমত। এই উপনির্বাচন শুধু একটি আসনের ফল নয়, বিহারের ভবিষ্য রাজনৈতিক সমীকরণের দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনী কৌশলবিদ হিসেবে পরিচিত প্রশান্ত কিশোর এবার প্রথমবার ভোটের ময়দানে প্রার্থী হিসেবে লড়েছেন। সেই প্রথম নির্বাচনী পরীক্ষাতেই তিনি বিজেপির অন্যতম শক্ত ঘাঁটিতে এগিয়ে থাকায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বাঁকিপুর আসনে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীন রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ায়।

এরপর ৬-র পাতায়

আমাদের জনগণনা আমাদের উন্নয়ন

গৃহ মন্ত্রালয় ভারত সরকার

(জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম পর্যায়)
স্ব-গণনা (SE) সংক্রান্ত সাধারণ জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর (পর্ব-১)

স্ব-গণনা বলতে কী বোঝায়?
স্ব-গণনা একটি অনলাইন প্রক্রিয়া, যেখানে আপনি কোনো গণনাকারীর জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই এসই পোর্টালে (se.census.gov.in) আপনার পরিবারের বিবরণ পূরণ করে জমা দেন।

- **স্ব-গণনা কি বাধ্যতামূলক?**
  না, এটি একটি অতিরিক্ত সুবিধা। আপনি এটি না করলে, একজন গণনাকারী মাঠ পরিদর্শনের সময় তথ্য সংগ্রহ করবেন।
- **আমি কি যেকোনো ভাষায় আত্ম-গণনা করতে পারি?**
  এই সুবিধাটি হিন্দি, ইংরেজি এবং ১৪টি ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ।
- **স্ব-গণনার জন্য কি ইন্টারনেট প্রয়োজন?**
  হ্যাঁ, পোর্টালে প্রবেশ করতে ইন্টারনেট প্রয়োজন।
- **আমার তথ্য নিরাপদ?**
  হ্যাঁ, সমস্ত ডেটা সুরক্ষিত, এনক্রিপ্ট করা এবং সরকারি সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে।
- **SE ID কী এবং এর ব্যবহার কী?**
  তথ্য জমা দেওয়ার পর, আপনি একটি অনন্য ১১-সংখ্যার এসই আইডি পাবেন (এসএমএসইমেলের মাধ্যমেও), যা আপনার বাড়িতে পরিদর্শনের সময় গণনাকারীকে অবশ্যই দেখাতে হবে।
- **SE ID ভুলে গেলে কী হবে?**
  পোর্টালে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে এটি পুনরুদ্ধার করা যাবে।
- **স্ব-গণনার পর কি কোনো গণনাকারী পরিদর্শনে আসবেন?**
  হ্যাঁ, গণনাকারী আপনার বাড়িতে এসে SE ID ব্যবহার করে আপনার বিবরণ যাচাই করবেন।
- **আমি আমাকে কি কোনো নথি আপলোড করতে হবে?**
  কোনো নথি আপলোড করার পয়োজন নেই।
- **পোর্টালে কি সাহায্য পাওয়া যায়?**
  পোর্টালটিতে ব্যবহারকারী নির্দেশিকা, ফ্লোচার্ট, টিউটোরিয়াল ভিডিও, প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং টুলটিপ রয়েছে।

টোল ফ্রি নম্বর-১৮৫৫

CBC 19108/13/0161/2627

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি, আসুন আমরা জনগণনায় অংশগ্রহণ করি। CensusIndia2027

অভিষেককে ঘিরে বিস্ফোরক অভিযোগের ঝড়! ‘তথ্য নিয়ে দিল্লিমুখী ঋতব্রত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে ফের তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। দলের বিদ্রোহী শিবিরের অন্যতম মুখ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত একাধিক নথি তাঁর হাতে এসেছে। সেই তথাকথিত প্রমাণ নিয়ে তিনি চলতি সপ্তাহেই দিল্লিতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আড়ালে আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। তাঁর দাবি, কিছু সরকারি নিরীক্ষা সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে তিনি এই অভিযোগ তুলছেন। যদিও এই অভিযোগের পক্ষে স্বাধীনভাবে যাচাই করা কোনও সরকারি সিদ্ধান্ত বা আদালতের রায় এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। সবচেয়ে বেশি বিতর্কের কেন্দ্রে এসেছে ‘ স্বাস্থ্য শিবির প্রকল্প। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকার মানুষের জন্য এই স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। গত কয়েক বছর ধরে সাতটি বিধানসভা এলাকাজুড়ে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে বলে জানা যায়। বিরোধী এবং বিদ্রোহী শিবিরের অভিযোগ, এই প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পাশাপাশি, কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েও অভিযোগ উঠেছে বলে দাবি করা হয়েছে।ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আরও দাবি করেছেন, এই কথিত আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে তথাকথিত ‘ লবি’-র যোগ রয়েছে। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, অনিয়মের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ কেরলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি তিনি দাবি করেন, কেরলে রাজনৈতিক বৈঠক এবং নির্বাচন-সংক্রান্ত কার্যকলাপের পর সেই অর্থ বিদেশে পাচার করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে কেম্যান আইল্যান্ডের নামও উঠে এসেছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগের পক্ষে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি তদন্তকারী সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে এমন দাবি সমর্থন করেনি এবং আদালতেও এ বিষয়ে কোনও প্রমাণিত সিদ্ধান্ত সামনে আসেনি। এর আগেও ঋতব্রত শিবিরের আরেক সদস্য এবং প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় একই ধরনের অভিযোগ তুলেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। যদিও সেই অভিযোগেরও এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বা বিচারিক নিশ্চিতকরণ হয়নি। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ মহলে দাবি করেছেন, তাঁর কাছে এমন কিছু নথি এসেছে যা তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করছেন। সেই নথির একটি অংশ প্রকাশ্যে আনার প্রস্তুতি চলছে বলেও তাঁর দাবি। পাশাপাশি, তিনি দিল্লিতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী বা সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করতে পারেন বলে রাজনৈতিক সূত্রে জানা যাচ্ছে। তবে তিনি কোন সংস্থার কাছে অভিযোগ জানাবেন, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানাননি। এই ঘটনাপ্রবাহ এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যখন তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন তুঙ্গে। দলের প্রতীক, সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ এবং নেতৃত্বের প্রশ্নে ‘ শিবির এবং নিজেদের 'আসল তৃণমূল দাবি করা ঋতব্রত শিবিরের মধ্যে সংঘাত ক্রমশ প্রকাশ্যে এসেছে। নির্বাচন কমিশনের কাছেও এই বিরোধ পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছে ।বিদ্রোহী শিবিরকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় না দেওয়া হোক। এই পরিস্থিতিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন অভিযোগ রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলেছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

শৈবতীর্থে ভক্তদের ভিড়, শ্রাবণের প্রথম সোমবারে শিবের আরাধনা ভক্তদের

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার দেশের সমস্ত শৈবতীর্থে ঢল নামল ভক্তদের। ভগবান শিবের আরাধনায় মগ্ন হলেন ভক্তরা। শ্রাবণের প্রথম সোমবার উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ ভক্ত বারাণসীতে বাবা বিশ্বনাথের জলাভিষেকের জন্য জড়ো হন। রাতভর দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছিল। হর হর মহাদেব ধ্বনিতে বারাণসী মুখরিত হয়ে ওঠে।উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদের কামেশ্বর মহাদেব মন্দিরে পূজার্চনা করেন ভক্তরা। অযোধ্যার নাগেশ্বরনাথ মহাদেব মন্দিরেও উপচে পড়ে পুণ্যার্থীদের ভিড়। শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার উপলক্ষ্যে বারাণসীর ব্রহ্ম নিবাস মন্দিরে 'মহারুদ্রাভিষেক' অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াগরাজের মানকামেশ্বর মহাদেব মন্দিরেও শিবভক্তরা পূজার্চনা করেন। পবিত্র শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার প্রার্থনা ও 'জলাভিষেক' করার জন্য ভক্তরা গাজিয়াবাদের বাবা দুধেশ্বর নাথ মন্দিরে রাত থেকেই ভিড় করেন।

কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারত চতুর্থ স্থানে

commonwealth games
GLASGOW 2026

গ্লাসগো, ৩ আগস্ট ঃ গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসের পদক তালিকায় ভারত বর্তমানে চতুর্থ স্থানে রয়েছে, যা চার বছর আগে বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী সংস্করণের সাফল্যের পুনরাবৃত্তি।২০২৬ সালের গেমসে ভারত এখন পর্যন্ত ১৩টি স্বর্ণ, ১৭টি রৌপ্য এবং ৯টি ব্রোঞ্জ পদক সহ মোট ৩৯টি পদক জিতেছে। গ্লাসগোতে চতুর্থ স্থান অর্জন করার মাধ্যমে, বার্মিংহাম (২০২২), মেলবোর্ন (২০০৬) এবং ম্যানচেস্টার (২০০২)-এর পর এটি হবে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের চতুর্থবারের মতো এই অবস্থানে থাকা।এখন পর্যন্ত ভারতের সেরা সাফল্য হলো ২০১০ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত গেমসে ১০১টি পদক নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করা, আর দ্বিতীয় ভালো সাফল্যটি এসেছিল ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্টে, যখন দলটি ৬৬টি পদক নিয়ে তৃতীয় হয়েছিল। কমনওয়েলথ গেমসের সংস্করণ অনুযায়ী ভারতের পারফরম্যান্সের সম্পূর্ণ বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃকমনওয়েলথ গেমসে ভারতঃলন্ডন ১৯৩৪ - ১টি পদক (১টি ব্রোঞ্জ) - দ্বাদশ।সিডনি ১৯৩৮ - ০টি পদক।ভ্যাঙ্কুভার ১৯৫৪ - ০টি পদক।কার্ডিফ ১৯৫৮ - ৩টি পদক (২টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য) - ৮ম।কিংস্টন ১৯৬৬ - ১০টি পদক (৩টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য, ৩টি ব্রোঞ্জ) - ৬ষ্ঠ।এডিনবরা ১৯৭০ - ১২টি পদক (৫টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য, ৪টি ব্রোঞ্জ) - ৬ষ্ঠক্রাইস্টচার্চ ১৯৭৪ - ১৫টি পদক (৪টি স্বর্ণ, ৮টি রৌপ্য, ৩টি ব্রোঞ্জ) - ৬ষ্ঠ।এডমঃটন ১৯৭৮ - ১৫টি পদক (৫টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য, ৫টি ব্রোঞ্জ) - ৬ষ্ঠব্রিসবেন ১৯৮২ - ১৬টি পদক (৫টি স্বর্ণ, ৮টি রৌপ্য, ৩টি ব্রোঞ্জ) - ৬ষ্ঠ।অকল্যান্ড ১৯৯০ - ৩২টি পদক (১৩টি স্বর্ণ, ৮টি রৌপ্য, ১১টি ব্রোঞ্জ) - ৫মভিক্টোরিয়া ১৯৯৪ - ২৪টি পদক (৬টি স্বর্ণ, ১১টি রৌপ্য, ৭টি ব্রোঞ্জ) - ৬ষ্ঠ।কুয়ালালামপুর ১৯৯৮ - ২৫টি পদক (৭টি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য, ৮টি ব্রোঞ্জ) - ৭মম্যানচেস্টার ২০02 - ৬৯টি পদক (৩০টি স্বর্ণ, ২২টি রৌপ্য, ১৭টি ব্রোঞ্জ) - চতুর্থ।মেলবোর্ন ২০০৬ - ৫০টি পদক (২২টি স্বর্ণ, ১৭টি রৌপ্য, ১১টি ব্রোঞ্জ) - চতুর্থ। নয়াদিল্লি ২০১০ - ১০১টি পদক (৩৮টি স্বর্ণ, ২৭টি রৌপ্য, ৩৬টি ব্রোঞ্জ) - ২য়।গ্লাসগো ২০১৪ - ৬৪টি পদক (১৫টি স্বর্ণ, ৩০টি রৌপ্য, ১৯টি ব্রোঞ্জ) - ৫ম।গোল্ড কোস্ট ২০১৮ - ৬৬টি পদক (২৬টি স্বর্ণ, ২০টি রৌপ্য, ২০টি ব্রোঞ্জ)- ৩য়।বার্মিংহাম ২০২২ - ৬১টি পদক (২২টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য, ২৩টি ব্রোঞ্জ) - চতুর্থ

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সংসদ চত্বরে বিরোধীদের ধর্না, ২টো পর্যন্ত মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সস্থা), ৩ আগস্ট ঃবিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলে সোমবারও বিঘ্নিত হয়েছে সংসদের উভয়কক্ষের কাজকর্ম। বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধীদের হইচইয়ের জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। শুধু সংসদের ভিতরেই নয়, বাইরেও এদিন সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন বিরোধীরা।লোকসভার স্পিকার ওম বি।লা এদিন কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদকজয়ীদের তাঁদের অসাধারণ সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি তাঁদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং এমন এক উল্লেখযোগ্য অর্জনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, যা সমগ্র দেশকে গর্বিত করেছে। অন্যদিকে, রাজ্যসভায়ও কমনওয়েলথ গেমস এবং কমনওয়েলথ প্যারা গেমসে

অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ভারতীয় ক্রীড়াদলকে অভিনন্দন জানানো হয়।কেন্দ্রীয়.মন্ত্রী ডঃ এল. মুরুগান এদিন রাজ্যসভায় বেশ কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এগুলি হল - পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে একজন সদস্যকে মনোনীত করার প্রস্তাব। পাবলিক আন্ডারটেকিংস কমিটিতে একজন সদস্যকে মনোনীত করার প্রস্তাব। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ বিষয়ক কমিটিতে ১০ জন সদস্যকে নির্বাচিত করার প্রস্তাব। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এদিন লোকসভায় ' দ্য ব্যাংকার্স বুকস এভিডেন্স বিল, ২০২৬' পেশ করেছেন।এদিকে, সংসদ মুলতবি হওয়ার বিষয়ে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেন, আমি হতাশ। কোনও বিল তাৎক্ষণিকভাবে পাস হওয়া বা না হওয়ার ঊর্ধ্বে সংসদের নিজস্ব একটি গুরুত্ব রয়েছে। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যোগাযোগের যে ঘাটতি রয়েছে, তার ফলেই এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সংসদীয় কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া রোধ করার লক্ষ্যে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনার উদ্যোগ নেওয়াটা আমাদের সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রীর ক্ষেত্রে একটি সাধারণ রীতি ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক বোঝাপড়া বা আদান-প্রদানের বিষয়টি খুব একটা দেখা যাচ্ছে না আর আমার মতে, এটি আমাদের সংসদ কিংবা গণতন্ত্র-কোনোটির জন্যেই শুভ নয়।

মমতার ' প্ল্যান বি' নিয়ে দিলীপের কটাক্ষ, বললেন- ' দলেরই অস্তিত্ব না থাকলে পরিকল্পনা কীসের'

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ আগস্টঃতৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দলীয় ভবিষ্য নিয়ে নতুন করে জোর চর্চার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভাব্য ' প্ল্যান বি'কে কেন্দ্র করে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সোমবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কোনও রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বই যদি প্রশ্নের মুখে পড়ে, তাহলে ' প্ল্যান এ' বা 'প্ল্যান বি' নিয়ে আলোচনার কোনও অর্থ থাকে না।রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে যে, কালীঘাট ও ঋতব্রত

শিবিরে বিভক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের দুই পক্ষই নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের প্রকৃত দল হিসেবে দাবি জানিয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যদি দলের বর্তমান নির্বাচনী প্রতীক হাতছাড়া হয়, তাহলে তিনি নতুন প্রতীক নিয়েই রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যাবেন। সেই সূত্রেই তাঁর ' প্ল্যান বি' প্রস্তুত বলে বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, প্ল্যান ' এ' বা 'বি' কী? যদি দলটিরই অস্তিত্ব না থাকে, তবে তারা সেই পরিকল্পনা দিয়ে কী করবে? তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।অন্যদিকে, বিহারের পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদবের ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ সম্পর্কেও এদিন প্রতিক্রিয়া দেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, কেউ কেউ রামায়ণ অথবা ভগবান রামকে অপমান করেছে। তারা এখন কোথায়? সমাজ এটা মেনে নেবে না। আর আইনের কথা বললে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।তৃণমূলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি, নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে আইনি প্রক্রিয়া এবং বিরোধী শিবিরের ধারাবাহিক রাজনৈতিকি আক্রমণের আবহে দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক তরজাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। আগামী দিনে তৃণমূলের সাংগঠনিক অবস্থান এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের দিকে রাজনৈতিক মহলের নজর থাকবে।

কেরলমে বৃষ্টি ও দুর্যোগ পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী সতীশনের

তিরুবনন্তপুরম, ৩ আগস্ট ঃ বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেরলমের বিভিন্ন জেলা। এমতাবস্থায় বৃষ্টি ও দুর্যোগ পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশন। রাজ্যে বৃষ্টিজনিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশন সমস্ত জেলাশাসক ও ঊর্ধ্বতন কর্তাদের নিয়ে সোমবার একটি বৈঠকের পৌরহিত্য করেন। বৈঠকে তিনি ক্ষয়ক্ষতি, ত্রাণ শিবিরের কার্যক্রম, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করেন।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাথানামথিতায় একটি এনডিআরএফ দল মোতায়েন করা হয়েছে এবং কোট্টায়ামে বর্তমানে দু'টি দল রয়েছে। আরাক্কোনাম থেকে আরও দু'টি এনডিআরএফ দল ডাকা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলিকে পাঠানো যেতে পারে। হেলিকপ্টারও এসে পৌঁছেছে। প্রয়োজনে আলাপ্পুঝায় আইটিবিপি জওয়ানদের মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, প্রয়োজন হলে কান্নুর ও ওয়ানাডে ডিফেন্স সিকিউরিটি কর্পসের কর্মীদের মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ১৬৫ হেক্টর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে ৩,৫৯৬ জন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন হলে এই সংখ্যা কিছুটা বাড়তে পারে।

বর্ধমানে জঙ্গি গ্রেফতারের ঘটনায় ধৃত আরও এক, এই নিয়ে গ্রেফতার ৩

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ বর্ধমান থেকে সন্দেহভাজন জঙ্গি সন্দেহে ধৃত হামিম মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগে সোমবার হাওড়া থেকে আরও এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম আদিত্য ওরফে রাজ। হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের বাসিন্দা সে। উমেশচন্দ্র কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র (বিকম)।রাতেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) তাঁকে আটক করেছিল। জিজ্ঞাসাবাদের পর সোমবার সকালে গ্রেফতার করা হয় আদিত্যকে। সোমবারই তাঁকে বর্ধমান আদালতে হাজির করানো হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, হাওড়ায় রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাইকে খুনের হুমকি দিয়ে যে ফোন করা হয়েছিল, তার সঙ্গে এই আদিত্যের যোগ রয়েছে। তিনিই মন্ত্রীর বিভিন্ন তথ্য হামিমকে দিয়েছিল। মন্ত্রীর ছবি, গতিবিধি সংক্রান্ত বিভিন্ন খুঁটিনাটি সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল বলেও পুলিশের সন্দেহ।

আর জি কর নির্যাতিতার স্মৃতিতে সাত দিন একান্তে কাটাবেন মা

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয়. বর্ষপূর্তির আগে তাঁর মা তথা পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ সাত দিন একান্তে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই সময় তিনি কারোর সঙ্গে ফোনে বা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবেন না এবং কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন না।রত্না দেবনাথ রবিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় বলেন, তিনি ব্যক্তিগত কারণে সাত দিন জনজীবন থেকে দূরে থাকবেন। তবে তাঁর জনসংযোগ কার্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই চলবে। এই সময়কালে তিনি সকলকে তাঁর অনুপস্থিতি অনুধাবন করতে এবং সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।সম্প্রতি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় রত্না দেবনাথ নিজের মেয়েকে স্মরণ করে বলেছিলেন যে, ৮ আগস্ট রাতে তাঁর মেয়ে যে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছিল, তা ভেবে আজও তাঁর মন ব্যথিত হয়ে ওঠে।উল্লেখ্য, ৯ আগস্ট ২০২৪-এর সকালে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে ওই জুনিয়র চিকিসকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ডিউটিতে থাকাকালীন ৮ আগস্ট রাতে তাঁকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।এই ঘটনার পর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাথমিক তদন্ত কলকাতা পুলিশ করলেও পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে মামলাটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)-র হাতে তুলে দেওয়া হয়।এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সে বর্তমানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ভোগ করছে। এরই মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর সিবিআই নতুন তদন্তকারী কর্মকর্তার নেতৃত্বে এই মামলার কিছু দিক নিয়ে পুনরায় তদন্ত শুরু করেছে বলে জানি।

দিল্লির একাধিক স্কুলে ফের বোমাতঙ্ক, আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ ফের বোমাতঙ্ক রাজধানী দিল্লিতে। সোমবার দিল্লির বেশ কয়েকটি স্কুলে বোমাতঙ্কের খবর ছড়িয়ে পড়তেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। স্কুল চত্বরগুলিতে নিরাপত্তা বাহিনী ও দিল্লি পুলিশ জোরদার তল্লাশি অভিযান চালায়। তবে, কোথাও সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা হয়, এছারাও সংশ্লিষ্ট স্কুল চত্বরগুলিতে তল্লাশি চালানো হয়। পুলিশ আরও

জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তল্লাশি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষার্থী, কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।

পুজোর থিম উন্মোচনের দিনেই রলে ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মেগা স্বাস্থ্য শিবির

রানিরবাজার (ত্রিপুরা), ৩ আগস্টঃ শারদীয় দুর্গোসবকে সামনে রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য নজির গড়ল জিরানিয়া মহকুমার রানিরবাজারের রয়েল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। গত রবিবার দুর্গাপূজার থিম উন্মোচন উপলক্ষ্যে সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজন করা হয় মেগা রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি। উৎসবের আবহে এই মানবিক উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, রামকৃষ্ণ মিশনের শুভানন্দ মহারাজ, রয়েল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি তথা বিশিষ্ট শিল্পপতি রতন দেবনাথ-সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। অতিথিরা যৌথভাবে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির এবং শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রানিরবাজারের রয়েল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রতিবছরই জাঁকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন করে। শুধু পূজার আয়োজনেই নয়, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনেও ক্লাবের সদস্যরা সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। গত বছরের পূজো মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এবারও ক্লাব নতুন ভাবনা ও আকর্ষণ নিয়ে মানুষের সামনে আসতে চলেছে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পূজাকে কেন্দ্র করে রক্তদান, স্বাস্থ্য শিবির ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণের মতো জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের প্রশংসা করেন তিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের শুভানন্দদ মহারাজও সমাজ সেবামূলক এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, উৎসব তখনই পূর্ণতা পায় যখন তা মানুষের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়। রক্তদান ও শিক্ষাসহায়তার মতো উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেয়।এদিন আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এলাকার আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দিয়ে তাঁদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করা হয়।এদিকে, এবারের দুর্গাপূজায় দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রয়েল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তেলেঙ্গানার বিখ্যাত স্বর্ণ গিরি মন্দিরের আদলে পুজো মণ্ডপ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মণ্ডপসজ্জা ও প্রতিমা নির্মাণের দায়িত্বে থাকবেন বহিঃরাজ্যের অভিজ্ঞ শিল্পীরা। উদ্যোক্তাদের আশা, নান্দনিক শিল্পকর্ম ও অভিনব থিমের সমন্বয়ে এবারের পুজো দর্শনার্থীদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হে উঠবে।

হাসপাতালের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত সামগ্রী বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি, ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ হাসপাতালের ১০০ মিটারের মধ্যে বিড়ি, পান, সিগারেট, গুটখা-সহ সব ধরনের নেশাজাত দ্রব্যের বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। পূর্ব মেদিনীপুরে তিন দিনের জেলা সফরের শেষে গত রবিবার তমলুকের নিমতৌড়িতে জেলাশাসকের দফতরে দুই স্বাস্থ্য জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর ও নন্দীগ্রামের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার, হলদিয়ার বিধায়ক প্রদীপ বিজলী-সহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা।রবিবার প্রায় দু'ঘণ্টার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন। এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই কারণেই বিভিন্ন জেলার হাসপাতাল ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং কর্মীদের দায়িত্ব পালনে গাফিলতি বা দালালচক্রের সক্রিয়তা বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি স্পষ্ট জানান। প্রয়োজন হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।সেই সঙ্গে হাসপাতাল চত্বরের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও নেশাজাত দ্রব্য বিক্রি করা যাবে না বলে ঘোষণা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ইন্ডোর বিভাগে মোবাইল ফোন ব্যবহারের উপরও নিয়ন্ত্রণ আনার কথা জানান তিনি। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ধাপে ধাপে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও পরিষেবাকে আরও উন্নত ও সুশৃঙ্খল করে তোলা হবে।

জনগণনা ২০২৭-এ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আবেদন জানালেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর. এন. রবি ২০২৭-এর জনগণনায় রাজ্যের সমস্ত নাগরিককে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষ আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জনগণনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি, যার মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যা ও পরিবার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এই পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করেই উন্নত পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, জনপরিষেবার মানোন্নয়ন এবং জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির সুবিধা সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।রাজ্যপাল জানান, এবারই প্রথমবার পরিবারগুলির জন্য ডিজিটাল 'সেলফ-এনিউমারেশন' বা স্ব-গণনার সুবিধা নিয়ে আসা হয়েছে। এর সাহায্যে সাধারণ মানুষ নিজেরাই অনলাইনে নিজেদের তথ্য নথিভুক্ত করতে পারবেন, যা সমগ্র জনগণনা প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও সুবিধাজনক করে তুলবে।তিনি আরও জানান যে, তিনি ইতিমধ্যেই নিজের ডিজিটাল স্ব-গণনা সম্পন্ন করেছেন। রাজ্যপাল রাজ্যের সমস্ত নাগরিকের কাছে আহ্বান জানান যেন তাঁরা se.census.gov.in পোর্টালে গিয়ে নিজেদের স্ব-গণনা দ্রুত সম্পন্ন করেন, সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদান করেন এবং নিজেদের স্ব-গণনা সনাক্তকরণ নম্বরটি সুরক্ষিত রাখেন। এর পাশাপাশি নির্ধারিত সময়ে বাড়ি বাড়ি আসা জনগণনা কর্মীদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্যও তিনি আপামর রাজ্যবাসীর প্রতি অনুরোধ জানান। রাজ্যপাল উল্লেখ করেন যে, নাগরিকদের এই সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই মানুষের চাহিদা অনুযায়ী আরও উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে, যা পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। তিনি ২০৪৭ সালের মধ্যে ' বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার এই জাতীয় অভিযানে সকলকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান বলেজানি।

আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার সারা ভারত জুড়ে পালিত হয় বন্ধুত্ব দিবস

মধুসূদন দে ,বাঁকুড়াঃগত ২ রা আগস্ট ছিল। রবিবার। ভারতের বন্ধুত্ব দিবস। আমাদের দেশে আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার বন্ধুত্ব দিবস হিসাবে পালিত হয়। তাই এ বছর বন্ধুত্ব দিবস হল ২ রা আগস্ট। হলমার্ক কার্ড এর প্রতিষ্ঠাতা জসে হল বন্ধুত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য একটি দিন উৎসর্গ করার প্রস্তাব করেছিলেন। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস উদযাপন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছিল যখন জাতিসংঘ ২০১১ সালে ৩০ শে জুলাই তারিখ কে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছিল।বন্ধুত্ব দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্য মানুষ, দেশ, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধুত্বকে লালন করা। যারা শান্তি প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করে। সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। দিনটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার। বন্ধন কে শক্তিশালী ও মজবুত করার দিন। বন্ধুত্ব যে আনন্দ নিয়ে আসে তা উদযাপন করার একটি সুযোগ হিসাবে কাজ করে ।আজকের দিনে মানুষ উপহার বিনিময়.করে। বার্তা পাঠায়। একসাথে সময় কাটায়। এগুলি বন্ধুত্বের সম্পর্ককে শক্তিশালী

করতে সহায়তা করে। বন্ধু ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তাই এই দিনটির গুরুত্ব যথেষ্ট। এই দিনটি হল বন্ধুদের সম্মান জানানোর দিন।১৯৯০ এর দশকে বলিউড সিনেমার প্রভাবে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বন্ধুত্ব দিবস উদযাপন ব্যাপকভাবে সাড়া পড়েছিল। ফ্রেন্ডশিপ ফর এভার। সাহিত্যের ভাষায়-বন্ধুত্ব চিরকালের। বন্ধুত্ব চিরদিনের। আর সেই বন্ধুত্ব আরোও মজবুত হয় যখন এটা আমৃত্যু হয়। তাই বন্ধুত্বকে অমর তকমা দেওয়া হয়েছে। আর গভীর বন্ধুত্বের কারণে-সমঝোতার কেমিস্ট্রি-দারুণভাবে কাজ করে।

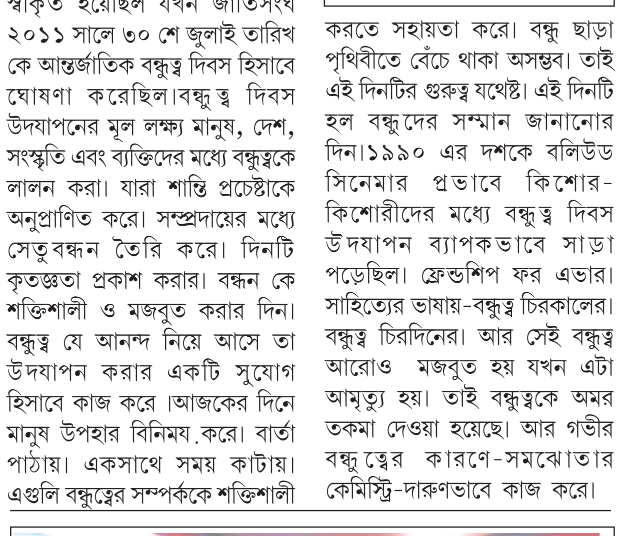

পঞ্চায়েত অফিসে টাঙানোর উদ্দেশ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে দৌপদী মুরমু এবং নরেন্দ্র মোদির বাঁধানো প্রতিকৃতি বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব বর্গ এক সভায় হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রধান অর্চনা কোলের হাতে তুলে দেয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা অতনু চ্যাটার্জি(রাজা) উক্ত পঞ্চায়েতের সচিব কল্যাণ সামুই, নির্মাণ সহায়কসহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।। এক সাক্ষাকারে প্রধান অর্চনা কোলে জানান আমি একটি দলের থেকে নির্বাচিত হয়ে এলেও আমি দল মত নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করতে এখানে এসেছি। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হলেও এই শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা কোলের নিয়মিত উপস্থিতির জন্য এলাকার মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়নি। এই সৌজন্যবোধের কর্মকাণ্ডে এলাকার মানুষ খুশি। **ছবি--বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।**

রাশিফল

মেষঃচাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। সংসারে শান্তি হবে।
বৃষঃ আজ আপনার জীবনে স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যের অনুভূতি আরও দৃঢ় হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রম ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি মিলবে, যা আপনাকে এগিয়ে. যাওয়ার নতুন সুযোগ এনে দেবে।
মিথুনঃ আপনার জন্য কোনটি শ্রেষ্ট তা কেবল আপনিই জানেন- কাজেই শক্ত হোন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলাফলের সাথে বাঁচার জন্য তৈরী হোন। অর্থ ব্যয় হবেই।
কর্কটঃআজকের দিনটি ইতিবাচকতা এবং আত্মবিশ্লেষণের। আজ আপনি নিজের অন্তরের অনুভূতিগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন। কোনও পুরনো সমস্যার সমাধান করার জন্য আজ উপযুক্ত সময়। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিংহ ঃ জীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে বা মন খারাপ করে লাভ নেই। এরফলে দৈনন্দিন জীবনের সুগন্ধ নষ্ট হয়ে যায় এবং জীবনে বেঁচে থাকার আশাকেও নষ্ট করে দেয়।
কন্যাঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচকতা ও শক্তিতে ভরপুর থাকবে। নিজের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের জন্য আপনি অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। শুভদিন
তুলাঃসুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়। আপনি অধিকাংশই অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে উপার্জন করবেন। সন্তান হতে পারে
বৃশ্চিকঃ আজ আপনার জীবনে নতুন কিছু সম্ভাবনার সূচনা হতে পারে। নিজের ভিতরে লুকিয়ে থাকা শক্তি ও উদ্দীপনাকে চিনে নেওয়ার সময় এসেছে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের মধ্যে নিজের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হবেন।।
ধনুঃআপনার প্রণয়ীর সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে একটি রোম্যান্টিক কথোপকথন বা কিছু মিষ্টি মেসেজের আদান-প্রদান আপনাকে আনন্দের চরম পর্যায়ে নিয়ে যাবে। শুভ দিন।
মকরঃআপনার বেপরোয়া আচরণে আপনার একজন বন্ধুর কিছু সমস্যা হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভদিন
কুম্ভঃআপনার বেপরোয়া আচরণে আপনার একজন বন্ধুর কিছু সমস্যা হতে পারে। আপনার বাড়াবাড়ি জীবনযাপন এবং ব্যয়ের কারণে আজ আপনার বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়তে পারেন এবং তাই আপনাকে তাদের ক্রোধের শিকার হতে হতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
মীনঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য মোটের উপর আনন্দদায়ক হবে। আপনার সংবেদনশীলতা এবং সহমর্মিতা অন্যদের সঙ্গে আরও গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। প্রেম আসতে পারে আজকে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাংশে দফায় দফায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবারও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আপাতত কলকাতায় ভারী বৃষ্টির কোনো পূর্বাভাস নেই। শহরের আকাশে কখনও রোদ আবার কখনও মেঘলা পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকা এবং চড়া রোদের কারণে শহরবাসীকে ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়।দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে শুক্রবার ভারী বৃষ্টির তেমন কোনো পূর্বাভাস না থাকলেও বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহের ৮ আগস্ট নাগাদ বঙ্গোপসাগরে একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। এই নিম্নচাপটি ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হলে আগামী সপ্তাহে রাজ্যজুড় বৃষ্টির দাপট অনেকটাই বাড়তে পারে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৩ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৬শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৩মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪১ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হতে পারে।

লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে কড়া নজরদারি, অডিও-সহ ৫৯টি অত্যাধুনিক সিসিটিভি বসাতে উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ অভিযুক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং লকআপের ভিতরে যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বা বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ৫৯টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রায় সাড়ে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। নতুন এই নজরদারি ব্যবস্থায় শুধু দৃশ্যই নয়, বন্দিদের কথোপকথনও রেকর্ড করা সম্ভব হবে। ফলে লকআপের ভিতরে কী ঘটছে, তা আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে পুলিশ। কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগ, এনফোর্সমেন্ট শাখা এবং অন্যান্য তদন্তকারী ইউনিটের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া বহু অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে রাখা হয়। বর্তমানে সেখানে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন থাকলেও এবং করিডরে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও আধিকারিকদের মতে, বর্তমান ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করা প্রয়োজন। বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে বন্দিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেই কারণেই নতুন প্রযুক্তি নির্ভর নজরদারি ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেন্ট্রাল লকআপে মোট ৫৯টি অত্যাধুনিক ক্যামেরা বসানো হবে। এর মধ্যে থাকবে ৫৪টি ডোম ক্যামেরা এবং পাঁচটি বুলেট ক্যামেরা। করিডরের পাশাপাশি লকআপের বিভিন্ন কক্ষের দিকেও এই ক্যামেরাগুলি স্থাপন করা হবে, যাতে কোনও অংশ নজরদারির বাইরে না থাকে। প্রকল্পের আগে পুলিশ কর্তারা সেন্ট্রাল লকআপ পরিদর্শন করে কোথায় কোন ধরনের ক্যামেরা বসানো হলে সর্বাধিক এলাকা নজরদারির আওতায় আসবে, তার বিস্তারিত সমীক্ষা করেন। সেই সমীক্ষার ভিত্তিতেই সম্পূর্ণ ম্যাপিং তৈরি করা হয়েছে। নতুন ক্যামেরাগুলির অন্যতম বিশেষত্ব হল, এগুলিতে ইনফ্রারেড প্রযুক্তি থাকবে। ফলে সম্পূর্ণ অন্ধকারেও সাদা-কালো ছবির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে নজরদারি চালানো সম্ভব হবে। ডোম ক্যামেরাগুলি প্রায় ৫০ মিটার এবং বুলেট ক্যামেরাগুলি প্রায় ৬০ মিটার পর্যন্ত দূরত্বের ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে সক্ষম। এছাড়াও প্রতিটি ক্যামেরায় অডিও রেকর্ডিংয়ের সুবিধা থাকবে। ফলে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হওয়া কথোপকথন, চিৎকার বা অন্য কোনও শব্দও রেকর্ড হবে। তদন্তের প্রয়োজনে এই অডিও ও ভিডিও ফুটেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। পুলিশের এক আধিকারিকের বক্তব্য, অনেক সময় লকআপের ভিতরে বন্দিদের মধ্যে বচসা বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রাতের অন্ধকারে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা নজরে আনা সবসময় সম্ভব হয় না। নতুন ক্যামেরা চালু হলে সেই ধরনের ঘটনাও সহজে ধরা পড়বে। কেউ অন্য বন্দির উপর হামলা করলে বা কোনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তার ভিডিও এবং সংশ্লিষ্ট শব্দ একসঙ্গেই রেকর্ড হবে। একইভাবে, যদি একাধিক বন্দি পালানোর পরিকল্পনা করে বা অন্য কোনও বেআইনি কর্মকাণ্ডের ছক কষে, তবে তাদের গতিবিধি ও কথোপকথন নজরদারির আওতায় চলে আসবে। সূত্রের খবর, এই প্রকল্পে শুধু ক্যামেরা কেনার জন্যই প্রায় আট লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে মনিটর, কেবল, রেকর্ডিং ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ স্থাপনের কাজে। পাশাপাশি এমন একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে ২৪ ঘণ্টা এই ক্যামেরাগুলির ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করা যাবে। কলকাতা পুলিশের আশা, অত্যাধুনিক এই নজরদারি ব্যবস্থা চালু হলে সেন্ট্রাল লকআপের নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে এবং বন্দিদের উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা অনেক বেশি কার্যকর ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠবে।

জমি দুর্নীতি মামলায় স্বস্তি মিলল না অভিষেকের আপ্তসহায়কের, আগাম জামিন খারিজ কলকাতা হাই কোর্টে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ জমি দুর্নীতি মামলায় বড় ধাক্কা খেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি এলাকায় সরকারি জমি দখল ও ভুয়ো নথির মাধ্যমে বিক্রির অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলার শুনানি শেষে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে সংশ্লিষ্ট মামলায় সুমিত রায়ের গ্রেফতারির ক্ষেত্রে আপাতত আর কোনও আইনি বাধা রইল না। তবে একই দিনে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা আর একটি পৃথক চাকরি দুর্নীতির মামলায় শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে হাই কোর্ট। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি এলাকায় সরকারি জমি ভুয়ো নথি তৈরি করে দখল এবং পরে তা বিক্রির একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, বিপুল অর্থের বিনিময়ে সরকারি জমি হাতবদল করা হত এবং সেই উদ্দেশ্যে জাল নথি তৈরি করা হতো। তদন্তে উঠে আসে, এই গোটা প্রক্রিয়ায় সুমিত রায়ের ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ। তদন্তকারীদের দাবি, তাঁর সম্মতি এবং প্রভাব ছাড়া এই কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া সম্ভব ছিল না। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং পরে সুমিত রায়ের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায়। তদন্ত চলাকালীন পুলিশ জানায়, সুমিত রায়কে তাঁর পরিচিত কোনও ঠিকানাতেই পাওয়া যায়নি। একাধিকবার তল্লাশি চালিয়েও তাঁর সন্ধান না মেলায় তদন্তকারী সংস্থা আদালতের দ্বারস্থ হয়। পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে মেদিনীপুরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। পরোয়ানা জারির পরই আইনজীবীর মাধ্যমে আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সুমিত রায়ের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য মামলাটির জরুরি শুনানির আবেদন করেছিলেন। পাশাপাশি অন্য একটি বেঞ্চে শুনানির আবেদনও জানানো হয়। তবে সেই আবেদন গ্রহণ করেনি হাই কোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, নিয়মিত বেঞ্চেই মামলার শুনানি হবে। সেই অনুযায়ী বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি জমি দুর্নীতি মামলায় সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। জমি দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ানোর পর থেকেই সুমিত রায় প্রকাশ্যে আসেননি বলে তদন্তকারীদের দাবি। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তদন্তের অংশ হিসেবে মোবাইল ফোনের লোকেশন বিশ্লেষণ করে পুলিশ প্রথমে কলকাতার কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে পৌঁছয়। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও দরজা না খোলায় আইনি প্রক্রিয়া মেনে বাড়ির তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে পুলিশ। তবে সেখানে সুমিত রায়ের কোনও খোঁজ মেলেনি। একই দিনে হুগলির শ্রীরামপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়িতেও অভিযান চালানো হয়। সেখানেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এরপর থেকে বিভিন্ন সম্ভাব্য জায়গায় তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা এলাকায় একটি চাকরি দুর্নীতির মামলাতেও সুমিত রায়ের নাম উঠে এসেছে। সেই মামলায়ও তিনি আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ওই মামলায় তাঁকে শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন মঞ্জুর করেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১০ দিনের মধ্যে সুমিত রায়কে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে হাজিরা দিতে হবে। তদন্তের প্রয়োজনে ভবিষ্যতে তাঁকে আবার ডাকা হলে সেই নির্দেশও মানতে হবে। আদালত স্পষ্ট করেছে, তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করাই এই জামিনের অন্যতম শর্ত। হাই কোর্টের এই রায়ের ফলে জমি দুর্নীতি মামলায় তদন্তের গতি আরও বাড়বে বলেই মনে করছে আইনজীবী মহলের একাংশ। তদন্তকারীরা এখন সুমিত রায়ের অবস্থান চিহ্নিত করার পাশাপাশি অভিযোগের নেপথ্যে থাকা সম্ভাব্য চক্র, আর্থিক লেনদেন এবং ভুয়ো নথি তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহে জোর দিচ্ছেন। একই সঙ্গে সরকারি জমি দখল ও বিক্রির অভিযোগে আর কারা জড়িত ছিলেন, সেই বিষয়েও তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। আদালতের নির্দেশ এবং তদন্তের অগ্রগতির উপর নির্ভর করেই আগামী দিনে এই মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারিত হবে।

শ্যামপুকুরে প্রথম ‘নাগরিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র’-এর উদ্বোধন

দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতিশ্রুতি, প্রতিটি ওয়ার্ডে গড়ে উঠবে আরও স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী

দুরন্তবার্তা, সৈকত দাস, কলকাতা, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর বিধানসভা এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করে তুলতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিমন্ত্রী তথা শ্যামপুকুরের বিধায়ক শ্রীমতী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় সোমবার শ্যামপুকুরে প্রথম ‘নাগরিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র’-এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। এলাকার সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। উদ্বোধনের দিন থেকেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হয়েছে। সঞ্জীবনী হাসপাতালের পাঁচজন এমবিবিএস চিকিৎসক এখানে নিয়মিত পরিষেবা প্রদান করছেন। সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা পরামর্শ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, শ্যামপুকুরের প্রতিটি নাগরিকের কাছে উন্নত, সহজলভ্য ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া তাঁর অন্যতম অগ্রাধিকার। তিনি জানান, এই নাগরিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন কেবল একটি প্রকল্পের সূচনা নয়, বরং একটি বৃহত্তর স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচির প্রথম ধাপ। তিনি ঘোষণা করেন, আগামী দিনে শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে আরও ‘নাগরিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র’ গড়ে তোলা হবে। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দূরে যেতে হবে না এবং নিজ নিজ এলাকাতেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া সহজ হবে। এছাড়াও তিনি জানান, বিধানসভা এলাকার সমস্ত কর্পোরেশন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সংযোজন এবং পরিষেবার মানোন্নয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও কার্যকর ও উন্নত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনার প্রসঙ্গ তুলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, উত্তর কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান মেয়ো হাসপাতাল-এর আধুনিকীকরণ এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। তাঁর লক্ষ্য, ভবিষ্যতে মেয়ো হাসপাতালকে একটি অত্যাধুনিক বহুমুখী (মাল্টি-স্পেশালিটি) সরকারি হাসপাতালে রূপান্তরিত করা, যাতে উত্তর কলকাতার মানুষ আরও উন্নত ও বিশেষায়িত চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, শ্যামপুকুরে প্রথম নাগরিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া অনেক সহজ হবে। বিশেষ করে প্রবীণ, নারী ও শিশুদের জন্য এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তাঁরা। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা এবং মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে শ্যামপুকুরের এই নতুন ‘নাগরিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র’ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ক্যানিংয়ে তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়িতে পুলিশের হানা, আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ-বোমা উদ্ধার, গ্রেপ্তার নেতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে গভীর রাতে পুলিশের তল্লাশি অভিযানে চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এল। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এক তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, তাজা কার্তুজ এবং বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম আলাউদ্দিন তরফদার। তিনি ক্যানিংয়ের দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর অঙ্গাদবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আলাউদ্দিন তরফদারের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে বাড়ির বিভিন্ন অংশে তল্লাশি চালানোর পর উদ্ধার হয় একটি দেশি লম্বা আগ্নেয়াস্ত্র, একটি দেশি ছোট পাইপগান, চার রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং একটি তাজা বোমা। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকেই আলাউদ্দিন তরফদারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক কী উদ্দেশ্যে বাড়িতে মজুত রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অস্ত্রগুলি কোনও অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না, অথবা অন্য কোনও চক্রের সঙ্গে ধৃতের যোগাযোগ রয়েছে কি না, সেই দিকেও তদন্ত এগোচ্ছে। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলির উৎস এবং সেগুলি কীভাবে তাঁর কাছে পৌঁছল, তাও জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হতে পারে। জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং অস্ত্র মজুতের নেপথ্যে কোনও বড় চক্র সক্রিয় ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চালানো হবে। ঘটনার পর গোটা এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং তদন্তের স্বার্থে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মথুরাপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থায় অপসারিত তৃণমূল সভাপতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মথুরাপুর, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ শেষ পর্যন্ত সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মথুরাপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদারের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব সোমবার গৃহীত হল। দীর্ঘ টানাপোড়েন ও আইনি জটিলতার পর অবশেষে অনাস্থা ভোট সম্পন্ন হওয়ায় পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতার সমীকরণে বড় পরিবর্তন এল। এই অনাস্থা ভোটকে কেন্দ্র করে গত সপ্তাহে বিডিও অফিসে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ সদস্য এবং সিপিআইএমের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ ছিল, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিডিও অনাস্থা সভা ডেকে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করেননি। সেই ঘটনাকে ঘিরে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভও দেখানো হয়। উল্লেখ্য, ৩০ সদস্যের মথুরাপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন মানবেন্দ্র হালদার। পরে দলের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে তৃণমূলেরই ১৪ জন সদস্য দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। তাঁদের সঙ্গে সমর্থন জানান সিপিআইএমের ৩ জন সদস্য। ফলে মোট ১৭ জন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ায় তা গৃহীত হয় এবং সভাপতির পদ থেকে মানবেন্দ্র হালদারের অপসারণ কার্যত নিশ্চিত হয়। এর ফলে পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ শিবিরের জয় নিশ্চিত হয়েছে। এখন নজর নতুন সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনকে ঘিরে। তৃণমূল ও সিপিআইএমের এই সমীকরণ আগামী দিনে কোন রাজনৈতিক রূপ নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল।

প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ জয়নগর নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও কুলপি সহকারী কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক বৃহৎ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা হল সোমবার। কুলপি সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের কার্যালয়ে প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক বৃহৎ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ সূচনা হয় এদিন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নিমপীঠ-এর বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ ড. সোমনাথ সর্দার ও কুশল দাশগুপ্ত, কুলপি ব্লকের যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক গৌতম দাস, সহকারী কৃষি অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু সহ কুলপি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৫০ জনেরও অধিক কৃষক ভাই ও বোনেরা। অনুষ্ঠানে কৃষকদের প্রকৃতি নির্ভর, পরিবেশবান্ধব, স্বল্প ব্যয়ভিত্তিক ও স্থিতিশীল কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন বক্তারা প্রাকৃতিক কৃষির মূল ভিত্তি, জীবাণু ও গো-ভিত্তিক কৃষি উপকরণ প্রস্তুত ও ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি এবং স্থিতিশীল কৃষি ব্যবস্থাপনা নিয়ে কৃষকদের বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এরই পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও কৃষকদের অবহিত করা হয়। রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. চন্দন কুমার মণ্ডল জানান, এই কর্মসূচির আওতায় কুলপি, ডায়মন্ড হারবার-১ ও ডায়মন্ড হারবার-২ ব্লকের মোট ১,৮৭৫ জন কৃষককে পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। একই সঙ্গে মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তির কার্যকর সম্প্রসারণ এবং কৃষকদের নিয়মিত হাতে-কলমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৩০ জন কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন সহায়তাকারীর বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও শুরু হবে। তিনি আরও বলেন, প্রাকৃতিক কৃষি শুধু উৎপাদন ব্যয় কমায় না, বরং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, রাসায়নিক উপকরণের ওপর নির্ভরতা হ্রাস এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের মধ্যে এই প্রযুক্তির বিস্তার ঘটিয়ে পরিবেশ বান্ধব ও স্থিতিশীল ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই কর্মসূচির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সিআইআই’য়ের উদ্যোগে বেলুড় শিল্পমন্দিরে ৩৭তম ওয়ার্কস্কিল প্রতিযোগিতার সূচনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলুড়, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ সোমবার সি আই আই’য়ের উদ্যোগে বেলুড় শিল্পমন্দিরে ৩৭তম ওয়ার্কস্কিল প্রতিযোগিতার সূচনা করে বাংলায় শিল্প-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের তরফে সদর্থক বার্তা দিলেন রাজ্যের শ্রম দফতরের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য। ওই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বাংলায় শিল্প-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। বাংলা থেকে চাকরি খুঁজতে কাউকে আর বাইরে যেতে হবে না। সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে। এদিন বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সিআইআই) এক অনুষ্ঠানে এসে তিনি আরও বলেন, আমরা শিল্পের উপযোগী দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। যাতে শিল্পপতিদের শ্রমিক পেতে সমস্যা না হয়। এই কাজে সি আই আই’য়ের মতো সংস্থাগুলি অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারও এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে জিআইএস গ্রুপের অধিকর্তা ও সি আই আইয়ের পূর্ব ভারতের এডুকেশন ও স্কিল ডেভেলপমেন্টের সাব-কমিটির চেয়ারম্যান সিমারপ্রীত সিং, রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি দপ্তরের প্রধান সচিব রাজীব কুমার, সি আই আইয়ের রাজ্য কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও উডল্যান্ডস হাসপাতালের সিইও রূপক বড়ুয়া, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সহ-সম্পাদক স্বামী বেদাতিতানন্দ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবার থেকে তিন দিন এই প্রতিযোগিতা চলবে। বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দির ও পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং লিলুয়ার এমসিকেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হবে এই প্রতিযোগিতা। উল্লেখ্য, টাটা স্টিল, হিতাচি, সেইল সহ দেশের প্রথম সারির কারিগরি ক্ষেত্রের কোম্পানির প্রতিনিধিরা প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছেন। মোট ২২টি বিভিন্ন কোম্পানি থেকে প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী ফিটার, ওয়েল্ডিং সহ বিভিন্ন কারিগরি ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।

ব্যাটরার স্কুলে পথ নিরাপত্তা নিয়ে ছাত্রদের সচেতনতা শিবির

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ হাওড়ার দাসনগর ট্রাফিক গার্ড ও ব্যাটরা সাব ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে সোমবার ব্যাটরা মধুসূদন পালচৌধুরী হাইস্কুলে পথ নিরাপত্তা উপলক্ষে এক বিশেষ সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই আলোচনা সভায় ছাত্রদের রোড সেফটি নিয়ে সচেতন করা হয়। কীভাবে আমরা নিরাপদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার নিরাপদেই বাড়ি ফিরতে পারি তা এদিন এক ‘পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে’র মাধ্যমে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা হয়।

ডাকাতির আগেই গ্রেফতার চার জয়নগরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশ টিম। জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের নির্দেশে এস আই শান্তনু ব্যাস, এস আই রাজীব সাউ, এ এস আই বিশ্বজিত সরকার সহ জয়নগর থানার পুলিশ টিমের অতি তৎপরতায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে জয়নগর থানার গোড়ের হাট এলাকা থেকে ডাকাতির আগেই চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃত ব্যক্তিরা সন্দেহজনক ভাবে ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় পুলিশ প্রথমে তাদেরকে আটক ও পরে গ্রেফতার করে। ধৃত ব্যক্তিরা হল মিসবাউদ্দিন খান, বাড়ি জয়নগর থানার উওর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি এলাকায়, আসমত গাজি, বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসিমপুর এলাকায়, হাকিম আলি, বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসিমপুর এলাকায় এবং সেলিম মোল্লা, বাড়ি জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের তিলপি এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একাধিক সরঞ্জাম। ধৃতদেরকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এন সি পি আই-তে যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দিল্লি, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এন সি পি আই তে যোগ দেওয়া সাংসদরা আরও এক দফায় বৈঠকে বসতে চলেছেন। আগামীকাল নতুন দিল্লির বঙ্গভবনে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে রাজ্য বিজেপি নেতা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকায় সেই সূচী বাতিল করা হয়। উল্লেখ্য শতাব্দী রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাপী হালদার এর মত কুড়ি জন সাংসদ তৃনমূল কংগ্রেস সাংসদ তৃনমূল কংগ্রেস ছেড়ে এনসিপি আই তে যোগ দেওয়ায় তৃনমূলের তরফে অধ্যক্ষ ওম বিড়লা কে তাদের সাংসদ পদ খারিজের দাবি জানানো হয়েছে।

ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫ কোটি টাকা দাবির অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ কলকাতার ভবানীপুরে ফের চাঞ্চল্য। এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫ কোটি টাকা দাবির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, বিদেশি নম্বর থেকে একাধিকবার ফোন ও ভয়েস মেসেজ পাঠিয়ে নিজেকে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছে এক ব্যক্তি। টাকা না দিলে ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ক্ষতি করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। আতঙ্কিত ওই ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই ভবানীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগকারী ব্যবসায়ী ভবানীপুরের শর বোস রোড এলাকার বাসিন্দা। তাঁর দাবি, গত ৩০ জুন প্রথমবার একটি আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে তাঁর মোবাইলে ফোন আসে। ফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য বলে দাবি করে এবং তাঁর কাছে ৫ কোটি টাকা দাবি করে বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ীর অভিযোগ, প্রথম ফোনের পর বিষয়টি থেমে থাকেনি। পরবর্তী প্রায় এক মাস ধরে নিয়মিতভাবে তাঁকে বিভিন্ন নম্বর থেকে ফোন করা হয় এবং ভয়েস মেসেজ পাঠানো হয়। বারবার টাকা দেওয়ার জন্য চাপ তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ। টাকা না দিলে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের খুন করার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও পুলিশকে জানিয়েছেন ওই ব্যবসায়ী। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে ভবানীপুর থানার পুলিশ। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুলিশের বিশেষ ইউনিটকেও। ফোনগুলি সত্যিই কোনও সংগঠিত অপরাধ চক্রের তরফে করা হয়েছিল কি না, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাত রয়েছে-তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভিসার মেয়াদ পেরিয়েও কলকাতায় বসবাস, থাই স্পা থেকে গ্রেপ্তার থাইল্যান্ডের তরুণী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ কলকাতায় বেআইনিভাবে বসবাস ও স্পা সেন্টারে কাজ করার অভিযোগে থাইল্যান্ডের এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ কলকাতার শরৎ বোস রোডের একটি স্পা সেন্টারে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই বৈধ নথি ছাড়াই তিনি শহরে বসবাস করছিলেন এবং একটি স্পা সেন্টারে কর্মরত ছিলেন। সোমবার তাঁকে আদালতে পেশ করার কথা রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শরৎ বোস রোডের ১৫ সি নম্বর ঠিকানায় অবস্থিত ‘সবাই নমস্তে স্পা’ নামে একটি স্পা সেন্টারে রবিবার তল্লাশি চালায় তিলজলা থানার পুলিশ। অভিযান চলাকালীন সেখানে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের বাসিন্দা এম সাংসুকনিউত নামে এক মহিলার সন্ধান মেলে। তাঁকে ভারতে বৈধভাবে থাকার নথি দেখাতে বলা হলে তিনি তা দেখাতে পারেননি। এরপর তাঁর পাসপোর্ট ও অন্যান্য নথি খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পারে, তিনি ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। নির্ধারিত সময়ের পরেও তিনি দেশে ফিরে যাননি। পাশাপাশি তাঁর পাসপোর্টের মেয়াদও ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হয়ে গিয়েছে। তদন্তে আরও জানা যায়, ভিসা ও পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ওই তরুণী কলকাতার চৌবাগা এলাকায় বসবাস করছিলেন এবং শরৎ বোস রোডের ওই স্পা সেন্টারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বৈধ অনুমতি ছাড়া ভারতে অবস্থান এবং কর্মসংস্থানের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতে তোলার আগে পর্যন্ত তাঁকে টালিগঞ্জ মহিলা থানায় রাখা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁর উপর সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্পা সেন্টারের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত মহিলার সঙ্গে অন্য কোনও ব্যক্তি বা চক্রের যোগাযোগ ছিল কি না, কিংবা বেআইনিভাবে বিদেশি নাগরিকদের কাজে লাগানোর কোনও বড় নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে স্পা সেন্টারের নথিপত্রও পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পথ নিরাপত্তার সূচনা হল জয়নগরে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর সাব ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে জয়নগর থানার সহায়তায় সোমবার জয়নগরে পালন করা হলো পথ নিরাপত্তা কর্মসূচি ।সারা রাজ্যে জুড়ে ৩-৯ অগাস্ট শুরু হয়েছে সপ্তাহ ব্যাপী পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। আর তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন জয়নগর থানা থেকে পথ নিরাপত্তার ট্যাবলো সহযোগে সচেতনতা মূলক একটি পদযাত্রা বের হয়ে জয়নগর স্টেশন মোড় পর্যন্ত যায়। এদিনের এই পদযাত্রায় পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার,স্কুল ছাত্র, গাড়ি চালক,পথচারী,স্থানীয় মানুষ অংশ নেন। এদিন হেলমেটহীন পথচারীদের হেলমেট তুলে দেওয়া হয় এছাড়া পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচারপত্র বিলি করা হয়। এদিনের এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদার, জয়নগর সাব ট্রাফিক ওসি ইরাদুল সেখ, জয়নগর সাব ট্রাফিকের এ এস আই সুভাষ পাল, এ এস আই রমজান পুরকাইত সহ ট্রাফিক কনস্টেবল, সিভিক ভলেন্টিয়াররা। ট্রাফিক নিয়ম মেনে কিভাবে চলতে হবে সেই বিষয়ে সচেতন করতে এই উদ্যোগ।

দুর্ঘটনা বন্ধে ট্রাফিক নিয়ম নিয়ে সচেতন করতে উদ্যোগ পরিবহন দপ্তর, কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের

দুরন্তবার্তা, সুমন দে, কলকাতা, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ সড়ক দুর্ঘটনা বন্ধে ট্রাফিক নিয়ম নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পরিবহন দপ্তর এবং কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের যৌথ উদ্যোগে আজ থেকে রাজ্যে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। সকালে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টে এই কর্মসূচির সূচনা করেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসে চিংড়িঘাটা মোড়ে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের সচেতন করে তাদের উৎসাহ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য জুড়ে আগামী ৮ তারিখ পর্যন্ত পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হবে।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে সফল জয়নগরের ছাত্র-ছাত্রীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ জয়নগর আত্মরক্ষার তাগিদে ক্যারাটে শিক্ষার প্রয়োজন বেড়েছে। আর দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে শিহান সমীর সরদারের প্রশিক্ষনে জয়নগর থানা এলাকায় ক্যারাটে প্রশিক্ষনরত ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গত শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত তিনদিনের দশম ইন্টারন্যাশানাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জেস কাপ ২০২৬ হয়ে গেল কলকাতার নেতাজী ইন্ডিয়া স্টেডিয়ামে। আর এই প্রতিযোগিতায় জয়নগর থানার বহড়ু, শ্রীপুর, দক্ষিন বারাশত ও জয়নগরের ছাত্র ছাত্রীরা খুব ভালো রেজাল্ট করলো। উল্লেখ যোগ্য ফলাফল হল - অনিক দে, কাতাতে গোল্ড কুমিতিতে গোল্ড। স্নেহা কাঁসারী কাতাতে গোল্ড, কুমিতিতে গোল্ড। পামেলিয়া নাথ কাতাতে গোল্ড কুমিতিতে রুপা। রিয়া দাস মন্ডল কাতাতে রূপা কুমিতিতে রুপা। প্রতিভা হালদার কাতাতে ব্রোঞ্জ কুমিতিতে ব্রোঞ্জ। দেবস্মই সরদার কমিতিতে ব্রোঞ্জ। পাপিয়া সরদার কাতাতে ব্রোঞ্জ। অঙ্কিত মুখার্জি কাতাতে গোল্ড কুমিতিতে গোল্ড। রিক্তা পাইক কুমিতিতে গোল্ড কাতাতে ব্রোঞ্জ। রাজশ্রী পাইক কুমিতিতে রুপা কাতাতে ব্রোঞ্জ। কঙ্কনা পাল কুমিতিতে ব্রোঞ্জ। দিয়া ঘোষ কুমিতিতে রুপা। রামিজ সরদার কুমিতিতে ব্রোঞ্জ পদক পান। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পদক তুলে দেন আন্তর্জাতিক্ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন শিপের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য।

অস্ত্র সহ গ্রেফতার তৃণমূল বুথ সভাপতি ক্যানিং-এ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং, ৩ আগস্ট, ২০২৬ ঃ এবার ক্যানিংয়ে গ্রেপ্তার তৃণমূল বুথ সভাপতি আলাউদ্দিন তরফদার। রবিবার গভীর রাতে ক্যানিংয়ের তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যেতেই চোখ কপালে ওঠে পুলিশের। উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, তাজা কার্তুজ, বোমা। বাড়ি থেকেই ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম আলাউদ্দিন তরফদার। তিনি দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর অঙ্গাদবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার গভীর রাতে আলাউদ্দিনের বাড়িতে পৌঁছে যায় পুলিশ। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি লম্বা আগ্নেয়াস্ত্র, একটি দেশি ছোট পাইপগান, ৪ রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং একটি তাজা বোমা। এরপরই ওই তৃণমূল নেতাকে পাকড়াও করে পুলিশ। তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজধৃতকে সোমবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক কেন মজুত রাখা হয়েছিল, তা জানতে চান তদন্তকারীরা। কী উদ্দেশে বাড়িতে অস্ত্রভাণ্ডার, ওই নেতার সঙ্গে আরও কারা জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৪৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩৩

প্রেসিডেন্সি ছাত্র বিকাশ

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী, মেধাবী ছাত্র বিকাশ রায় তখন কলেজের রবীন্দ্র পরিষদের সহকারী সম্পাদক। প্রশান্তচন্দ্র মহলাবিশ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সেইসময়ে প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক,ভূপতিমোহন সেন অধ্যক্ষ। সবাই কবির কাছের মানুষ। স্বভাবত রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পৌঁছনোর একটা সুযোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ'র কবিতাগুলো প্রকাশিত হচ্ছে, সাহিত্য মহলে তুমুল আলোচনা। সৌভাগ্যবশত সেই সময়ে কবি বরানগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে উঠেছেন। প্রেসিডেন্সির কয়েকজন পড়ুয়া ঠিক করলেন, তারা রবীন্দ্রনাথের কাছেই জানতে চাইবেন এ কবিতা কি করে পড়তে হবে বলে দিন। সেই দলে বিকাশ রায়ও ছিলেন। একদিন ভোরবেলায় বরানগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন পড়ুয়ারা। কবি এলেন,সবাই তাঁকে প্রণাম করলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের আসনে বসলেন,সাক্ষাৎ প্রার্থী পড়ুয়ারা ফরাসের ওপরে বসেছেন । পড়ুয়ারা নিজেদের বক্তব্য জানালেন, অধ্যাপক মহলানবিশ ছাত্রদের সাহায্য করলেন। বিকাশ রায় অভিভূত,মনে হল যেন তীর্থে গিয়েছেন। যে কথাগুলো বলছেন সেগুলো যেন দেবতার আশীর্বাণী। ফেরার সময়ে মনে হল উনি দেবতা,সত্যের সন্ধান তিনি দিতে পারেন। প্রেসিডেন্সির পড়ুয়াদের আর্জি পাশ হল কবি সেবার আসলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তখন ফিজিক্স থিয়েটার ছাড়া বড় হল ছিল না সেখানে। বেদী তৈরি করা হয় রবীন্দ্রনাথের জন্য। সেখান বসে অনেক গুণীজনদের সাথে তিনি গদ্যকবিতা নিয়ে আলোচনা করলেন, অনেকগুলো কবিতা পড়লেন। বিকাশ রায় মন্ত্রমুগ্ধ। দু'চোখ দিয়ে জ্যোর্তিময় পুরুষের রূপ দেখলেন, আর কান ভরে জোরালো অথচ মিষ্ট কণ্ঠস্বরে তাঁর আবৃত্তি শুনলেন। সেদিন থেকে আবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা বদলে যায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের কণ্ঠে আবৃত্তি শুনে মনে হল কি মর্মস্পর্শী। পরবর্তী সময়ে বিকাশ রায় অনেক আবৃত্তি করেছেন। তাঁর নিজের কথায় আমি অপটু শক্তিতে যতটা পেরেছি আবৃত্তি করেছি, অভিনয় করিনি। বোধহয় সেই কারণে চমৎকার আবৃত্তি করেছিলেন। 'বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা, এর যত মূল্য সে কী ধরার ধুলোয় হবে হারা। বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না কোন ঋণ। রাত্রির তপস্যা,সে কী আনিবে না দিন।' বলা বাহুল্য 'রাত্রির তপস্যা' ছবির পরিচালক সুশীল মজুমদার এক সময়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন, তাঁর কাছে লেটার মার্কস নিয়ে আবৃত্তিতে পাশ করেছিলেন অভিনেতা বিকাশ রায়। বিকাশ রায় ছিলেন অত্যন্ত মেধাবি ছাত্র। তাঁর মেধার পরিচয় পেলে আমরা অবাক হয়ে যাই তিনি অধ্যাপক না হয়ে শুধু মাত্র অভিনয়কে জীবনের অবম্বন করে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যদি অধ্যাপক হতেন তাহলে তিনি বহু মেধাবি ছাত্র তৈরি করে দিয়ে যেতে পারতেন। সেটা হল না। ভাগ্য তাঁকে সিনেমার জগতে ঠেলে ফেলে দিল। সিনেমায় অভিনয় করলেন দক্ষতার সঙ্গে। বহু অভিনেতারা ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষিত। যেমন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি তো রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ছিলেন। কবিগুরু কবিতা এবং গান তিনি নিজের গলায় গাইতে পারতেন। রবীন্দ্র ভক্ত ছিলেন বিকাশ রায় এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

স্বদেশি বিজ্ঞানী

একদম শতচ্ছিন্ন না হলে কোনও পোশাক ছাড়তে চাইতেন না। যে মানুষ নিজের জন্য বাড়তি দু'পয়সা খরচ করতে রাজি নয়, তিনি অনায়াসে জনহিতকর কাজে তিন হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের কথা পড়তে পড়তে ল্যাবরেটরিতে বসে উচ্চৈঃস্বরে বলতেন, জীবনকে তুচ্ছ করে যারা এরকম করতে পারে তারা নমস্কারের যোগ্য। আরও বলেছিলেন,এসব অসহযোগ আন্দোলনে কিছু হবে না। ইংরেজদের মেরে না তাড়ালে এরা দেশ ছাড়বে না। খুব সম্ভবত ১৯০৫ সালে গোপন বোমা তৈরির ব্যাপারে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নবিদদের হাত ছিল। এর ইঙ্গিত আছে ডঃ পঞ্চানন নিয়োগির সাথে আচার্যদেবের কথাবার্তায় যা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তাঁর একান্ত অনুগত নদীয়াবিহারী অধিকারী যিনি পরবর্তী জীবনে বেঙ্গল কেমিক্যালের পদস্থ কর্মী হন। মজার বিষয় হল নদীয়াবিহারী অধিকারী যখন আচার্যদেবের খরচের হিসেবপত্র রাখতেন,গৃহস্থালির ম্যানেজারি করতেন। একদিন তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্য বরাদ্দ এক পয়সার দুটি চাঁপা কলার পরিবর্তে তিন পয়সা দিয়ে দুটি পুরুষ্টু চাঁপা কলা কিনে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রোষানলে পড়েন। ক্ষেপে গিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানের অন্যতম প্রাণপুরুষ বলেছিলেন, 'নবাবি' করতে শিখেছ, আমাকে পথে বসাবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। নদীয়া বিহারীর তিন পয়সায় দুটো চাঁপা কলা কেনার দিনেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বললেন, তাঁর কিছু টাকার দরকার। আচার্যদেব শুধোলেন কত? তিন হাজার টাকা। অমনি প্রফুল্লচন্দ্র রায় তলব করলেন নদিয়াবিহারীকে, বললেন, দ্যাখত -কত টাকা আছে? নদীয়াবাবু ব্যাঙ্কের খাতা দেখালেন। তিনি হাজার পাঁচশ। চেকবই নিয়ে আয়, লেখ তিন হাজার টাকা। লেখা হলে খসখস করে সই করে চেক ছিঁড়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল ঘোষের হাতে তুলে দিলেন। নদীয়াবিহারী একটু হলেও অবাক হন। যে মানুষ নিজের জন্য বাড়তি দুপয়সা খরচ করতে রাজি নয়, তিনি অনায়াসে জনহিতকর কাজে তিন হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। নিজের জামাকাপড় নিজে পরিস্কার করতেন, জুতোজোড়া নিজে সাফাই করতেন। প্রথম জীবনে পরতেন সাধারণ মিলের ধুতি,পরের দিকে খাদি। শীতকালে গরম কাপড় কিনে কোট তৈরি করতেন, এমন পরিমাণে কাপড় কিনতেন যাত দুটো কোট হয়। একটি নিজে পরতেন অন্যটি বেয়ারাকে দিয়ে দিতেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি । ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে।

স্বদেশী আন্দোলনে সরলা দেবীর ভূমিকা

রবীন্দ্রকুমার শীল

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটি গেয়েছিলেন রবীনন্দ্রনাথ ঠাকুর কংগ্রেস অধিবেশনে। তাঁর সঙ্গে এই গানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সরলা দেবী ঘোষাল। রবীন্দ্রনাথের বহু গান নিজের কণ্ঠে গেয়েছিলেন সরলা দেবী ঘোষাল। কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে 'বন্দেমাতরম' গান দিয়ে শুরু করেন। তিনি মাত্র এই গানের প্রথম চারটে লাইন

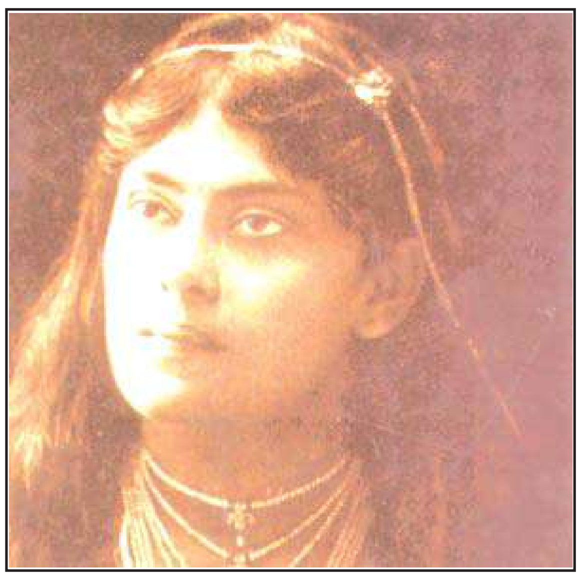

গেয়েছিলেন। তারপরের অংশগুলো গেয়েছিলেন সরলা দেবী ঘোষাল। সরলা দেবী ঘোষাল আবার বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। তিনিই প্রথম মহিলা উপাচার্য বিশ্বভারতীর। সরলা দেবী ঘোষাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তখন বাংলার মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলায় জাতীয় জাগরণের সূচনা হয়। যদিও বোম্বাইতে জাতীয় জাগরণের দেখা মিলেছিল। বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে জাতীয় জাগরণ নিয়ে আসতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তবে বাংলা তখন সব দিক দিয়ে এগিয়ে। সরলা দেবী ঘোষাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলার সময়ে 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' তৈরি করলেন। সেখানে বাংলার মেয়েরা তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ দান করতো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সফল করার জন্য। সরলা দেবীর মায়ের নাম স্বর্ণকুমারী এবং পিতার নাম জানকীনাথ ঘোষাল। ১৯০৪ সালে বালিগঞ্জে একটি আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানে তরুণরা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতো। সুহৃদ সমিতি প্রথম রাজনৈতিক মিছিল করে 'বন্দেমাতরম' স্লোগান দিয়ে। সরলা দেবী ঘোষাল তখন ময়মন সিং সফর করেন তাঁর প্রতিষ্ঠানকে সেখানে স্থাপন করতে। পুলিশ মুমারিপুকুর বোম মামলার তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারে যে ১৯০০ সালে বিপ্লবীদের গুপ্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যরিস্টার পি মিত্র, সরলা দেবী ঘোষাল এবং জাপানি বুদ্ধিজীবী ওকাকুরা। তারপরেই বাংলায় গুপ্ত সমিতি তৈরি করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সরলা দেবী ঘোষাল অনুরোধ করেন যে ভারতের জাতীয় জাগরণে ভারতীয় মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা প্রকাশ্যে বিবৃত করতে। আলিপুর বোমা মামলা চলার সময়ে পুলিশ একটি চিঠি উদ্ধার করে। সেখানে লেখা ছিল যে সরলা দেবী ঘোষাল একজন লেখিকা। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তিনি একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যেখানে তরুণরা শারীরিক এবং মানসিক শক্তি চর্চা করতো। তিনি প্রথম মহিলা সংগঠন তৈরি করার কথা ব্যক্ত করেন। বলেছিলেন, ভারতের জাতীয় জাগরণে মহিলাদের দরকার। তাদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

অন্যরকম মেয়ের গল্প। অন্যরকম মেয়েটি অজস্র সুর সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের কাছে অঞ্জলি দিতে লাগলেন। সেই সুরে সুরে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন অপূর্ব সব গান।'আনন্দলোকে মঙ্গলা লোকে' , এস হে গৃহদেবতা, এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, চিরবন্ধু চির নির্ঝর প্রভৃতি। এই অন্যরকম মেয়েটি জীবনের শেষার্ধে বলেছেন, মনুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি ঘরে বাহিরে যাহা কিছু অধিকার নারী পাইয়াছেন, তাহা কেবল পুরুষদের আরাম ও সুবিধাকল্পে, নারীর দিক ভাবিয়া নহে। ছবিটা যদি সিংহের আঁকা হইত, সিংহ যেমন এক রকম করিয়া আঁকিত, তেমনই ধর্ম শাস্ত্র রচনা নারীর হাতে পড়িলে শ্লোক কয়টা পুরুষকে উলটা পড়িতে হইত। লোকযাত্রা যেমন পুরুষের, তেমনই মেয়েরো। কিন্তু শাস্ত্রের ব্যবহারগুলি সব পুরুষের একার গড়া, মেয়েদের ভোট বা সম্মতি লইয়া গঠিত হয় নাই"। ছোটবেলায় তার নাম ছিল সরলা ঘোষাল, অবশ্য আমরা তাঁকে বেশি চিনি তার বিবাহ পরবর্তী সরলা দেবী চৌধুরানী নামে। সরলার মায়ের নাম স্বর্ণকুমারী দেবী । তিনি ছিলেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর অভিজাত ঠাকুর পরিবারের বিদুষী কন্যা, রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি। সাহিত্য -সেবা, দর্শন-চর্চা , সখী সমিতি গঠনেই সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। ছোট মেয়েকে দেখাশোনার সময় তাঁর মোটেই ছিল না। সরলার নিজের কথায় ভাদ্রমাসের ললিতা সপ্তমী তিথিতে তার জন্ম, ইংরেজির ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ সাল, জোড়া সাঁকোর মামার বাড়িতে তেতলার এক রোদফাটা কাঠের ঘরে। বাবা জানকীনাথ ঘোষাল ছিলেন বিদ্বান , আইনবিদ , নদীয়ার জয়রামপুরের (অধুনা বাঙলাাদেশের কুষ্টিয়ায়) বনেদী হিন্দু পরিবারের সন্তান। দৃঢ় চরিত্রের এই মানুষটি ছিলেন দেশপ্রেমিক, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। জন্মের পর ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্মধর্মীয় পরিবেশে বড় হলেও পিতৃকুলের বনেদী হিন্দুয়া নিকেও উপেক্ষা করতে শেখেন নি। সরলার শৈশব কেটেছিল পরিচারিকার সান্নিধ্যে। মায়ের আদর ভালবাসা, স্নেহ স্পর্শের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হলেও মায়ের সীমাহীন উদাসীনতা ছাড়া আর বিশেষ কিছু জোটেনি। পড়ে গিয়ে দাঁত ভেঙ্গে রক্তপাত হলেও মায়ের মনোযোগ পাননি। শুধু সরলার গান বাজনার কথা জেনে একটু নরম হয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই সুরের মায়া সরলার মনের ভেতরে বেশ রাজকীয় ভাবেই বিরাজ করত। তাঁর নিজের কথায় ' আমি গানের বাতিকগ্রস্ত ছিলুম। যেখান সেখান থেকে নতুন নতুন গান ও গানের সুর কুড়তুম। রাস্তায় গান গেয়ে যাওয়া বাঙলী বা হিন্দুস্থানী ভিখারীদের ডেকে ডেকে পয়সা দিয়ে তাদের কাছে তাদের গান শিখে নিতুম, যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্য প্রাণ ব্যস্ত থাকত,- তাঁর মত সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন আমি শোনাতুম অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙ্গে কখনো কখনো তার কথাগুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক একখানি নিজের গান রচনা করতেন। চুঁচড়োয় কর্তা দাদামশাই দেবেন্দ্র নাথের সঙ্গে দেখা করার সময় বোটের মাঝিরা এরকম অনেক সুর শুনিয়েছেন। কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ, যদি তোর ডাক শুনে কেউ, আমার সোনার বাঙ্গলা' প্রভৃতি অনেক গান সেই মাঝির কাছ থেকে আহরিত আমার সুরে বসান'।

বাড়ীর সব মেয়েদের মত সরলারও ছোটবেলায় পিয়ানো বাজাতে লিখেছিলেন। মায়ের হুকুমে তাকে রীতিমত নিয়ম করে সময় ধরে পিয়ানো শিখতে হয়েছে। বাড়িতে দিশী গান শেখা ছাড়াও মেমেদের কাছে ইউরোপীয় গান শেখায় উৎসাহ দিতেন তার রবিমামা। পিয়ানোয় চমৎকার সঙ্গীত রচনা করতেন। এই সুবাদে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানে সুর দেন সরলা। 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে' গানটার পিয়ানো রূপ শুনে তার রবিমামা খুশি হয়ে ভাগ্নীকে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'র পিয়ানো রূপ দিতে বলেন। সে যুগে বাঙলা পরিবারে সুফি গান কে আর শুনত? দাদামশাই দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে তাঁর প্রিয় হাফিজের একটি সুফী কবিতায় সুরারোপ করে তাঁকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছেন , প্রতিদানে পেয়েছেন এক বহুমূল্য হীরে-চুনির জড়োয়া নেকলেস, গুণী দৌহিত্রীকে সম্মানিত করে সংস্কৃতি অনুরাগী দাদামশাই তাকে শিরোপা দিয়ে বলেছেন , 'তুমি সরস্বতী'।

তবে মা'কে কাছে না পাওয়ার বেদনা শৈশবে, কৈশোরে বড় কষ্ট দিত। মা যেন অগম্য রানীর মত দূরে দূরে থাকতেন, এই ঔদাসীন্য তিনি নাকি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর মা অর্থাৎ সরলার কর্তাদিদিমার কাছ থেকে। গৃহধাত্রী মঙ্গলা আর নীরস গৃহশিক্ষক সতীশবাবুর কঠোর শাসনে শৈশবের দিন কেটেছে। পরিণত জীবনে সে বিষয়টি স্মরণ করে স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমার মনে হত আমি যেন একটি অধিকন্তু অপ্রার্থিত মেয়ে। অত্যন্ত মেধাবী মেয়ে সরলাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করা হল। বয়স তখন সাড়ে সাত। মাত্র তেরো বছর বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল।'

ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় বসেছিলেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ইতিহাসে মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পান সরলা । ইতিহাসের প্রশ্ন পত্রে মেকলের লেখা 'লর্ড ক্লাইভ' বইয়ের ওপর ক্লাইভের বাংলা বিজয় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন এসেছিল। মেকলের লেখায় বাঙালির ভীরু চরিত্রের উল্লেখ থাকায় তিনি সেটি তুলে ধরে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন , এ ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামত যুক্তি - তথ্য দিয়ে সাজিয়ে উত্তর লিখেন। বালিকা বয়েস থেকেই সরলা স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এরপর ক্রমে ক্রমে বেথুন কলেজ থেকে এফএ, ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে বিএ পাশ করলেন। বয়স তখন সতেরো। কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে সে বছর মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে নম্বর পেয়ে 'পদ্মাবতী' পুরস্কার পান।

কীটপতঙ্গ বিষয়ক বিজ্ঞানী পণ্ডিত গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের অবদান

রানা কর্মকার

বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞান প্রচারক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য জন্ম গ্রহণ করেন ১ আগস্ট, ১৮৯৫ সালে। সামাজিক কীটপতঙ্গ এবং ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তর-এ গভীর অনুসন্ধানের জন্য তিনি কীটবিদ এবং প্রকৃতিবিদ হিসাবে পরিচিতি পান। তিনি ত বাংলার কীটপতঙ্গ বইটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯৭৫ সালে। ১৯৬৮ সালে আনন্দ পুরস্কার পান। রাতের অন্ধকারে, জঙ্গলে যে আগুন জ্বলতে দেখা যায় তা তার রহস্য উৎঘাটন করে দেখেন এটি আসলে জৈব আলো। একদিন অন্ধকার রাতে দুই বন্ধু মিলে গেলেন এক পুরানো পরিত্যক্ত ভিটায়। বৃষ্টি হচ্ছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই দেখলেন অস্পষ্ট আলো। আলোটার তীব্রতা নেই কিছুটা নীলাভ। কাছে যেতেই দেখলেন পুরনো পচা একটা গাছের গুড়ি থেকে আলো নির্গত হচ্ছে। তিনি গাছের গোড়া থেকে কিছুটা অংশ সংগ্রহ করে নিয়ে এসে গবেষণা করেন। এরপর পঁচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করার ক্ষমতা শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লেখেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ 'প্রবাসীতে' পৌষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। লেখাটি চোখে পড়ে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর। বিপ্লবী শ্রীপুলিনবিহারীকে বললেন, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে যেন তার কাছে নিয়ে আসেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির তখন নতুন চালু হয়েছে। ১৯২১ সালে জগদীশ চন্দ্রের সাথে গোপাল ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তাকে ছোট পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রথমে ছোট ছোট কাজ করতে দিলেন যন্ত্রপাতি মেরামত, স্কেচ করা ইত্যাদি। আবশ্য খুব দ্রুতই তিনি তার নিজস্ব প্রজেক্টে কাজ শুরু করেন। এর পর থেকে তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণার সুযোগ পান।

বিজ্ঞান মন্দিরে কাজ কর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু দিন একটু ধারনা করার পর জগদীশ চন্দ্র বসু'র দুজন সহকর্মীর সাথে কাজ করার সুযোগ পান। তিনি তাদের কাজে সাহায্য করেন। কাজের ফলাফল প্রকাশ করার সময় ছবি দিতে হতো। গোপালচন্দ্র সেই ছবি আঁকতেন। এভাবে দুই বছর কাটার পর জগদীশ চন্দ্র বসু তাকে পারসপেক টিভ ড্রইং শিখবার জন্য গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে স্পেশাল ছাত্র হিসেবে ভর্তি করে দেন। তিনি দক্ষ ফটো গ্রাফারও হয়ে উঠেন এবং নগেন্দ্র নাথ দাস এর সঙ্গে ফটোগ্রাফিক কাজে জুটে গেলেন।

তারপর জগদীশ চন্দ্রের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষনের জন্য ক্লাইভ ইন্জিনিয়ারিং এ ছয়মাস শিক্ষা লাভ করেন। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার মধ্য দিয়ে মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাজ শুরু করেন। বিচিত্র আকৃতি, প্রকৃতির প্রোটোজোয়া দেখে তিনি মুগ্ধ হন। উদ্ভিদ নিয়ে শুরু করলেও খুব কম সময়ে প্রোটোজোয়ায় এসে পরেন। তার প্রথম গবেষনা পত্রটি প্রকাশিত ১৯৩২ সালে গাছের কান্ডের স্থায়িত্ব নিয়ে। তারই ধারাবিহিকতায় জৈব আলো এবং উদ্ভিদ বিদ্যার উপর নিবন্ধ প্রকাশ পায়। ক্রমশ তার মনোযোগ কীটতত্ত্বের দিকে ধাবিত হয়।

কীটতত্ত্বের দিকে ধাবিত হওয়ার অন্য একটি কারণও আছে। একদিন কলমি ডাঁটার সেকশন কেটে পরীক্ষা করতে করতে দেখলেন সেই ডাঁটায় নতুন ধরনের কিছু কোষ উৎপন্ন হয়। কয়েক বার পরীক্ষাটা করে জগদীশ চন্দ্র বসুকে জানালেন। বসু প্রথমে তাকে একটি পেপার তৈরি করতে বললেন। কিন্তু পেপার তৈরি হলেও কিছু হয়নি বলে তিনি সেটা বাতিল করে দিলেন। এতে তিনি কিছুটা দমে গেলেন। তার কাজ নিয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়ার জন্য কিছুটা মরিয়া হয়ে উঠলেন। না উদ্ভিদ না এবার কীটপতঙ্গ নিয়ে কাজ করবেন।

একদিন এক জলায় একটি মাকড়শা কে মাছ শিকার করতে দেখে ছবি তুলে ফেলেন। বসু দেখে খুব খুশি হয়ে তার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য অনুসন্ধান করে থিসিস তৈরি করতে বলেন। এটিই প্রথম থিসিস যা ট্রানজাকশন (বুস ইনস্টিটিউটের মুখপত্র) এ প্রকাশ হয়। তারপর প্রাণী বিদ্যা ও কীটতত্ব এর উপর কয়েকটি পেপার লেখেন। বাংলার পিপীলিকা অনুকারী মাকড়সা প্রবন্ধে এক প্রজাতীর লাল পিঁপড়ে অনুকারী মাকড়সার নামকরণ করেন Propostira rani (রানী গোপাল চন্দ্রের কন্যা)। পিঁপড়া, মাকড়সা, ব্যাঙাচি এবং ফড়িং এর উপর অনেক ছবি তোলেন। আমেরিকার জাদুঘরের প্রকৃত ইতিহাস সহ সব মিলিয়ে ২২টির মতো নিবন্ধ ইংরেজীতে প্রকাশ পায়। ১৯৫১ সালে ভারতের সামাজিক পতঙ্গের উপরে নিবন্ধ পাঠের জন্য প্যারিসে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক সভায় আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল সেখানে তার একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার কারনে তার সাথে পক্ষপাতিত্ব করা হয় এবং উপস্থিত বিজ্ঞানিরা তার মতো সাধারণের সাথে আলোচনা করতে অস্বীকার করে। ১৯৪০ সালের আগেই গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবে কলকাতার বসু ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি নিয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

অনিকেত নস্কর

স্বাধীনতা সংগ্রামী, আইনজীবী এবং রাজনীতিক দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পরলোকগমন করেন ২৩ জুলাই, ১৯৩৩ সালে। তাঁর স্মরণে কলকাতার 'দেশপ্রিয় পার্ক'- এর অভ্যন্তরে তাঁর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। ১৯১১ সালে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ওই বছর চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হয়ে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত দলীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। সে সময় পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ সৈন্যদের নৃশংস হত্যা কান্ডের প্রতিবাদে সারাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চট্টগ্রামেও আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। যতীন্দ্রমোহন কলকাতা ছেড়ে চট্টগ্রাম চলে আসেন। চট্টগ্রামে এসে জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার জন্য পুরো দু'বছর তাঁকে পেশার বাইরে থাকতে হয়। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ বছর বার্মা অয়েল কোম্পানি (চট্টগ্রাম) ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট পরিচালনা করে যতীন্দ্রমোহন গ্রেফতার হন। তাঁর স্ত্রী নেলী সেনগুপ্ত আন্দোলনে যোগ দেন ও গ্রেফতার হয়ে কারাভোগ করেন। ধর্মঘটী শ্রমিক-কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের ভরণ পোষণের জন্য যতীন্দ্রমোহন চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি এ সময় 'দেশপ্রিয়' উপাধিতে ভূষিত হন। চট্টগ্রামের মানুষ তাকে 'মুকুটহীন রাজা' নামে আখ্যায়িত করে।

১৯৩০ সালে ভারতবর্ষ থেকে বার্মাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে যোগ দিতে যতীন্দ্রমোহন রেঙ্গুন যান। সেখানে জনসমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। যতীন্দ্রমোহন ১৯২২ সালে জাতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। পরবর্তী সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা করলে যতীন্দ্রমোহন স্বরাজ পার্টিতে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে তিনি চট্টগ্রাম থেকে

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর (১৯২৫) যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত স্বরাজ পার্টির বিশেষ অধিবেশনে দলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি পরপর পাঁচ মেয়াদে কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। সম্প্রদায় নির্বিশেষে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সমগ্র বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। দেশবন্ধু পরিচালিত ফরোয়ার্ড পত্রিকার সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। নিজে অ্যাডভান্স নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

যতীন্দ্রমোহন ১৯৩২ সালে কিছুদিনের জন্য সস্ত্রিক লন্ডন যান। লন্ডন থেকে ফেরার পথে জাহাজ বোম্বে বন্দরে ভিড়তেই ব্রিটিশ পুলিশ ২০ জানুয়ারি তাঁকে গ্রেফতার করে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে কিছুদিন কলকাতায় বন্দী থাকার পর ১৯৩৩ সালের ৫ জুন যতীন্দ্রমোহনকে বন্দী অবস্থায় রাঁচীতে স্থানান্তর করা হয়। দেড় বছর ধরে জেলে থেকে যতীন্দ্রমোহনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ১৯৩৩ সালের ২৩ জুলাই যতীন্দ্রমোহন মৃত্যুবরণ করেন।

যতীন্দ্রমোহন রাজনীতি ও সমাজসেবার সাথে শিক্ষা ও খেলাধূলার উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখেন। আইনজীবী হিসেবে ছিলেন অসামান্য বাগ্মিতার অধিকারী। বিশেষত ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ ব্যারিস্টার সমগ্র ভারতে খুব কমই ছিলেন। খেলাধুলাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। কলকাতার লোকেরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন ক্রীড়ামোদী মেয়র।

চট্টগ্রামের নিজ গ্রামে পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে। যাত্রা মোহনের মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহন বরমা ত্রাহি-মেনকা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়কে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন।

চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত ছিলেন আইনজীবী ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। যতীন্দ্রমোহন কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে ১৯০২ সালে এন্ট্রান্স পাস করেন। এরপর ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। যতীন্দ্রমোহন ১৯০৪ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান। তিনি বিলাতের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাউনিং কলেজে ভর্তি হন। ১৯০৮ সালে তিনি স্নাতক ও পরের বছর আইন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। বিলাতে থাকাকালে তিনি খেলাধুলা ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে জড়িত হন এবং ইন্ডিয়ান মজলিসের বিতর্ক সভা ও ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। যতীন্দ্রমোহন ১৯০৯ সালে ব্যারিস্টারি পাস করেন। দেশে ফিরে এসে যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রাম জেলা আদালতে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। এক বছর পর তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন পেশায় যোগ দেন। এসময় কিছুদিন তিনি কলকাতা রিপন ল' কলেজে অধ্যাপনা করেন। ক্রমে কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর সুনাম ও প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৫৩ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম পরিষদ প্রতিবছর দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেলী সেনগুপ্তর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। দক্ষিণ কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে 'দেশপ্রিয় পার্ক' ও পার্কের অভ্যন্তরে এই দুই কৃতি ব্যক্তিত্বের যুগল মূর্তি। জন্মস্থান চট্টগ্রামের বরমা গ্রামে বাড়ির সামনে স্থাপিত হয়েছে যাত্রামোহন সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেলী সেনগুপ্তর আবক্ষ মূর্তি। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত - প্রবন্ধ- ব্যক্তিপ্রসঙ্গ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃস্বদেশের মঙ্গলের জন্য যে-সমস্ত সাহসী সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদের অন্যতম। মাতৃভূমির উন্নতি সাধনের জন্য কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকারেই তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি তাঁহার লাভজনক আইন ব্যাবসা পরিত্যাগ করেন এবং আন্দোলনের আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমগ্র পরিবারের সহিত দুঃখের জীবন বরণ করেন।

কলকাতা শহরের প্রতিটি স্থানেই রয়েছে হেরিটেজ ভবন

শঙ্করলাল কর্মকার

কলকাতার বিখ্যাত হেরিটেজ ভবন রয়েছে যত্রতত্র। প্রতিটি এলালাকয় বহু রেরিটেজ ভবন রয়েছে যার সঙ্গে ভারতের ইতিহাস জড়িত। সেই সব ভবনগুলি ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতার রাজভবন। এটি নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন লর্ড কাজন। তিনি তখন বাংলার ভাইসরয় ছিলেন। কলকাতার

ভিক্টেরিয়া এবং আগ্রার তাজ মহলকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে দিয়েছিলেন যাতে সব দর্শেকেরা দেখে মুগ্ধ হয়। কলকাতার বহু ঐহিত্যশালী ভবন রয়েছে যা ভারতের আর কোনও শহর নেই বলা যেতে পারে। কলকাতার টাউন হল। এটি একটি বিখ্যাত স্থান। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে এই হলে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি বাংলার জল গান'টি গেয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। রাইটার্স বিল্ডিং। এই ভবনটি এক সময়ে সারা ভারতের প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকতো। তারপরে রয়েছে লালবাজার। কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। এই পুলিশ দফতর আগে সুদূর বার্মা থেকে শুরু করে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত নজরদারি করতে বেড়াতো। তখনকার সময়ে বিপ্লবীরা ব্রহ্ম দেশের গিয়ে গা ঢাকা দিত। সেখানেও কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা গিয়ে উপস্থিত হতো। জাতীয় গ্রন্থাগার হচ্ছে আর একটি উল্লেখযোগ্য ভবন। এটা আগে ভারতের ভাইসরয়দের বাসভবন ছিল। লর্ড কার্জন এই ভবনে বসে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এখন এখানে জাতীয় গ্রন্থাগার তৈরি করা হয়েছে। কলকাতা করপোরেশন আর একটি ঐতিহ্য শালী ভবন বলা যেতে পারে। কলকাতার মেয়র ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং সুভাষ চন্দ্র বোস। তারপরে রয়েছে কলকাতার বিশপ হাউস। এটিও কলকাতার একটি সমৃদ্ধশালী ভবন। গ্রীক স্থাপত্যের আদলে তৈরি করা হয়েছে। কলকাতার রেস কোর্স ময়দান। এখানে রেস কোর্সে ভবনটি শতাব্দিকালের প্রাচীন। এখনও ইংলাণ্ডের রানির নামে এখানে রেস খেলা হয়ে থাকে। কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরও বেশ প্রাচীন। আচার্য জগদীস চন্দ্র বোস এটি নির্মাণ করে গিয়েছিলেন। এখন এটি ভারত বিখ্যাত বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র। কলকাতা মেডিকেল কলেজ। ভারতের প্রথম মেডিকেল কলেজ। রয়েছে ইণ্ডিয়ান কাল্টিবেশন অব সায়েন্স।

শুভেন্দু অধিকারীর পূর্ণ নিরাপত্তার দাবি করলেন অধীর চৌধুরী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩ আগস্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা এবং পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গি

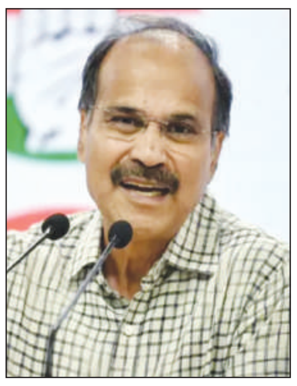

কার্যকলাপ চালানোর চেষ্টার অভিযোগে সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-এর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন হামিম মন্ডল এবং তার বান্ধবী অর্পিতা সরকার। হামিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগে সোমবার হাওড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আদিত্য সিং ওরফে রাজ নামে আরও এক যুবককে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে জঙ্গি সন্দেহে একাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ার পর এবার মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বৃদ্ধির দাবিতে সোচ্চার হলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। সোমবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আমি চাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্ত রকমের নিরাপত্তা দেওয়া হোক। এই দাবি কেবল আমার নয় সকলের। কারণ তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হোক। অধীর চৌধুরী বলেন, আমরা চাইবো পশ্চিমবঙ্গ কেন ভারতের কোথাও যেন সন্ত্রাসবাদীরা আশ্রয় না পায়। পশ্চিমবঙ্গে যে ঘটনা হয়েছে তার প্রকৃত তদন্ত করে যত দ্রুত সম্ভব সত্যি ঘটনা সকলকে জানানো হোক। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য যদি জঙ্গিরা জাল বিস্তার করে তাহলে তা আমাদের সকলের নিরাপত্তার জন্য শঙ্কার কারণ। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের কোন জাত, বর্ণ, ধর্ম হয় না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে যাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাদেরকে যেন ধর্মের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার না করা হয়। অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল নেতাদের বাড়ি থেকে বিপুল অর্থের ভাণ্ডার উদ্ধার হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে আজ মুখ খুলেছেন অধীর চৌধুরী। প্রসঙ্গত সম্প্রতি বীরভূমের তৃণমূল নেতা টুলু মন্ডলের বাড়ির পর রবিবার মালদার মঙ্গলবাড়ি এলাকায় জনৈক পিন্টু সরকার নামে এক তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমান নগদ অর্থ উদ্ধার করেছে। সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমান একটি বিশেষ কাশির সিরাপ। টুলু মন্ডল পলাতক হলেও মালদার ঘটনায় এখনও ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অধীর চৌধুরী বলেন, একসময় এই রাজ্যে যারা রাজত্ব করত তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি যেভাবে অর্থের ভান্ডার করেছে তা দেখে সকলে হতবাক। বাংলায় রুটিরুজি চাকরি নেই কিন্তু এদের ঘরে এত টাকা কীভাবে এলো? তিনি বলেন, মন্ত্রী-ব্যবসাদারদের ঘরে এত টাকা। কিন্তু অন্যদেরকে কাজের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে, মজদুরি করছে। আমরা এসব কিছু শুনতে পাচ্ছি কিন্তু এর শেষ দেখতে পাচ্ছি না।

মল্লিকঘাট ফুলবাজারকে বিশ্বমানের বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ মল্লিকঘাট ফুলবাজারকে বিশ্বমানের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। হাওড়া ব্রিজের পাদদেশে অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম এই ফুলবাজারের পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, উন্নত বিপণন ব্যবস্থা চালু এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পশ্চিমবঙ্গের ফুলচাষ শিল্পের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতর একটি সমন্বিত রূপরেখা তৈরি করছে। সম্প্রতি এই পরিকল্পনা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালনমন্ত্রী ডা. কল্যাণ চক্রবর্তী। বৈঠকে বাজারের সার্বিক উন্নয়ন, ফুল সংরক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থা, রপ্তানিমুখী উৎপাদন এবং ফুলচাষিদের আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রী জানান, গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে দেশি ফুলের পাশাপাশি বিভিন্ন বিদেশি প্রজাতির ফুলের চাষ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কৃষকেরা ধান বা অন্যান্য প্রচলিত ফসলের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে ফুলচাষের দিকে ঝুঁকছেন। এই প্রবণতাকে আরও উৎসাহ দিতে রপ্তানিযোগ্য ফুলের চাষে বিশেষ গুরুত্ব দেবে রাজ্য সরকার। মন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন ফুলের উৎপাদন বাড়ানো গেলে একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে, অন্যদিকে ফুলচাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের আয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। সেই লক্ষ্যেই উপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত গোটা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শ্রী গণেশ আয়রন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L27109WB1974PLC029471

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৮, এজেসি বোস রোড, সার্কুলার কোর্ট, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ফোনঃ ০৩৩-৪০০৭৫৬০৮, ই-মেইলঃ shreeganeshnbfc@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা আগামী ১০ আগস্ট, ২০২৬, সোমবার দুপুর ২.০০টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে (ঠিকানাঃ ৮, এজেসি বোস রোড, সার্কুলার কোর্ট, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০ ০১৭) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে

১. 'লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস' রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী, ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা
২. বার্ষিক সাধারণ সভা -র তারিখ নির্ধারণ করা
৩. সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়। অনুগ্রহ করে বিষয়টি নথিবদ্ধ করবেন।

শ্রী গণেশ আয়রন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর-
স্থানঃ কলকাতা মুন্না লাল গুপ্তা
তারিখঃ ০৩.০৮.২০২৬ DIN: 01166785

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কাকলী পাঁজা, স্বামী -সুব্রত পাঁজা -৩১৮১ / ২০২৬ ADSR ডোমজুড় দলিল মূলে ক্রয় করিয়া চেন মারফত বাসুদেব সানি, মৌসুমী সানি দিগর এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার রাকেশ সানি মহাশয় ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩১৫০ / ২০২৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড়, মৌজা -উত্তর ঝাঁপরদহ হাল এল.আর. খতিয়ান ৮৬৪৪, ৮৬৬৩, হাল ও সাবেক ২৫৬০ নং দাগে ৮.৩৯ শতক জমি নামপত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য গ্রহণ করা হইবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. C.E. (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/DCE_PS/VII/TG/26-27 (1st Call)

Name of the work: **Supply of bamboo tree guards at different locations in Borough VII.** Estimated Cost : ₹ **2,97,597.51.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **12.08.2026 - 1 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **14.08.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **05.08.2026 - 10 a.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**.

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE_PS/IV/22/01/26-27 (1st Call)

Name of the work: **Repairing and painting of CIT Park & Kothari Park in ward No. 22, Br-IV.** Estimated Cost : ₹ **2,99,952.33.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of completion : **45 Days.**

2. NIT No.: KMC/EE_PS/IV/28/02/26-27 (1st Call)

Name of the work: **Annual maintenance of 3 nos. Parks at Canal West Road in ward No. 28, Br-IV.** Estimated Cost : ₹ **2,95,102.50.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of completion : **365 Days.** Last date and time of submission of bid : **12.08.2026 - 1 p.m (for Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **14.08.2026 - 2 p.m (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details shall be available on and from **05.08.2026 - 10 a.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The E.E/WS/BR-XI (JU), KMC invites e-tender for the following works (Submission of Bid through online):

1. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/47/2026-27 (1st Call)

Name of the work: **Restore of water supply reserve main 450 mm dia at Rifle Club Road near SBI ATM in ward No. 113, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **1,96,552.02.** Earnest Money : ₹ **4,000.00.** Time of Completion : **18 Days.**

2. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/48/2026-27 (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of W.S Service Line through cutting & flushing, leak repair and pipe change, disinfection at Subhas Sarani Subodh Park, Prantik Park surroundings area in ward No. 112, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,88,693.06.** Earnest Money : ₹ **5,800.00.** Time of Completion : **21 Days.**

3. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/45/2026-27 (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of W/S pipe line by leak repairing, disinfection, valve repairng etc. at Dakhin Ananda Pally, Dinesh Pally, Fuchka Patti & diff. bye lanes in ward No. 114, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,94,178.08.** Earnest Money : ₹ **5,900.00.** Time of Completion : **45 Days.**

4. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/44/2026-27 (1st Call)

Name of the work: **Restoration of W/S service pipe damaged by Roads Deptt. by leak repair, cutting flushing, house connection, S. V. installation with chamber and disinfection etc. at Sonali Park Main Road & bye lane in ward No. 113, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **3,75,321.15.** Earnest Money : ₹ **7,600.00.**

5. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/43/2026-27 (1st Call)

Name of the work: **Restoration of W.S service pipe shifrting and change 100 mm dia pipe and installation SV with chamber and shifting and repair house connection at Jamadar Para, Rangkol Math and Satindrapally diff. bye lanes in ward No. 111, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,98,033.03.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

6. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/46/2026-27 (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of W/S pipe line by leak repairing, valve repairing, cap wash with allied works at Talbagan, Madhya Para and surrounding areas in ward No. 114, Br-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **2,93,700.06.** Earnest Money : ₹ **5,900.00.** Time of Completion : **35 Days (for Sl. No. 4 to 6).** Last date and time of online submission of Tender : **20.08.2026 at 2 p.m (for Sl. No. 1 to 6).** Date and time of online Open of Tender : **22.08.2026 at 3 p.m (for Sl. No. 1 to 6).** For full and further details, please visit the website : **https://wbtenders.gov.in**. Pleae keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason. **(for Sl. No. 1 to 6).**

302/26-27

এনফোর্সমেন্ট শাখার অভিযান, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ও মজুত খতিয়ে দেখল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত হায়দারপাড়া বাজারে ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করতে এবং ক্রেতাদের স্বার্থ

রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এনফোর্সমেন্ট শাখা (ইবি)। বাজারে মজুত পণ্য যাচাই, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য পরীক্ষা এবং গ্রাহকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের কর্মসূচি চালানো হয়। অভিযানের সময় বিভিন্ন দোকানে পণ্যের মজুত, মূল্য তালিকা ও বিক্রয় প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি দোকানদার ও ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে ভোক্তা সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলি মেনে চলার বিষয়ে সচেতন করা হয়। বাজারে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ আবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে, অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। সেই সঙ্গে দক্ষিণের কিছু জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বর্ষার দোসর ঘূর্ণাবর্ত, এরই প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে। এ ছাড়াও নদীয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতিবার। শুক্রবার বৃষ্টি বেশি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়। উত্তরবঙ্গে প্রবল দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে আগামী কয়েক দিন। বুধবার পর্যন্ত টানা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় ভারী বৃষ্টি চলবে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।

চিনকে টেক্কা দিতে মেগা প্ল্যান কেন্দ্রের, মালদার রেশম বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ আগস্ট ঃ দেশের অন্যতম রেশম উৎপাদন কেন্দ্র মালদাকে আরও সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্র সরকারের কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'আমার রেশম আমার অভিমান-২.০' শীর্ষক হিতধারক পরামর্শ বৈঠক ও কর্মশালা। মালদা রেশম চাষ দফতরে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে জেলার রেশম চাষি, সুতো প্রস্তুতকারক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা অংশ নেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, উৎপাদনের মান উন্নত করা এবং বাজার সম্প্রসারণের পথ সুগম করা। কর্ণাটকের কোলার জেলার পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেশম উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মালদা। জেলায় প্রায় ২২ হাজার একর জমিতে তুঁত চাষ হয়। সেই তুঁত পাতার উপর নির্ভর করেই বাইভোল্টাইন ও নিস্তারি জাতের রেশম গুটি উৎপাদন করা হয়। পরে অত্যাধুনিক মাল্টি অ্যান্ড টেন্ট মেশিন ও ঘাই রিলিং প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত মানের রেশম সুতো তৈরি হয়। এই শিল্পের সঙ্গে জেলার সাত হাজারেরও বেশি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। জেলা রেশম চাষ আধিকারিক সুরজিত চৌধুরী জানান, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন এলাকায় রেশম চাষের প্রসারের লক্ষ্যে কৃষক ও শিল্পীদের আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি সহায়তায় বহু উৎপাদককে উন্নত যন্ত্রপাতিও প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে সুতোর মান ও উৎপাদন দুটোই বেড়েছে। কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের বিজ্ঞানী তন্ময় সরকার বলেন, বিশ্বে রেশম উৎপাদনে প্রথম স্থানে রয়েছে চিন এবং দ্বিতীয় স্থানে ভারত। সেই অবস্থান আরও শক্তিশালী করে ভবিষ্যতে ভারতকে শীর্ষে পৌঁছে দিতে প্রযুক্তিনির্ভর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, যেখানে মালদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রেশম শিল্পী মাহাবুল শেখ জানান, আধুনিক মেশিন ব্যবহারের ফলে কাজ অনেক সহজ হয়েছে। এবং বর্তমানে প্রতি কেজি রেশম সুতো সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। সরকারি সহায়তা পাওয়ায় উৎপাদন ব্যয়ও কমেছে। জেলার ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্পকে বিশ্ববাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে এই উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।

বৈকুন্ঠপুরে বিশ্বমানের 'নগর বন প্রকল্প'

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে এবার বাস্তব রূপ পেতে চলেছে 'নগর বন' প্রকল্প। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন শিবনগর এলাকায় প্রায় ১৪৩ হেক্টর বনভূমিকে কেন্দ্র করে বিশ্বমানের ইকো-ট্যুরিজম গন্তব্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে যান রাজ্যের বন ও পরিবেশমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়, অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং বন ও পর্যটন দফতরের আধিকারিকরা। প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রেখেই পরিবেশবান্ধব পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে। পরিদর্শনের সময় জানানো হয়, পুরো ১৪৩ হেক্টর এলাকাকে ধাপে ধাপে উন্নয়নের আওতায় আনা হবে। প্রথম পর্যায়ে নির্দিষ্ট অংশে পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে, পরে পর্যায়ক্রমে বাকি এলাকাও উন্নয়ন করা হবে। শুরুতেই বনাঞ্চল সুরক্ষার জন্য ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে এবং পরিবেশবিদ, বন বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট দফতরের মতামত নিয়ে প্রকল্পের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হবে। জঙ্গল, নদী ও জীববৈচিত্র্যের কোনও ক্ষতি না করেই সম্পূর্ণ ইকো- ট্যুরিজমের আদলে এই 'নগর বন' গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও বলেন, পর্যটকদের জন্য উত্তরবঙ্গে একটি নতুন আকর্ষণ তৈরি করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে কীভাবে আধুনিক ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়, তা

নিয়েই কাজ চলছে। পার্কে ঠিক কী কী পরিকাঠামো থাকবে, সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। খুব শীঘ্রই বন, পর্যটন ও সংশ্লিষ্ট সব দফতরের সঙ্গে বৈঠক করে প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হবে বলেও তিনি জানান। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, বন দফতরের উদ্যোগে বিষয়টি সামনে আসার পর বনমন্ত্রী নিজে এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁর মতে, বৈকুণ্ঠপুরের এই বিস্তীর্ণ এলাকায় একই সঙ্গে বনভূমি, নদী এবং গ্রাসল্যান্ডের যে বিরল সমন্বয় রয়েছে, তা দেশের খুব কম জায়গাতেই দেখা যায়। সেই বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেই 'নগর বন' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। ভবিষ্যতে এটি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতের অন্যতম আকর্ষণীয় ইকো-ট্যুরিজম গন্তব্য হিসেবে গড়ে উঠতে পারে বলেও তিনি আশাবাদী। জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায় বলেন, বৈকুণ্ঠপুর শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য নয়, ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেবী চৌধুরানী ও ভবানী পাঠকের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগ রয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন আদিবাসী ও ভাষাভাষী মানুষের সহাবস্থান, নদী, বন এবং সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এই এলাকাকে আরও অনন্য করে তুলেছে। তাঁর মতে, বন ও পর্যটন দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই 'নগর বন' প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বৈকুণ্ঠপুর দেশের অন্যতম বৃহৎ ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। সরকারের আশা, 'নগর বন' প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি হবে, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পেও যুক্ত হবে নতুন অধ্যায়। প্রকৃতি, ইতিহাস ও পরিবেশ শিক্ষার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই প্রকল্প ভবিষ্যতে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে বৈকুণ্ঠপুরকে এক নতুন পরিচয়ে তুলে ধরবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

বীরভূমে টুলু মণ্ডলের ম্যানেজার গ্রেফতার, তদন্তে একের পর এক নতুন তথ্য প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৩ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত মামলায় পুলিশের হাতে এলো আরও এক বড় সাফল্য। রবিবার গভীর রাতে চালানো অভিযানে টুলু মণ্ডলের ম্যানেজার সীতেশ প্রামাণিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে সোমবারে সিউড়ি আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আদালতে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করতে পারে। সীতেশ প্রামাণিক টুলু মণ্ডলের পাথর ব্যবসার ম্যানেজার ছিল। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বীরভূম জেলা পুলিশ রবিবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। সূত্র অনুযায়ী, বীরভূমের মহম্মদবাজার থানা এলাকার দেউচা গ্রামে টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে ২৮ কোটি টাকা নগদ এবং ১৫ কেজি সোনা উদ্ধারের পর থেকেই পুলিশ সীতেশের খোঁজে ছিল। উদ্ধারের সময়েই মিনার মণ্ডলকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই মামলায় এর আগে গত শনিবার টুলু মণ্ডলের আরও এক আত্মীয় শেখ ওয়াসিমকে শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। অভিযোগ, সে নেপালে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। পুলিশ তাকে সেই সময়েই ধরে ফেলে। ওয়াসিম টুলু মণ্ডলের ভাগ্নে বলে জানা গেছে। সীতেশ প্রামাণিকের গ্রেফতারির ঘটনা এই মামলায় তৃতীয় গ্রেফতার। কয়েক কোটি টাকার নগদ ও প্রচুর পরিমাণে সোনা উদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও টুলু মণ্ডল এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে। সূত্র অনুযায়ী, সে বীরভূমের নেতা অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বলে মনে করা হয়। যদিও চার মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই সে পলাতক এবং এখনও পর্যন্ত তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মিনার মণ্ডল দাবি করেছে যে, টুলু মণ্ডল নিজের সম্পত্তির দেখভালের দায়িত্ব তাকে দিয়ে গিয়েছিল। তবে সে কোথায় গিয়েছে, সে বিষয়ে তথ্য কারও কাছে নেই। উদ্ধার হওয়া নগদ ও সোনার উৎস কী, পুলিশ এখন তা জানার চেষ্টা করছে। তদন্তে এটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে, টুলু মণ্ডলের পাথর ব্যবসায় কোনও প্রকার অনিয়ম ছিল কি না, সরকারি রাজস্ব চুরি করে এই বিপুল সম্পত্তি তৈরি করা হয়েছে কি না, অথবা এর পেছনে লোকদের ভয় দেখিয়ে তোলাবাজি বা জোর করে জমি দখলের মতো অপরাধ যুক্ত রয়েছে কি না। মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ টুলু মণ্ডলের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত নগদ টাকা ও বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে ১৮৬ কোটি টাকারও বেশি সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের বিশ্বাস, সীতেশ প্রামাণিককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই পুরো মামলার সঙ্গে যুক্ত আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে।

NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ No 01/HCSD-III/26-27 of the A.E Hooghly Construction Sub-Division No:-III P.W.D. Are invited from benefited agencies. Last date of Application is **11.08.2026 up to 2.00 pm** & Last date of Opening is **13.08.2026 upto 3.30 pm** others details may be seen from the office notice board and also in website **www.wbpwd.gov.in.**

Assistant Engineer
P.W.D
Hooghly Construction Sub- Division No:- III
Nalikul, Hooghly

Short Notice Inviting Tender
No- 11 of 2026-27

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Additional Tubewell at Shrabani Mela 2026. Tender submission Closing Date 05.08.2026 up to 04.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/- Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

Short Notice Inviting Tender
No- 12 of 2026-27

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Additional Tubewell at Shrabani Mela 2026. Tender submission Closing Date 05.08.2026 up to 04.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/- Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

Short Notice Inviting Tender
No- 07 of 2026-27

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Additional Tubewell at Shrabani Mela 2026. Tender submission Closing Date 05.08.2026 up to 04.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/- Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

TYROON TEA CO. LTD.
CIN: L15421WB1890PLC000612
Regd.Office: 3, Netaji Subhas Road, McLeod House, Kolkata - 700-001,WB, India,
Tel: 033-22483236/6071,
Email: info@tyroontea.com
Website: www.tyroontea.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 11th August, 2026 at its registered office at 12.30 P.M. to consider inter alia unaudited Financial Result for the Quarter ended 30th June, 2026.

The said information is also available on the Company's website www.tyroontea.com and also on the website of the Stock Exchange i.e. BSE at www.bseindia.com

Tyroon Tea Co. Ltd.
Sd/- (K.C.Mishra)
Company Secretary & CFO
Place : Kolkata
Date: 03.08.2026
eCSIN-EA013288A000046618

বিজ্ঞপ্তি

আমি, গোবিন্দ প্রসাদ জানা পিতা- ঁপরেশচন্দ্র জানা, ১১৬ /১/১ নং 'X' রোড বেলগাছিয়া, হাওড়া-৮। গত ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে বালী জগাছা ব্লকের অন্তর্গত চকপাড়া মৌজায় সাবেক ১৯৮৪ হাল ২৫৮৫ দাগ (আরএস খতিয়ান ৪৫৯) ২ কাঠা ৬ ছটাক জমি গোবিন্দ সাহা ও অন্যান্য, ১৬০ /১ 'K' রোড, হাওড়া-৮ নিকট হইতে I-9696/25 (ADSR-How) মূলে ক্রয় করি। উল্লিখিত সম্পত্তি গোবিন্দ সাহা ও অন্যান্য শ্রীমতী ইন্দুবালা লোধ স্বামী- শচীন্দ্র লোধ কৃত আমমোক্তার গ্রহনকারী শ্রী বিশ্বনাথ (Biswanath) শেঠের নিকট হইতে দলিল নং 3102/2007 (ADSR-Howrah) ক্রয় করে। শ্রী বিশ্বনাথ লোধ পাওয়ার দলিল 116/2007 dt. 21.02.2007 ADSR Howrah, শ্রীমতী ইন্দুবালা লোধের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে BL& LRO, Belur. Howrah. 711202 এর নিকট সাতদিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আবেদনকারী-
Gobinda Prasad Jana
Belgachia, Howrah - 8

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ আজাদ পিতা-সেখ মুনির সাং-পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল জেলা- হাওড়া পিন-৭১১৩১৩। সেখ আনিসুর রহমান পিতা- সেখ বসির রহমান, সাং ও পোষ্ট- বিকিহাকোলা, থানা- পাঁচলা, জেলা- হাওড়া এর নিযুক্ত আমমোক্তার বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা পিতা- মরহুম আব্দুল অদুত মোল্লা সাং, পোষ্ট ও থানা - সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১৩৩৬ /২০২১ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- সাঁকরাইল জলা, জে.এল. ২১ এল.আর. খতিয়ান নং. ৩৯৭৯ এল. আর. দাগ নং ১৮৩৫ এ অবস্থিত ৩.৮৯৮১ শতক জমি ৩৭৪৮ / ২০২৬ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

PERVEZ NOWAZ MOLLAH
ADVOCATE

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

UNITY Small Finance Bank

৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস, সিউডস-দারভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বাই - ৪০০ ৭০৬

দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ

'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (আইন) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২' (বিধিমালা)-এর বিধানাবলির অধীনে

নিম্নস্বাক্ষরকারী, সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে **'ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড'**-এর একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২)-এর সাথে পঠিত বিধি ৩-এর আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে 'দাবি-নোটিশ' জারি করেছেন। এই নোটিশের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত অর্থ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করেন। নিম্নস্বাক্ষরকারীর যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস যে, ঋণগ্রহীতা(গণ) দাবি-নোটিশ গ্রহণ এড়িয়ে চলছেন তাই বিধিমোতাবেক নোটিশটি সংশ্লিষ্ট স্থানে সাঁটিয়ে এবং প্রকাশ করার মাধ্যমে জারি করা হচ্ছে। দাবি-নোটিশের বিষয়বস্তু নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ ও পরিমাণ	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং. CFSLKOLLOAN000005002875 ১. ইসলাম এন্টারপ্রাইজ ২. ঐতিহাসিক ইসলাম, সি/ও আতাউল ইসলাম ৩. আতাউল ইসলাম, সি/ও মোশারেফ মন্ডল ৪. ওলিমা বিবি, সি /ও আতাউল ইসলাম **ক্রম নং যোগ করুন ১ঃ** গ্রাম জশাইকাটি, পোস্ট - জশিকাটি, থানা- বাদুরিয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৪০১। সিনিয়রের জন্য যোগ করুন কখন। **ক্রম নং যোগ করুন ২, ৩ ও ৪ঃ** জসাইকাটি জসাইকাটি, বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, জশইকাটজলের ট্যাঙ্কের কাছে, পিন- ৭৪৩৪০১	**১৮.০৬.২০২৬** **১২,২৪,৪৮৩ /-** টাকা (মাত্র বারো লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশ তিরাশি টাকা) - এই তারিখ অনুযায়ী **১১.০৬.২০২৬** **এনপিএ -র তারিখঃ ০২.০৬.২০২৬**	**সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবরণঃ** প্রায় ১৪ ডেসিমেল (কম-বেশি হতে পারে) আয়তনের জমি, যা মৌজা-যশাইকাটি (J.L. নং ৪২, R.S. নং ৮৯, Touzi নং ৩২৭০)-এর অন্তর্গত L.R. খতিয়ান নং ১৬৮৩ / ১ ও L.R. দাগ নং ২২৩৬-এর অন্তর্ভুক্ত থানা-বাদুরিয়া জশাইকাটি আটঘরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আওতাধীন জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। এই ১৪ ডেসিমেল জমির সীমানা হলো-উত্তরেঃ বকুল গায়েনের সম্পত্তি, পূর্বেঃ ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণেঃ সাহাবুদ্দিন চৌধুরীর সম্পত্তি, পশ্চিমেঃ আলাউদ্দিন কবিরের সম্পত্তি।
২.	লোন অ্যাকাউন্ট নং. USFB511MSME000002382 ১. জৈন মিষ্টি ২. আরতি জৈন, সি/ও সন্তোষ জৈন ৩. খুশবু যাদব, সি/ও শিবু যাদব ৪. পঙ্কজ জৈন, সি/ও গৌরী শঙ্কর জৈন ৫. সন্তোষ জৈন, সি/ও গৌরী শঙ্কর জৈন **ক্রম নং যোগ করুন ১ঃ** রাজবাঁধ বাজার, রাজবাঁধ দুর্গাপুর (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন), বর্ধমান, পশ্চিমঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক পিন- ৭১৩২১২ **ক্রম নং যোগ করুন ২, ৪ ও ৫ঃ** রাজবাঁধ বাজার, রাজবাঁধ দুর্গাপুর (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন), বর্ধমান, বিধাননগর, পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩২১২ **ক্রম নং যোগ করুন ৩ঃ** রাজবাঁধ, কাঁকসা, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩২১২ এছাড়াও এখানে, মধু সরণী রোড, সিয়ারসোল, রানীগঞ্জ (এম), বর্ধমান, সিয়ারসোল রাজবাড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৫৮।	**০৮.০৬.২০২৬ তারিখে ৬২,৯৭,৯২৭.০৮ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শ সাতাশ টাকা ও আট পয়সা মাত্র) **১৬.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** **এনপিএ ঘোষণার তারিখঃ ০৫.০৫.২০২৬।**	**এই দলিলের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সম্পত্তিটি দান করা হচ্ছেঃ** পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার অন্তর্গত আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমলাজোড়া মৌজায় (জে.এল. নং ৬৪) অবস্থিত, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৫২ এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৪৬ /৪৬৩৩-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৪ শতক জমি এবং তার ওপর নির্মিত একটি দোতলা আবাসিক ভবন (যার নিচতলার আয়তন প্রায় ১৪২৯ বর্গফুট এবং দোতলার আয়তন প্রায় ১৪২৯ বর্গফুট)। জমিটির শ্রেণি হলো 'বৈদ' এবং এতে আনুপাতিক ও অবিভাজ্য অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভবনটির বয়স ৫ বছর এবং মেঝে পাকা (সিমেন্ট বাঁধানো)। জমিটির পূর্ব দিকে ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা এবং পশ্চিম দিকে ৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ রয়েছে। জমিটির প্রস্তাবিত ব্যবহারঃ বাস্তু। তফসিলভুক্ত এই জমিটি কখনোই সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়নি। মোট জমির পরিমাণঃ ৪ শতক। সীমানা বিবরণঃ- উত্তর দিকেঃ বীণা দেবীর জমি পূর্ব দিকেঃ ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা দক্ষিণ দিকেঃ তপন রায়ের জমি পশ্চিম দিকেঃ ৭ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ।
৩.	লোন অ্যাকাউন্ট নং. USFBKOLLOAN000005008056 **১. অশোক ইন্ডাস্ট্রিস** **২. সত্যনারায়ন সিং,** সি/ও সরযুগ সিং **৩. মনোজ কুমার সিং,** সি/ও সত্যনারায়ন সিং **৪. সুনিতা সিং,** সি/ও মনোজ কুমার সিং **৫. সত্য শ্যাম কনস্ট্রাকশন** **ক্রম নং যোগ করুন ১ঃ** প্রাঙ্গণ নং ১, স্টেশন রোড, লিলুয়া, হাওা, ওয়ার্ড নং ৩৩, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২০৪ **ক্রম নং যোগ করুন ২, ৩ ও ৪ঃ** ২ জিআর খেমকা লেন, লিলুয়া বালি, লিলুয়া হারোয়া পৌরসভা, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লিলুয়া শাখার কাছে, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২০৪ **ক্রম নং যোগ করুন ৫ঃ** রাস্তার নামঃ গনপত রায় খেমকা লেন, ওয়ার্ড নং ৬৫, হোল্ডিং নং ২, হাওড়া, ঘোষ পাড়া লেন মার্কেটের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২০৪	**২৯.০৬.২০২৬ তারিখে ৭৫,৯৬,১৭৮ /- টাকা** (পঁচাত্তর লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশ আটাত্তর টাকা)। **২৯.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী।** **এনপিএ -র তারিখঃ ০৪.০৫.২০২৪**	**নিম্নলিখিত সম্পত্তি ও ভূখণ্ডসমূহ -** **সত্য-শ্যাম হোম** নামক ভবনের পঞ্চম তলায় অবস্থিত ৫০১ নম্বর ফ্ল্যাটটি-যার মোট আয়তন (সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া) প্রায় ২১০০ বর্গফুট এবং আচ্ছাদিত আয়তন (কভার্ড এরিয়া) ১৭৫০ বর্গফুট। ভবনটি প্রায় ৬ কাঠা ৩ ছটাক ৭ বর্গফুট (কিছু কম-বেশি হতে পারে) আয়তনের জমির ওপর নির্মিত। জমিটি মৌজা- লিলুয়া, জে.এল. নং ১২-এর অন্তর্ভুক্ত এবং আর.এস. দাগ নং ১৮৪৬ / ২৫০৯, ১৮৫৪, ১৮৫৫, ১৮৫৬, ১৮৫৭, ১৮৫৮ ও এল.আর. দাগ নং ১৮৫৪ ও ১৮৫৫-এর অন্তর্গত খতিয়ান নং ৭১৩, ১০৫৪, ২৫৪ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৭০৯৫, ৮০২৫-এর আওতাভুক্ত। এর হোল্ডিং নং ২, গণপত রাই খেমকা লেন, পিন-৭১১২০৪, ডাকঘর- লিলুয়া, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, ওয়ার্ড নং ৬৫ এবং এটি হাওড়া পৌরসংস্থার আওতাধীন এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ফ্ল্যাটটির সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ২১০০ বর্গফুট (যার মধ্যে ১৭৫০ বর্গফুট আচ্ছাদিত বা কভার্ড এরিয়া)। সীমানাঃ উত্তরে -এস. রায় চৌধুরীর সম্পত্তি, পূর্বে- ভবেশ ঘোষের সম্পত্তি দক্ষিণে- গণপত রাই খেমকা লেন পশ্চিমে- আংশিকভাবে বিজয় লক্ষ্মী পান্ডের সম্পত্তি এবং আংশিকভাবে পরেশ ঘোষের সম্পত্তি।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন দাবি-সংবলিত নোটিশ(সমূহ)-এর নির্দেশ মেনে চলেন এবং উক্ত নোটিশে ও এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত দাবিকৃত অর্থ-প্রযোজ্য সুদ, অতিরিক্ত সুদ, বাউন্স চার্জ (চেক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মাশুল) এবং অর্থ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক খরচসহ-এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করেন। ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে অবহিত করা যাচ্ছে যে, USFBL একটি সুরক্ষিত পাওনাদার এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) কর্তৃক গৃহীত ঋণটি তাঁদের বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বা সম্পদ (যা সুরক্ষিত সম্পদ হিসেবে গণ্য) দ্বারা সুরক্ষিত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতা(গণ) তাঁদের সম্পূর্ণ দায় পরিশোধে ব্যর্থ হলে, USFBL উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল গ্রহণসহ যাবতীয় অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে যার মধ্যে রয়েছে বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তর অথবা উক্ত আইন ও বিধিমালার অধীনে উপলব্ধ অন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাওনা অর্থ আদায় করা। বিক্রয় বা হস্তান্তরের অধিকার প্রয়োগের পূর্বে USFBL সুরক্ষিত সম্পদটি 'অ্যাটাচ' (জব্দ) এবং /অথবা 'সি (অবরুদ্ধ) করার ক্ষমতাও রাখে। বন্ধক রাখা সম্পত্তির মূল্য USFBL -এর পাওনা পরিশোধের জন্য অপর্যাপ্ত হলে, সম্পদ বিক্রয়ের পরেও অবশিষ্ট পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে USFBL পৃথক আইনি কার্যক্রম শুরু করার অধিকার রাখে। এই আইনি প্রতিকার ব্যবস্থাটি অন্য কোনো আইনের অধীনে USFBL -এর প্রাপ্য অন্যান্য প্রতিকার ব্যবস্থার অতিরিক্ত এবং স্বতন্ত্র। সুরক্ষিত সম্পদ খালাস বা মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমার বিষয়ে আইনের ১৩(৮) ধারা এবং সম্পদ হস্তান্তর বা লেনদেনের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে আইনের ১৩(১৩) ধারার প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, USFBL -এর পূর্বানুমতি ছাা ঋণগ্রহীতা(গণ) সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর (বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে) কিংবা অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তি বা লেনদেন করতে পারবেন না (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম ব্যতীত)। এই নির্দেশ অমান্য করা উক্ত আইনের ২৯ ধারার অধীনে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। দাবি-সংবলিত নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে সংরক্ষিত আছে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) ইচ্ছা করলে যেকোনো কর্মদিবসে স্বাভাবিক অফিস চলাকালীন সময়ে তা সংগ্রহ করতে পারেন।

স্বাক্ষর /-
অনুমোদিত আধিকারিক
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

স্থানঃপশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ০৪.০৮.২০২৬

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

দীর্ঘ ২৭ বছর পর ইউরোপে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ! দিনের আলো ঢেকে নেমে আসবে অন্ধকার, বিরল মহাজাগতিক দৃশ্যের অপেক্ষায় বিশ্ব

আগামী ১২ আগস্ট আকাশে ঘটতে চলেছে এক বিরল মহাজাগতিক ঘটনা। দীর্ঘ ২৭ বছর পর ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ অংশ থেকে দেখা যাবে একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। শেষবার ১৯৯৯ সালের ১১ আগস্ট ইউরোপের বহু দেশ এমন দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছিল। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের অন্য প্রান্তে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গেলেও ইউরোপের মূল ভূখণ্ডকে এই বিরল অভিজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় তিন দশক। লএই কারণেই আগামী সূর্যগ্রহণকে ঘিরে ইউরোপজুড়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে ব্যাপক উৎসাহ। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গবেষক, আলোকচিত্রী এবং আকাশপ্রেমীরা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। অনেকেই গ্রহণপথের কাছাকাছি এলাকায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, যাতে কয়েক মিনিটের সেই অসাধারণ দৃশ্য নিজের চোখে দেখা যায়। কীভাবে ঘটে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ? সূর্যগ্রহণ ঘটে তখনই, যখন চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় এবং সূর্যের আলো পৃথিবীর নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছাতে বাধা দেয়। কিন্তু প্রতিটি সূর্যগ্রহণ পূর্ণগ্রাস হয় না। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে চাঁদ সম্পূর্ণভাবে সূর্যের চাকতিকে ঢেকে দেয়। ফলে দিনের বেলাতেই কয়েক মিনিটের জন্য চারপাশে সন্ধ্যার মতো অন্ধকার নেমে আসে। এই সময় আকাশে এমন কিছু দৃশ্য দেখা যায়,

যা সাধারণ অবস্থায় সম্ভব নয়। সূর্যের উজ্জ্বল আলো ঢাকা পড়ায় তার বাইরের বায়ুমণ্ডল বা করোনা খালি চোখে (শুধুমাত্র পূর্ণগ্রাসের সময়) দৃশ্যমান হয়। পাশাপাশি গ্রহণ শেষ হওয়ার ঠিক আগে বা পরে দেখা যায় বিখ্যাত ‘ রিং’ প্রভাব, যেখানে সূর্যের শেষ বা প্রথম আলোর ঝলক আংটির হিরের মতো উজ্জ্বল দেখায়। শুধু আকাশের দৃশ্যই নয়, প্রকৃতিতেও এর প্রভাব পড়ে। কয়েক মিনিটের জন্য তাপমাত্রা কিছুটা কমে যেতে পারে, দিনের আলো দ্রুত ম্লান হয়ে আসে, অনেক পাখি বাসায় ফিরে যায় এবং নিশাচর প্রাণীদের আচরণেও সাময়িক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন দেশ থেকে দেখা যাবে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের পথ প্রথমে উত্তর রাশিয়ার ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে। এরপর এটি গ্রিনল্যান্ডের কিছু অংশ এবং আইসল্যান্ডের পশ্চিমাঞ্চলে দৃশ্যমান হবে। পরে গ্রহণের ছায়াপথ পৌঁছাবে উত্তর ও পূর্ব স্পেনে। পর্তুগালেরও একটি ছোট অংশ থেকে পূর্ণগ্রাস বা প্রায় পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখা যেতে পারে। এই অঞ্চলের বাইরে ইউরোপের আরও বহু দেশ থেকে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। ফলে গোটা মহাদেশেই এই বিরল মহাজাগতিক ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ১৯৯৯ সালের স্মৃতি ফিরবে আবার- ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে শেষ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল ১৯৯৯ সালের ১১ আগস্ট। সেই সময় ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া এবং বুলগেরিয়াসহ একাধিক দেশে দিনের বেলাতেই কয়েক মিনিটের জন্য অন্ধকার নেমে এসেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই বিরল দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ২০০৬ সালে রাশিয়া ও জর্জিয়ার কিছু অঞ্চল এবং ২০১৫ সালে নরওয়ের নির্দিষ্ট এলাকা থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গেলেও ইউরোপের অধিকাংশ মূল ভূখণ্ডে এমন অভিজ্ঞতা আর ফিরে আসেনি। তাই ১২ আগস্টের এই গ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ভারত থেকে কি দেখা যাবে? অনেকেরই প্রশ্ন, ভারত থেকে কি এই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা সম্ভব হবে?জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় সময় অনুসারে গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায় দুপুর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ঘটলেও ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই গ্রহণ দৃশ্যমান হবে না। অর্থা দেশের আকাশ থেকে এই বিরল মহাজাগতিক ঘটনাটি সরাসরি দেখা যাবে না। তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহাকাশ সংস্থা, মানমঃিদর এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে গ্রহণের সরাসরি সম্প্রচার দেখার সুযোগ থাকতে পারে। কেন এত বিশেষ এই সূর্যগ্রহণ?পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর অন্যতম বিরল প্রাকৃতিক দৃশ্য। পৃথিবীর কোনও নির্দিষ্ট স্থান থেকে এমন ঘটনা বহু বছর, কখনও কখনও কয়েক দশক পরপর দেখা যায়। সেই কারণেই অনেক আকাশপ্রেমী বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভ্রমণ করেন শুধুমাত্র কয়েক মিনিটের এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য। আগামী ১২ আগস্টের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণও তেমনই এক বিরল মুহূর্ত হয়ে উঠতে চলেছে। ইউরোপের আকাশে দিনের আলো হঠা ম্লান হয়ে যাওয়া, সূর্যের করোনার অপূর্ব দৃশ্য এবং ডায়মন্ড রিং-এর ঝলক- সব মিলিয়ে এটি হবে জ্যোতির্বিজ্ঞানপ্রেমীদের জন্য এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। বহু মানুষের কাছে এটি হয়তো জীবনে একবারই দেখা পাওয়া এক মহাজাগতিক বিস্ময়। প্রয়োজনে এটিকে ঋক্ক- অপ্টিমাইজড ওয়েব স্টোরি, টিভি নিউজ স্ক্রিপ্ট, অথবা ইউটিউব ভয়েসওভার আকারেও রূপান্তর করা যেতে পারে।

কুলগামে শ্রমিক হত্যা থেকে অমরনাথ যাত্রায় হামলা- তদন্তের কেন্দ্রে লতিফ ভাট, কাশ্মীরে তল্লাশি জোরদার

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার পর নিরাপত্তা সংস্থাগুলির নজরের কেন্দ্রে উঠে এসেছে স্থানীয় জঙ্গি মহম্মদ লতিফ ভাট। গত কয়েক দিনের দুটি পৃথক হামলার তদন্তে তাঁর নাম উঠে আসার পর গোটা উপত্যকাজুড়ে তল্লাশি আরও জোরদার করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলির দাবি, অমরনাথ যাত্রার সময় নিরাপত্তারক্ষীকে লক্ষ্য করে হামলা এবং কুলগামে দুই পরিযায়ী শ্রমিককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় লতিফ ভাটের সম্ভাব্য ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সরকারি সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, গত ১০ দিনের মধ্যে দুটি বড় জঙ্গি হামলায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এক পুলিশ হেড কনস্টেবল এবং দুই পরিযায়ী শ্রমিক। এই দুই ঘটনার তদন্তে একই ব্যক্তির নাম উঠে আসায় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। যদিও তদন্ত এখনও চলছে এবং চূড়ান্তভাবে দায় নির্ধারণ করা হয়নি। তদন্তকারীদের দাবি, ২২ জুলাই অমরনাথ যাত্রার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ হেড কনস্টেবলকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়, যাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর কুলগাম জেলার কেল্লাম গ্রামে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনাও ঘটে। এই দুই ঘটনার সূত্র ধরে মহম্মদ লতিফ ভাটের খোঁজে যৌথ অভিযান শুরু করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ) এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা।

নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের ফলে কাশ্মীরে সক্রিয় স্থানীয় জঙ্গি

সংগঠনগুলির কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সাম্প্রতিক গোয়েন্দা মূল্যায়ন অনুযায়ী, বর্তমানে স্থানীয় জঙ্গিদের সংখ্যা অতীতের তুলনায় অনেক কম। সেই কারণেই লতিফ ভাটকে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে খুঁজছে। যদিও তিনি বর্তমানে উপত্যকার একমাত্র সক্রিয় স্থানীয় জঙ্গি কি না, সে বিষয়ে বিভিন্ন সূত্রে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এবং এ বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। নিরাপত্তা সংস্থার অনুমান, স্থানীয় জঙ্গিদের সংখ্যা কমলেও এখনও ৪০ থেকে ৫০ জন বিদেশি বা পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় থাকতে পারে। সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ এবং জঙ্গি নেটওয়ার্ক সক্রিয় রাখার চেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে বলেই গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মূল্যায়ন। সেই কারণে স্থানীয় ও বিদেশি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে কাশ্মীরে স্থানীয় জঙ্গিদের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমেছে। একসময় যেখানে কয়েক ডজন স্থানীয় যুবক বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল, সেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সেই সংখ্যা উল্লেখ যোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, ধারাবাহিক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি এবং স্থানীয় স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে নতুন করে স্থানীয় যুবকদের জঙ্গি সংগঠনে নিয়োগের হার কমেছে। এদিকে কুলগামে শ্রমিক হত্যার ঘটনায় উঠে এসেছে হৃদয়বিদারক তথ্য। শুক্রবার রাতে কুলগাম জেলার কেল্লাম গ্রামে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা পরিযায়ী শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন কয়েকজন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। নিহতদের একজনের ভাই মনোজ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, হামলাকারীরা প্রথমে তাঁর ভাইয়ের পরিচয় এবং ধর্ম সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। তাঁর দাবি, দীপক নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়ার পরই তাঁকে গুলি করা হয়। তদন্তকারী সংস্থাগুলি এই দাবি-সহ হামলার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে। এখনও পর্যন্ত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ হয়নি। এদিকে তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, গত ৮ জুলাই অনন্তনাগ জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষে লস্কর-ই-তইবার জঙ্গি জাকির আহমেদ নিহত হয়। সেই অভিযানে লতিফ ভাটও উপস্থিত ছিল বলে তদন্তকারীদের সংঃদহ। তবে নিরাপত্তা বাহিনীর ঘেরাও এড়িয়ে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় বলে সরকারি সূত্রের দাবি। এরপর থেকেই তার খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সাম্প্রতিক হামলার পর উপত্যকাজুড়ে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, জাতীয় সড়ক, শ্রমিক শিবির এবং অমরনাথ যাত্রার রুটে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, ড্রোন নজরদারি এবং যৌথ অভিযানও অব্যাহত রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি জানিয়েছে, কুলগাম হামলা এবং সাম্প্রতিক অন্যান্য জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। মহম্মদ লতিফ ভাটের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়েও তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তবে তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। নিরাপত্তা বাহিনী আশা করছে, চলমান অভিযানের মাধ্যমে হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

‘অভিষেকের বিদেশে চিকিৎসা মামলাটি বিবেচনা করবে হাই কোর্ট’

১- পাতার পর- মূল্যায়নের নির্দেশও দেওয়া যেতে পারে বলে আদালত মন্তব্য করে। এই পর্যবেক্ষণের পর বিদেশে যাওয়ার অনুমতির বিষয়টি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। এরপরই হাই কোর্টের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টে কী হল?সোমবার সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি ওঠে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে। বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি. মোহনও। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী গোপাল শংকরনারায়ণ। তবে মামলার বিস্তারিত শুনানিতে না গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এই বিষয়ে প্রথমে কলকাতা হাই কোর্টের সিদ্ধান্ত নেওয়াই সমীচীন। শীর্ষ আদালত হাই কোর্টকে অনুরোধ করে, এক সপ্তাহের মধ্যে মামলাটি শুনে নিস্পত্তি করতে। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, হাই কোর্ট দ্রুত বিষয়টি বিবেচনা করবে বলেই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এখন কী হতে পারে? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর মামলাটি আবার কলকাতা হাই কোর্টে শুনানির জন্য উঠবে। সেখানে আদালত চিকিৎসা-সংক্রান্ত নথি, চিকিৎসকদের মতামত এবং মামলার অন্যান্য আইনি দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসার অনুমতি দেওয়া হবে কি না। এই পর্যায়ে বিদেশযাত্রা সংক্রান্ত কোনও চূড়ান্ত অনুমতি মেলেনি। ফলে হাই কোর্টের রায় না আসা পর্যন্ত তাঁর বিদেশে চিকিৎসার পরিকল্পনা কার্যত অনিশ্চিতই থাকছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রার আবেদন শুরু থেকেই রাজনৈতিক ও আইনি মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। একদিকে তাঁর আইনজীবীরা বিদেশে বিশেষায়িত চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরছেন, অন্যদিকে আদালত দেশেই উন্নত চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে কি না, সেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। এখন সকলের নজর কলকাতা হাই কোর্টের পরবর্তী শুনানির দিকে। এক সপ্তাহের মধ্যে আদালত কী সিদ্ধান্ত নেয়, তার উপরই নির্ভর করবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করানোর পথ খুলবে, নাকি বিকল্প চিকিসার দিকেই তাঁকে এগোতে হবে।

বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বাঁকিপুরে চমক! জয়ী প্রশান্ত কিশোর

১- পাতার পর- গত এপ্রিল মাসে তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর এই বিধানসভা আসনটি শূন্য হয়ে যায়। সেই শূন্যস্থান পূরণে ৩০ জুলাই উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোটের দিন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলের নজর ছিল ফলাফলের দিকে।তবে বিজেপির অন্দরে কিছুটা নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। প্রথমে দল অভিষেক বান্দি কে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে এবং তিনি মনোনয়নও জমা দেন। কিন্তু মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত বদলে তাঁকে সরিয়ে নীরজ কুমার সিনহাকে প্রার্থী করে বিজেপি। শেষ মুহূর্তের এই পরিবর্তন রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। যদিও দলীয় নেতৃত্ব সেই সিদ্ধান্তকে সাংগঠনিক প্রয়োজন বলেই ব্যাখ্যা করেছিল। ফলাফলের প্রাথমিক প্রবণতা অবশ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে, প্রার্থী পরিবর্তনের কৌশল বিজেপিকে প্রত্যাশিত সুবিধা এনে দিতে পারেনি। বরং প্রথমবার ভোটে লড়েই প্রশান্ত কিশোর ভোটারদের একটি বড় অংশের সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্র বহু বছর ধরেই বিজেপির অন্যতম নির্ভরযোগ্য আসন হিসেবে পরিচিত। পাটনা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই হাই-প্রোফাইল আসনের রাজনৈতিক গুরুত্ব বরাবরই বেশি।

ধর্ষণের অভিযোগে করায় গৃহবধূকেই শাস্তি!

পাটনা, ৩ আগস্ট ঃ ধর্ষণের অভিযোগে করায় গৃহবধূকেই শাস্তি! থুতু চাটতে বাধ্য করল বিহারের খাপ পঞ্চায়েত গ্রামেরই এক যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলেছিলেন গৃহবধূ। সেই ‘ নির্যাতিতাকেই শাস্তি দিল খাপ পঞ্চায়েত। ভরা সভায় মহিলাকে থুতু চাটতে বাধ্য করলেন গ্রামের মো।লরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে বিহারের বেগুসরাইয়ে। সোশাল মিডিয়ার ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছ।য়িয়েছে। যদিও ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি ‘ প্রতিদিন ডিজিটাল’। নির্যাতিতাকে এভাবে প্রকাশ্যে অপমানের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, এই ঘটনা গত জুন মাসের। সম্প্রতি ঘটনার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর ১ আগস্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গৃহবধূ। এফআইআর অনুযায়ী, ২ জুন রাতে মহিলার একা থাকার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী এক যুবক জোর করে তাঁর বাড়িতে ঢোকেন। এরপর ধর্ষণ করা হয় ওই মহিলাকে। শারীরিক নির্যাতনের পর যুবক জানালা দিয়ে পালানোর সময় গ্রামবাসীরাই ওই যুবককে ধরে ফেলেন।

অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে গ্রামেই খাপ পঞ্চায়েত বসানো হয়। সেখানে দু’জনকে চরম হেনস্থা করেন গ্রামের মোড়লরা। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নির্যাতিতা কান ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহিলা। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন গ্রামবাসীরা। বেশ কয়েকজন শিশুকেও দেখা যাচ্ছে সেখানে। মাতব্বরদের নির্দেশ মতো মাটিতে মুখ দিয়ে থুতু চাটতে দেখা যায় মহিলাকে। এরপর ফুটেজে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে। অনুযান, এই যুবকই ধর্ষণে অভিযুক্ত। তাঁকেও কান ধরে ক্ষমা চাইতে ও থুতু চাটতে বাধ্য করা হয়। ৩১ জুলাই ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার একদিন পর অর্থা ১ আগস্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মহিলা। ধর্ষণের পাশাপাশি পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও গ্রামবাসীদের তরফে এই ঘটনার ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, ওই মহিলা ও অভিযুক্তের আগে থেকে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় পঞ্চায়েত। তবে প্রশ্ন হল, আইন আদালতকে শিকেয় তুলে কীভাবে পঞ্চায়েত কাউকে এমন মধ্যযুগীয় বর্বর শাস্তির বিধান দিতে পারে!

বিতর্ক শুরু হয়েছে ডিজিটাল পরিসরে

মুম্বই, ৩ আগস্ট ঃ জাতীয় নিরাপত্তা, ছাত্র আন্দোলন এবং সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে ডিজিটাল পরিসরে।নিট পরীক্ষাকে কেঞ্জন্ত্র করে ছাত্র-যুব আন্দোলন এবং ‘জেন জি’-এর প্রতিবাদ নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা এখনও অব্যাহত। এই ইস্যুতে একের পর এক রাজনৈতিক নেতা, অভিনেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নিজেদের মতামত প্রকাশ করছেন। এবার সেই তালিকায় যোগ হল অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তের নাম। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একাধিক পোস্ট এবং একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তিনি তরুণ প্রজন্মের আন্দোলন নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তবে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই তাঁর মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন, আবার কেউ কেউ তথ্য যাচাই করে মন্তব্য করার পরামর্শ দিয়েছেন। ‘ বানায়া আপনে’ খ্যাত অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত তাঁর পোস্টে লেখেন, তিনি জেন জি-র প্রতি আস্থা রাখেন এবং তাঁদের দায়িত্বশীল ভূমিকার প্রশংসা করেন। তবে তাঁর মতে, বর্তমান সময়ে দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা এবং জাতীয় স্বার্থের বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া বেশি প্রয়োজন। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটি বাস্তবায়নের জন্য এখনও সময় রয়েছে। এই মুহূর্তে সীমান্ত নিরাপত্তা, জাতীয় স্থিতিশীলতা এবং অন্যান্য গঠনমূলক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়াই উচিত বলে তাঁর মত। পোস্টে তিনি আরও উল্লেখ করেন, শুধুমাত্র আবেগ বা জনমতের চাপে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তোলা কোনওভাবেই কাম্য নয়। তাঁর কথায়, দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় রেখে শান্তিপূর্ণ ও দায়িত্বশীল আচরণ করা জরুরি। তরুণদের উদ্দেশে ইতিবাচক বার্তাও দেন তনুশ্রী। তিনি লেখেন, আমরা সবাই জেন জিকে ভালোবাসি। ওরাই দেশের ভবিষ্যৎ। প্রত্যেক ভারতীয় তাঁদের গুরুত্ব ও সম্ভাবনাকে স্বীকার করে। তাই সবাই চায় তারা দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করুক। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, দেশের নেতৃত্ব নাগরিকদের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করছে এবং জাতীয় স্বার্থকে সর্বাগ্রে রাখছে। পরবর্তীতে প্রকাশিত একটি ভিডিও বার্তায়. তনুশ্রী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের শীর্ষ প্রশাসনিক স্তরে অস্থিরতা তৈরি হওয়া. উচিত নয়। তাঁর বক্তব্য অনুযাযী, ভারত একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এবং সীমান্ত পরিস্থিতিও সংবেদনশীল। তিনি বাংলাদেশ সীমান্তের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, সীমান্ত নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়.এবং সেই প্রেক্ষাপটে জাতীয়.স্থিতিশীলতা বজায়. রাখা জরুরি। ভিডিও বার্তায় তিনি আরও বলেন, তিনি ছাত্রদের আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ভুল বা অযৌক্তিক বলছেন না। তবে তাঁর মতে, পরিস্থিতির সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে প্রতিবাদের ধরন এবং সময় সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি মন্তব্য করেন, দেশের বিরোধী শক্তি বা শত্রুরা অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তাই তরুণদের আবেগের বশবর্তী না হ? বিচক্ষণতার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তনুশ্রীর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া।

NAME CHANGE

I, Abdul Alim Sk (Old Name) S/O– Abdur Rahim Sk resident of Vill & Po-Gajdharpara , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Alim Sk to Abdul Alim Sekh and henceforth I shall be known as Abdul Alim Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit no 05 sworn before the notary public Berhampore court on 01/08/2026. My name Abdul Alim Sekh & Abdul Alim Sk both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Ekram Hossain (Old Name) S/O– Eklasur Rahaman resident of Vill-Babupur , Po-Budhia , Ps-English Bazar , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732128 do hereby declared that I have changed my name from Ekram Hossain to Ekramul Hoque and henceforth I shall be known as Ekramul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/08/2026. My name Ekramul Hoque & Ekram Hossain both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sairin Aktar Banu (Old Name) W/O–Mahabul Islam resident of Vill-Bablabona , Po-Goas , Ps-Islampur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Sairin Aktar Banu to Sairin Aktar Banu Bibi and henceforth I shall be known as Sairin Aktar Banu Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/08/2026. My name Sairin Aktar Banu Bibi & Sairin Aktar Banu both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pabal Majumder (Old Name) S/O– Rajani Majumdar resident of Panpara Sarkarpara , Ranaghat , Nadia , West Bengal, Pin-741402 do hereby declared that I have changed my name from Pabal Majumder to Prabal Majumder and henceforth I shall be known as Prabal Majumder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/08/2026. My name Prabal Majumder & Pabal Majumder both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mahasin Hossain Halsana (Old Name) S/O–Khoda Baksha Halsana resident of Vill-Khajuri , Po-Ghateswar , Ps-Dhubulia , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741154 do hereby declared that I have changed my name from Mahasin Hossain Halsana to Mahasin Halsana and henceforth I shall be known as Mahasin Halsana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/08/2026. My name Mahasin Halsana & Mahasin Hossain Halsana both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, ARPITA GHOSAL W/O SUKUMAR GHOSAL, resident of 4B Elite Homes Tower, Renaissance Township, Goda, P.O.-Lakurdi, Dist-Purba Bardhaman Pin-713102, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ARPITA GHOSE GHOSAL in all purposes, vide affidavit No- 163, dated 01.08.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That ARPITA GHOSAL and ARPITA GHOSE GHOSAL both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK YUSUF @ SK USUB, S/O-UMBAR ALI @ UMMAR ALI SK, resident of Vill-Kurumba, P.O.-Purba Gopalpur, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713143, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ISUB SEKH in all purposes, vide affidavit No- 164, dated 01.08.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK YUSUF, SK USUB and ISUB SEKH all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, ISMINA BIBI, স্বামী-তোটারুল শেখ, সাং-হোসনাবাদ, ডাকঘর-ছটায়, থানা-রানিতলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০২ । আমার প্রকৃত নাম ‘ISMINA BIBI’, যা আমার পুরাতন আধার কার্ডে সঠিকভাবে নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার নতুন আধার কার্ডে আমার নাম ভুলবশত ‘‘YEAMINA KHATUN BIBI’ হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। ‘ISMINA BIBI’ এবং ‘YEAMINA KHATUN BIBI’ একই ব্যক্তি ও অভিন্ন ব্যক্তি, মর্মে আমি লালবাগ, মুর্শিদাবাদের মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অ্যাফিডেভিট নং ১৫৫০২, তারিখ ০৯.০৭.২০২৬-এর মাধ্যমে হলফপূর্বক ঘোষণা করেছি।

নাম পরিবর্তন

আমি, JESMINA BIBI, স্বামী-তাজরুল ইসলাম, সাং-লাহারি, ডাকঘর-ছটায়, থানা-রানিতলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০২। আমার প্রকৃত নাম ‘JESMINA BIBI’, যা আমার ভোটার পরিচয়পত্রে সঠিকভাবে নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার আধার কার্ডে আমার নাম ভুলবশত ‘JEMMINA BIBI’’ হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। ‘JESMINA BIBI’ ’ এবং ‘JEMMINA BIBI’ একই ব্যক্তি ও অভিন্ন ব্যক্তি, মর্মে আমি লালবাগ, মুর্শিদাবাদের মাননীয় অতিরিক্ত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অ্যাফিডেভিট নং ১৩২৮৯, তারিখ ২৩.০৭.২০২৬-এর মাধ্যমে হলফপূর্বক ঘোষণা করেছি।

NAME CHANGE

I, Sandip Majumdar (Old Name), S/O Bijoy Chandra Majumdar, Residing at 5/38 Jatin Das Nagar, Kamarhati, Belghoria, North 24 Parganas, Pin-700056, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from Sandip Majumdar (Old Name) to Sandip Kumar Majumdar (new name) and henceforth I'll be known as Sandip Kumar Majumdar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 01/08/2026. Sandip Kumar Majumdar (New Name) and Sandip Majumdar (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kasem Sk (Old Name) S/O– Samsuddin Sk resident of Vill –Teghari Mandalpara , Po-Rajput Teghari, Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my name from Kasem Sk to Qasim Sk and henceforth I shall be known as Qasim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1st / 2nd / 3rd court of Ld Judicial Magistrate 1st class Jangipur court on 30/07/2026. My name Qasim Sk & Kasem Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Menoka Khatun (Old Name) W/O– Tajarul Sekh resident of Chakpara , Jamsherpur, Hogolberia, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741122 do hereby declared that I have changed my name from Menoka Khatun to Mernaka Bibi Sekh and henceforth I shall be known as Mernaka Bibi Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public Domkal court dated on 08/03/2026 . My name Mernaka Bibi Sekh & Menoka Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Benoy Guchait (Old Name),S/O Kartik Chandra Guchait, Residing at 81/C, K P Roy Lane,Haltu,Kolkata 700078, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Benoy Guchait (Old Name) to Benoy Kumar Guchait (new name) and henceforth I'll be known as Benoy Kumar Guchait (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 28/07/2026. Benoy Kumar Guchait (New Name) and Benoy Guchait (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Joynaba Begum (old name) W/o- Ismaile Mallick(Old Name) residing at Vill Krishnarampur, P.O. Krishnarampur, P.S. Chanditala, Dist. Hooghly, 712705 West Bengal, do hereby declare that I have changed my & my husband's name from Joynaba Begum W/o- Ismaile Mallick to JOYNABA KHATUN MOLLA W/o ISMAIL MALLIK and henceforth we shall be known as JOYNABA KHATUN MOLLA(New Name) W/o ISMAIL MALLIK (New name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Serampore, Hooghly dated 31/07/2026. Joynaba Begum W/o- Ismaile Mallick and JOYNABA KHATUN MOLLA W/o ISMAIL MALLIK all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MOHAMMAD SHAHNEWAZ (old name) son of MOHAMMAD ISLAM (old name) residing at Bankra bajar karatkal, Uttar Para PO- Bankra, PS-Domjur Dist- Howrah Pin-711403 West Bengal have changed our names shall be hencforth be known as MD SHAHNEWAZ (new name)and father name MD ISLAM at Notary Public howrah court West Bengal affidavit dated 03/08/2026. MOHAMMAD SHAHNEWAZ (old name) and MOHAMMAD ISLAM (old name) and MD SHAHNEWAZ (new name) and MD ISLAM (new name) are same and Identical persons.

NAME CHANGE

I, Paritosh Shankari (old name) S/o-Suresh Shankhari residing at Station para, Agradwip, Katwa, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PARITOSH SHANKARI to PARITOSH SHANKHARI and henceforth I shall be known as PARITOSH SHANKHARI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 03/08/2026. PARITOSH SHANKARI (old name) and PARITOSH SHANKHARI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Suresh Shankari (old name) S/o-Kanchiram Shankhari residing at Station para, Agradwip, Katwa, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SURESH SHANKARI to SURESH SHANKHARI and henceforth I shall be known as SURESH SHANKHARI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 03/08/2026. SURESH SHANKARI (old name) and SURESH SHANKHARI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Padma Shankari (old name) W/o-Suresh Shankhari residing at Station para, Agradwip, Katwa, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PADMA SHANKARI to PADMA SHANKHARI and henceforth I shall be known as PADMA SHANKHARI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 03/08/2026. PADMA SHANKARI (old name) and PADMA SHANKHARI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mali Shankari (old name) W/o-Paritosh Shankhari residing at Station para, Agradwip, Katwa, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MALI SHANKARI to MOLI TALUKDAR SHANKHARI and henceforth I shall be known as MOLI TALUKDAR SHANKHARI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 03/08/2026. MALI SHANKARI (old name) and MOLI TALUKDAR SHANKHARI (new name) both are same and one identical person.

গ্যারিমুস্কান এস্টেট প্রাইভেট লিমিটে

CIN : U70101WB2005PTC103021

নবন্ধিত কার্যালয়-পি-৪৪, রবীন্দ্র সরণি, দ্বিতীয়তল,কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

Email: sultaniagroup2000@gmail.com

ফর্ম আইএনসি-২৬

কোম্পানি (নিগমন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ নং বিধি অনুসারে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি আঞ্চলিক পরিচালকের সমক্ষে, পূর্বাঞ্চল, কলকাতা

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিষয়ে,কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩(৪) এবং কোম্পানি (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০(৬)(ক)

এবং

মেসার্স গ্যারি-মুসকান এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে, যার নিবন্ধিত কার্যালয় পি-৪৪, রবীন্দ্র সরণি, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত।

আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিটি তার নিবন্ধিত **কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে হরিয়ানা** রাজ্যে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে, ৩রা আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ‘এক্সট্রা-অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং’-এ (অসাধারণ সাধারণ সভা) গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির ‘মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন’ (সংঘ-স্মারক)-এর সংশোধনের অনুমোদনের জন্য ‘কোম্পানি আইন, ২০১৩’-এর ১৩ নম্বর ধারার অধীনে আঞ্চলিক পরিচালক (পূর্ব অঞ্চল, কলকাতা)-এর নিকট আবেদন / পিটিশন দাখিল করার প্রস্তাব করছে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যাঁদের স্বার্থ প্রভাবিত হতে পারে, তাঁরা-তাঁদের স্বার্থের প্রকৃতি ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে হলফনামা-সহ তাঁদের আপত্তি-আঞ্চলিক পরিচালক (পূর্ব অঞ্চল, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৩৪৪ এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০)-এর নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরাসরি জমা দিতে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন এবং একই সাথে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও (উপরে উল্লিখিত ঠিকানায়) উক্ত আবেদনকারী একটি প্রতিলিপি পাঠাতে পারেন।

গ্যারিমুসকান এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর/- (হেমন্ত সুলতানিয়া)
পরিচালক
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ ০৩.০৮.২০২৬
DIN: 00472577

ভারতীয় চা পর্ষদ 'টি টেস্টিং'-এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ দেশের চা শিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ যোগান এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চায়ের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে ভারতীয় চা পর্ষদ 'টি টেস্টিং'-এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা করেছে। দার্জিলিং টি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ডিটিআরঅ্যান্ডডিসি)-এ এই কর্মসূচির সূচনা করেন টি বোর্ডের উপ-চেয়ারম্যান সি. মুরুগন। তিনি জানান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে চা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আগ্রহ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি করাও এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। টি বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষি দক্ষতা পরিষদ বা এগ্রিকালচার স্কিল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় এই পাঠ্যক্রম তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের অধীন জাতীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত এই কোর্সগুলি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রক, দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক, চা শিল্পের বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট পেশাদারদের নিয়ে গঠিত কমিটি ৬০ ঘণ্টা ও ২১০ ঘণ্টার দুটি পৃথক কোর্সের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করেছে। তিনি জানান, প্রশিক্ষণার্থীরা শ্রেণিকক্ষের পাঠের পাশাপাশি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চা চাষ, উৎপাদন প্রক্রিয়া, পেশাদার চা স্বাদগ্রহণের কৌশল, সংবেদনভিত্তিক মূল্যায়ন, চায়ের গ্রেড নির্ধারণ, ব্লেন্ডিং, পরিবেশন পদ্ধতি এবং শিল্পক্ষেত্রের আধুনিক অনুশীলন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টি বোর্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দফতরের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অরুণিতা ফুকন যাদব-সহ চা শিল্পের বিভিন্ন প্রতিনিধি ও আধিকারিকরা।

রাজ্যে আবার টাকা উদ্ধার এবার মালদায়, রাতভর তল্লাশি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ আগস্ট ঃ আবার টাকা উদ্ধার রাজ্যে। এবার মালদা। রবিবার রাতে মালদা থানা এলাকার মঙ্গলবাড়িতে অভিযানে নামে পুলিশ। সেখানে একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় কোটি কোটি টাকা। টাকা গোনার তিনটি যন্ত্রের সাহায্যে সোমবার ভোর পর্যন্ত চলে হিসেব-নিকেশ। বাজেয়াপ্ত হয় মোট ২ কোটি ৪০ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৮০ টাকা। প্রায় ২০ গ্রাম সোনা ও একটি ল্যাপটপও উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি মালদার খইহট্টা এলাকার একটি গুদামঘরেও হানা দেন তদন্তকারীরা। ভোর ৪টে পর্যন্ত সেখানে তল্লাশি চলে। বাজেয়াপ্ত হয় ৯,০০০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। রবিবার রাতের অভিযানে মোট তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম পিন্টু সরকার, গোপাল চাকি এবং সুশান্ত হালদার। এ প্রসঙ্গে বুনিয়াদপুরের এসডিপিও শুভতোষ সরকার বলেন, ' ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মতো পেয়েছি। মাদকদ্রব্য ছিল তাদের কাছে, এই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। টাকা, সোনা এবং সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বিস্ফোরক ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্ব, গুলিবিদ্ধ তিন, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৩ আগস্ট ঃ বিস্ফোরকের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর গুলির লড়াইয়ে জখম তিনজন। তাদের মধ্যে দু'জনকে দুর্গাপুর এবং একজনকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে বীরভূমের নলহাটি থানার উদয়নগর গ্রামে। জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে কাপড়ের দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন সাহে আলম ওরফে বিকি শেখ। সে সময় অপরিচিত চারজন বিকিকে কাছ থেকে গুলি করে। বিকির গায়ে তিনটি গুলি লাগে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর জামাই জনী ওরফে আব্দুল রাজ্জাককে লক্ষ করে গুলি চালায়। তার গায়ে পাঁচটি গুলি লাগে। এরপর প্রতিবেশী হাবিবুল হোসেন ছুটে এলে তাকেও গুলি চালায় দুষ্কৃতিরা। তাঁর গায়ে একটি গুলি লাগে। তাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুষ্কৃতীরা বিকির বাড়ির সামনে ওঁতপেতে দাঁড়িয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। বিকি বাড়ি ঢোকার চেষ্টা করলে অচেনা দুই জন বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদের পরিচয় জানতে গেলে তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পিছনে থাকা আরো দুই দুস্কৃতি গুলি ছোঁড়ে। মুখ ঢাকা দুস্কৃতরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে ঝাড়খণ্ডের দিকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নলহাটি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত কয়েকদিন আগে নলহাটি পাথর শিল্পাঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিলো। সেই সময় একজনকে গ্রেফতার করেছিল। সেই ঘটনায় বিকির নাম জড়িয়ে যায়। বিকির বাবা জানে আলম শেখ বলেন, আমার ছেলের বৈধ বিস্ফোরকের ব্যবসা রয়েছে। কিছু মানুষ এখানে অবৈধ ব্যবসা করছে। এন আই এ তাদের বিস্ফোরক আটক করে তাদের গ্রেফতার করেছে। তারা সন্দেহ করছে আমার ছেলে ওদের খবর পুলিশকে দিয়েছে। সেই সন্দেহে গুলি করেছে দুস্কৃতীরা। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩ আগস্ট ঃ নদীয়ার শান্তিপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক দম্পতি। মঙ্গলবার ভোরে শান্তিপুর বাইপাস সংলগ্ন বাথনা ব্রিজের উপর ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আপেলবোঝাই একটি লরিতে করে হিমাচল প্রদেশ থেকে বনগাঁর দিকে যাচ্ছিলেন ওই দম্পতি। স্থানীয়দের দাবি, ভোরবেলা তাঁরা রাস্তার ধারে একটি লরির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে থাকতে দেখেন। কেবিনের ভিতরে এক পুরুষ ও এক মহিলা আটকে ছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা। দীর্ঘ চেষ্টার পর লরির কেবিন কেটে দু'জনকে উদ্ধার করা হলেও ততক্ষণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মঙ্গলবার ভোর প্রায় ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত দু'জন স্বামী-স্ত্রী বলে জানা গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের নম্বরযুক্ত লরিটি হিমাচল প্রদেশ থেকে আপেল বোঝাই করে বনগাঁর দিকে যাচ্ছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, সামনে চলা একটি লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের তীব্রতায় লরির কেবিন সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দম্পতি। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং লরির মালিককেও দুর্ঘটনার বিষয়টি জানানো হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটি সরিয়ে স্বাভাবিক করা হয় যান চলাচল। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন কি না, অথবা অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ-সহ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরপ্রদেশের নম্বরযুক্ত ওই লরিটি হিমাচল প্রদেশ থেকে আপেল বোঝাই করে বনগাঁর দিকে যাচ্ছিল। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, সামনে চলা একটি লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারার ফলেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। ধাক্কার তীব্রতায় লরির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে -মুচড়ে যায় এবং কেবিনে থাকা স্বামী-স্ত্রী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লরির মালিককেও দুর্ঘটনার বিষয়ে জানানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

জৈবিক চাষে ফিরছে ঐতিহ্যের ছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন চম্পাসারি অঞ্চলের উত্তর পলাশে সম্পূর্ণ জৈবিক পদ্ধতিতে দেশি ধানের চাষে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষকেরা। কৃষিজমিতে এখন চলছে কালো নুনিয়া, সাদা নুনিয়া, রাধা তিলক এবং তুলাই পাঞ্জি-সহ একাধিক ঐতিহ্যবাহী ধানের চারা রোপণের কাজ। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির পাশাপাশি হারিয়ে যেতে বসা দেশি ধানের বীজ সংরক্ষণ ও জৈবিক চাষের মাধ্যমে কৃষির পুরনো ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন এলাকার চাষিরা। স্থানীয় কৃষক বিষ্ণু রায় জানান, এই চাষে কোনও ধরনের রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে জমির উর্বরতা বজায় রেখে ধানের উৎপাদন করা হয়। তাঁর মতে, জৈবিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত ধান যেমন স্বাস্থ্যসম্মত, তেমনি মাটি, জল ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের আশা, দেশি ধানের এই ঐতিহ্যবাহী জাতগুলির চাষ শুধু পুষ্টির ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনেই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দেশীয় বীজ সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। উত্তর পলাশে জৈবিক কৃষির এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই কৃষি ও পরিবেশ সচেতন মহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

ফিরল শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাটের রেল যোগাযোগ, উৎসবের আগে মায়াপুর-নবদ্বীপে বাড়তি ট্রেন

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ৩ আগস্ট ঃ সামনেই ১৫ আগস্ট। এরপর ঝুলন, জন্মাষ্টমী-সহ একাধিক

অনুষ্ঠান। তার আগেই কৃষ্ণনগর-আমঘাটা রেলপথে বাড়ল লোকাল ট্রেন। সোমবার থেকে আরও এক জো।। লোকাল চালু হওয়ায় এই শাখায় ট্রেনের সংখ্যা বেড়ে হল ছয় জোড়া। এর ফলে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট রেল যোগাযোগও ফের নতুন করে কার্যকর হল। মায়াপুর ও নবদ্বীপে যাওয়ার ক্ষেত্রে কৃষ্ণনগর-আমঘাটা রেলপথ অন্যতম সহজ যোগাযোগপথ হওয়ায় উৎসবের আগে এই পরিষেবায় উপকৃত হবেন যাত্রী ও পুণ্যার্থীরা। গত বছর ১৭ নভেম্বর কৃষ্ণনগর থেকে আমঘাটা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল। শুরুতে এই শাখায় তিন জোড়া লোকাল চলত। পরে তা বেড়ে পাঁচ জোড়া হয়। এবার আরও এক জোড়া ট্রেন বাড়ানো হল। যদিও রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নতুন পরিষেবাটি আপাতত ৩ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। নতুন পরিষেবা অনুযায়ী, সকাল ৬টা ৫০ মিনিটের আপ রানাঘাট-কৃষ্ণনগর লোকাল এবার আমঘাটা পর্যন্ত যাবে এবং সেখান থেকে ফিরবে। এই পরিষেবার ফলে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপঘাটের পুরনো রেল যোগাযোগের স্মৃতি ফের সামনে এসেছে। মায়াপুর-নবদ্বীপে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও এই রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে নতুন পরিষেবা ঘিরে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে আমঘাটা থেকে কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে প্রথম ট্রেন ছাড়ে ভোর ৫টা ৪৩ মিনিটে এবং শেষ লোকাল ছাড়ে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে। অন্যদিকে কৃষ্ণনগর থেকে প্রথম লোকাল আমঘাটায় পৌঁছায় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে এবং শেষ আপ ট্রেনটি আমঘাটা স্টেশনে ঢোকে রাত ১০টা ৩০ মিনিটে। সামনে ১৫ আগস্টের পাশাপাশি ঝুলন, জন্মাষ্টমী-সহ একাধিক অনুষ্ঠান রয়েছে। এই সময় মায়াপুর ও নবদ্বীপে পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের ভিড় বাড়ে। ফলে উৎসবের মরশুমের আগে বাড়তি ট্রেন চালু হওয়ায় রেলপথে যাতায়াতে সুবিধা হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। নতুন ট্রেন পরিষেবা চালুর খবর পেয়ে এ দিন শান্তিপুর স্টেশনে পৌঁছে চালক ও গার্ডকে শুভেচ্ছা জানান রেল যাত্রী সমিতির শান্তিপুর শাখার সদস্যরা। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুরের বিধায়ক। সঙ্গে ছিলেন শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নৃপেন মণ্ডল। বিধায়ক বলেন, ন্যারোগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরের পর শান্তিপুরবাসী দূরপাল্লার পাশাপাশি আরও গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন পরিষেবার অপেক্ষায় ছিলেন। বিশেষ করে কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ করার প্রত্যাশা ছিল। নতুন এই পরিষেবায় সেই প্রত্যাশার কিছুটা পূরণ হল। অমৃত ভারত প্রকল্পে রেলস্টেশনের উন্নতির পাশাপাশি খুব শীঘ্রই আরও বেশ কিছু সুখবর আসবে বলেও জানান তিনি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নৃপেন মণ্ডল সাংসদ জগন্নাথ সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। অন্যদিকে রেল যাত্রী সমিতির পক্ষ থেকেও বিধায়ক ও সাংসদের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। তাঁদের বক্তব্য, যোগাযোগের চাকা এবার ঘুরতে শুরু করেছে। আগামী দিনে শান্তিপুরবাসীর জন্য আরও অনেক কিছু অপেক্ষা করছে। নতুন ট্রেন পরিষেবায় জগৎবিখ্যাত শান্তিপুরের ভাঙ্গারাস, স্কুল- কলেজের ছাত্রছাত্রী, কাপ।রে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন বলে দাবি রেল যাত্রী সমিতির। পাশাপাশি মায়াপুর ও নবদ্বীপে যাতায়াতকারী পুণ্যার্থী ও পর্যটকদেরও এই পরিষেবা সুবিধা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ট্রেনটি আমঘাটা থেকে ঘুরে আসার পর শান্তিপুরের সকাল ১০টা ৫ মিনিটের শিয়ালদহগামী ট্রেনের পরিষেবায় রূপান্তরিত হবে। ফলে নতুন এই পরিষেবার মাধ্যমে একদিকে কৃষ্ণনগর- আমঘাটা শাখায় ট্রেন বাড়ল, অন্যদিকে শান্তিপুরের সঙ্গে নবদ্বীপঘাট-মায়াপুরের পুরনো যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও ফের নতুন করে গতি এল।

ইনসুলিন আবিষ্কার দিবস উদ্‌যাপন করল বি.আর. সিং হসপিটাল, ডায়াবেটিস চিকিৎসায় উৎকর্ষতার ওপর বিশেষ জোর

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবন বাঁচানো ঐতিহাসিক এই সাফল্যকে স্মরণ করতে বি.আর. সিং হসপিটাল গত ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে তাদের প্রধান মিলনায়তনে ইনসুলিন আবিষ্কার দিবস উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। হাসপাতালের মেডিকেল ডিরেক্টর এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে ঐতিহ্যবাহী প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। একটি অত্যন্ত আবেগঘন মুহূর্তে, টাইপ ১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত দুটি শিশু ইনসুলিনের সহ-আবিষ্কারক ফ্রেডেরিক ব্যান্টিং এবং চার্লস বেস্টের প্রতিকৃতিতে ফুলের মালা অর্পণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর, বিশিষ্ট এন্ডোক্রিনোলজিস্ট, চিকিৎসক এবং মেডিকেল পোস্টগ্র্যাজুয়েটেরা একটি বিশেষ শিক্ষামূলক সেশনে অংশ নেন। বিশেষজ্ঞ বক্তারা আধুনিক ইনসুলিন থেরাপি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন এবং ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনায় সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও

সেরা পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো বিশেষজ্ঞদের দেওয়া সাম্প্রতিক চিকিৎসাগত জ্ঞানকে সরাসরি দৈনন্দিন ক্লিনিক্যাল অনুশীলনে প্রযোগে করা, যাতে রোগীদের জীবনমানের উন্নতি ঘটে। সময়োপযোগী ও কার্যকর ইনসুলিন থেরাপির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর একটি জোরালো বার্তার মাধ্যমে অত্যন্ত সফল এই অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়, যার ফলে স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা আরও উন্নত মানের চিকিৎসাসেবা প্রদানে নিজেদের আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করতে পেরেছেন।

দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের সিঙ্কোনা ডিরেক্টরেট পরিদর্শনে শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী, শ্রমিক কল্যাণে আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ শ্রম ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী সোমবার দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের সিঙ্কোনা ডিরেক্টরেট পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বর্তমানে চালু থাকা বহুমুখীকরণ কর্মসূচি এবং শ্রমিকদের কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। তাঁর সঙ্গে এদিন উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামাসহ অন্যান্যরা। এদিন প্রতিনিধি দলটি হার্বাল হেভেন, সিঙ্কোনা নার্সারি, সিম্বিডিয়াম অর্কিড নার্সারি, কিউই বাগান, কমলালেবুর গ্রাফটিং কেন্দ্র এবং স্ট্রবেরি নার্সারি পরিদর্শন করে। ঐতিহ্যবাহী কুইনাইন উপাদনের পাশাপাশি ঔষধি গাছ, ফুলচাষ ও উদ্যানপালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা হয়। এরপরে পর্যটনমন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ, সাংসদ রাজু বিস্তা, প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, বিমল গুরুং, বিধায়ক, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক, জিটিএ-র মুখ্যসচিব এবং প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা মজুরি ও চাকরির শর্ত সংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরা হলে মন্ত্রী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন। ২০১২ সাল থেকে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) স্থগিত থাকার বিষয়টিও খতিয়ে দেখার কথা জানান। এর পাশাপাশি যোগ্য শ্রমিকদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই) এবং অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। বৈঠকে জানা যায়, সিঙ্কোনা ডিরেক্টরেটের অধীনে থাকা চারটি কারখানা বর্তমানে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। সেগুলি পুনরায় চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন মন্ত্রী। পাহাড়ে সিঙ্কোনা শিল্পের পুনরুজ্জীবন, বহুমুখীকরণ এবং শ্রমিক কল্যাণে রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারও তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।

টানা বর্ষণে জলবন্দি নয়াগ্রামের বড়শোল, দেওয়াল ধসে বৃদ্ধার মৃত্যুতে জোর আলোড়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৩ আগস্ট ঃ একটানা বর্ষণে কার্যত জলবন্দি হয়ে পড়েছে ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম ব্লকের নেগুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড়শোল গ্রাম। উপযুক্ত জলনিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির জল জমে ঘরে ঢুকে পড়েছে বহু পরিবারের। সবচেয়ে বেশি বিপদের মুখে পড়েছে গ্রামের মাটির বাড়িগুলি। ইতিমধ্যেই মাটির দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা গ্রামে। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশাসনের উদ্যোগে গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্র ও বড়শোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অস্থায়ী আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছে। সেখানে বর্তমানে প্রায় ২০০ জন গ্রামবাসী আশ্রয় নিয়েছেন। পরিস্থিতি পরিদর্শনে সোমবার বড়শোল গ্রামে যান নয়াগ্রামের বিডিও শান্তনু সরকার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্লক প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরাও। আশ্রয় শিবিরে থাকা বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন বিডিও। পাশাপাশি যাঁরা প্রকৃত উপভোক্ত‍া হয়েও এখনও সরকারি আবাসন প্রকল্পের সুবিধা পাননি, তাঁদের চিহ্নিত করতে দ্রুত সমীক্ষার কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বড়শোল গ্রামটি ভৌগোলিকভাবে নিচু এলাকায় হওয়ায় চারদিকের বৃষ্টির জল এসে এখানে জমে যায়। অতীতে গ্রামে রাস্তা নির্মাণ হলেও জল বেরোনোর উপযুক্ত নিকাশি নর্দমা গড়ে তোলা হয়নি। ফলে সামান্য টানা বৃষ্টি হলেই বাড়িঘর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে বহু প্রকৃত গরিব পরিবার এখনও সরকারি আবাসন প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। এদিন আশ্রয় শিবিরে থাকা বাসিন্দারা প্রশাসনিক আধিকারিকদের সামনে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের বক্তব্য, মৃত বৃদ্ধার যদি একটি পাকা বাড়ি থাকত, তবে হয়তো এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটত না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য শিবিরে থাকা মানুষদের জন্য ত্রাণের পাশাপাশি নিয়মিত রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোমবার দুপুরেও দুর্গতদের হাতে খাবার তুলে দেওয়া হয। উল্লেখ্য, গত কয়েক দিনের টানা বর্ষণে বড়শোল গ্রামের বহু মাটির বাড়ির দেওয়াল দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারই জেরে গত শনিবার বিকেলে নিজের বাড়িতে মাটির দেওয়াল ধসে মৃত্যু হয় ৭৫ বছরের স্বর্ণা কালিন্দীর। ঘটনার সময় গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দিনমজুরের কাজে বাইরে ছিলেন। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে তাঁরা দেখেন, একাধিক বাড়িতে জল ঢুকে পড়েছে এবং অনেক মাটির দেওয়ালে বিপজ্জনক ফাটল ধরেছে। ওই সময় স্বর্ণা কালিঃদী বাড়ির ভিতরেই ছিলেন। আচমকাই কাঁচা দেওয়াল ভেঙে তাঁর ওপর পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয .তাঁর। খবর পেয়ে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করেন এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান। পাশাপাশি এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ বাড়িগুলিও পরিদর্শন করা হয়। ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে গ্রামের বহু পরিবার নিজেদের বাড়ি ছেড়ে আপাতত অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে দিন কাটাচ্ছেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মনোজ যাদব, পিতা- শিব শংকর যাদব গত ইংরাজি ২৪.০৩.২৬ হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1543 নম্বর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা আমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী সুশান্ত নস্কর পিতা- ঁকালীপদ নস্কর নিকট হইতে জয়পুরবিল মৌজায় হাল ১৯৯৭ নং দাগে হাল 2655 নম্বর খতিয়ানে 0.0412 Dec জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকলে তিনি বালি জাগাছা B.L& L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী নং-১

টেন্ডার নং ঃ ইপিসি-০২-সিএও-সি-ইআর-২০২৬ ঃ সিঙ্গল স্টেজ-টু প্যাকেট সিস্টেম-এ ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডার সম্পর্কিত **সংশোধনী নং-১**। চিফ অ্যাডমিন অফিসার/কন, ১৪, স্ট্যান্ড রোড, নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিং (৫ম তল), পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০ ০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে **বন্ধের তারিখ ১৭.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা** থেকে বিলম্বিত হয়ে **০৩.০৯.২০২৬ বেলা ১১টা** নির্ধারিত হয়েছে। উপরোক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (CON-28/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

Short Notice Inviting Tender
No- 10 of 2026-27

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Additional Tubewell at Shrabani Mela 2026. Tender submission Closing Date 05.08.2026 up to 04.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/- Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. Temporary installation testing commissioning of sound system at Jhargram stadium on 09.08.2026 at Jhargram in connection with VVIP visit for observance of the International Day of the World's Indigenous Peoples. 2. Temporary installation testing commissioning of video conferencing system, LED screens etc. at Jhargram stadium on 09.08.2026 at Jhargram in connection with VVIP visit for observance of the International Day of the World's Indigenous Peoples. **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-41 & WBPWD/EE/BIT/NIQ-42 of 2026-27.** Last date of submission of Quotation: **06.08.2026 up to 10:00 AM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in).**

Sd/- EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

কর্মস্থলে আশাকর্মীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৩ আগস্ট ঃ কর্মস্থলে গিয়ে এক আশাকর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত ও বিধায়কের পদত্যাগের দাবিতে অমরকানন গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আশাকর্মীরা। এর ফলে হাসপাতাল চত্বরে ধুন্দুমার কাণ্ড ঘটে। ঘটনার সূত্রে জানা গেছে, শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউরির মানসিক হেনস্থা ও চোর অপবাদের আতঙ্ক সহ্য করতে না পেরে ব্রেন স্ট্রোকে মারা গেছেন আশাকর্মী রুম্পা মণ্ডল (৩৮)। তিনি স্থানীয় গোপীনাথপুর সাব-সেন্টারের কর্মী ছিলেন।

Short Notice Inviting Tender
No- 09 of 2026-27

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Additional Tubewell at Shrabani Mela 2026. Tender submission Closing Date 05.08.2026 up to 04.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/- Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

Short Notice Inviting Tender
No- 08 of 2026-27

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Additional Tubewell at Shrabani Mela 2026. Tender submission Closing Date 05.08.2026 up to 04.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/- Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS, URBAN RECREATION FORESTRY DIVISION

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-Officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
11/GPW/VYBK/WBFDC/ 2026-27 (2nd Call)	Annual Maintenance of Created Landscape at Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Saltlake till 31.10.2026.	04.08.2026	25.08.2026

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/
EOM, GPW, WBFDCL & DCF, URF Division

Harischak Pallimangal SKUS Ltd
Regn. No.- 40 H.G , Date: 25.08.66
Vill+ P.O-Harischak, P.S-Khanakul, Dist-Hooghly

NOTICE

It is here by informed to all the members of this society icw BOD election-2026 voters list will be published as per following schedule.

1. Draft voters list: 04.08.2026 notice board of the Society, G.P & P.O.
2. Submission of claims and Objections : 04.08.26 to13.08.26 on any working days from 11 am to 3 pm at society office.
3. Hearing of claims and objections: 17.08.26 from 11 am to 3 pm at society office.
4. Final voters list: 19.08.26 at society notice board.

Date: 04.08.26
Sd/- Asst. Returning Officer
Harischak Pallimangal SKUS Ltd.

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L70109WB1991PLC053562
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৪৯, বি.টি. রোড, কামারহাটি,
কলকাতা-৭০০ ০৫৮, ফোনঃ ৯১ ৭৫৯৫০৪৬৮১৩,
ই-মেইল আইডিঃ investors@ntcind.com, ওয়েবসাইটঃ www.ntcind.com

বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং বিষয়ক তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির **৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ২০২৬ সালের ২৫শে আগস্ট, মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩০টায় অনুষ্ঠিত হবে**। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা-যার সাথে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাক্রমে ৮ই এপ্রিল ২০২০, ১৩ই এপ্রিল ২০২০, ৫ই মে ২০২০, ১৩ই জানুয়ারি ২০২১, ১৪ই ডিসেম্বর ২০২১, ৫ই মে ২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২ এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪ /২০২০, ১৭/ ২০২০, ২০/ ২০২০, ০২/ ২০২১, ২১/ ২০২১, ০২/ ২০২২, ১০/ ২০২২ ও ০৯/ ২০২৩-এর বিধানাবলি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস')-যার সাথে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক যথাক্রমে ১২ই মে ২০২০, ১৫ই জানুয়ারি ২০২১, ১৩ই মে ২০২২, ৫ই জানুয়ারি ২০২৩ এবং ৭ই অক্টোবর ২০২৩ তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/ CFD/CMD1/ CIR/P/ 2021/ 11, SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/CIR/ P/2022/ 62, SEBI/ HO/ CFD/ POD-2/ P/ CIR/ 2023/4 এবং SEBI/HO/ CFD/CFD-POD-2/ P/ CIR/ 2023/ 167- এর বিধানাবলি পঠিতব্য-মেনে চলে, কোনো সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম -এর মাধ্যমে ৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে...

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সোমবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেইল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট অথবা রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (অর্থাৎ, নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড বা 'RTA') কিংবা কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা-র বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.ntcind.com/annual-reports-and-annual-return/ -এ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('NSDL')-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ-অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড ও ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড -এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে https://www.bseindia.com/ ও https://www.cse-india.com/-এ-ও এগুলি পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানি আইন-এর ১০৮ নম্বর ধারা এবং এর সাথে পঠিত 'কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪'-এর ২০ নম্বর বিধি, 'ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া' কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা বিষয়ক 'সিক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড' (এসএস-২) এবং 'লিস্টিং রেগুলেশনস'-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা (রিমোট ই-ভোটিং)-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম -এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ এবং উক্ত সভায় ভোট প্রদানের জন্য 'ন্যাশানাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড' -এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। সদস্যদের ভোটিং বা ভোট প্রদানের অধিকার নির্ধারিত তারিখ বা 'কাট- অফ ডেট' (মঙ্গলবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৬)-এ কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণ করা ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে নির্ধারিত হবে। শুধুমাত্র সেইসব সদস্যই ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন যাদের নাম 'কাট-অফ ডেট'-এ কোম্পানির 'সদস্যদের রেজিস্টার' -এ অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত ' বেনিফিশিয়াল ওনার্স রেজিস্টার' -এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সদস্যরা ভিডিও কনফারেন্সিং -এর মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং উক্ত আইনের ১০৩ ধারার অধীনে কোরাম গঠনের ক্ষেত্রে তাঁদের এই উপস্থিতি গণ্য করা হবে। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ও ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়-এমন সদস্যদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং ও সভার সময় ভোট প্রদানের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২২ আগস্ট ২০২৬, শনিবার সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং ২৪ আগস্ট ২০২৬, সোমবার বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। এরপর এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থাটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। যে সকল সদস্য ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট প্রদান করেননি-পাশাপাশি ভোট প্রদানে অন্য কোনোভাবে বাধা বা নিষেধাজ্ঞা নেই-তাঁরা ভোট প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং ব্যবস্থা থাকবে। কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের পর সদস্য আর তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। যেসব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার আগেই 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা ভিডিও কনফারেন্সিং বা অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম -এর সাহায্যে সভায় উপস্থিত বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে তাঁরা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর এবং 'কাট-অফ' তারিখে শেয়ার ধারণকারী কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির সদস্য হন, তবে তিনি evoting@nsdl.com বা nichetechpl@nichetechpl.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, কোনো সদস্য যদি ই-ভোটিংয়ের জন্য আগেই NSDL-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি ই- ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ই-ভোটিং এবং ভিডিও কনফারেন্সিং -এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ে নেন।

পরিচালনা পর্ষদ মিস প্রাচী-কে (প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি এসিএস নং ৫৩০২২, সিপি নং ২২৯৬৪) 'স্ক্রুটিনাইজার' বা যাচাইকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে তাঁর দায়িত্ব হলো বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)-র সময়কার ভোটদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করা। এই নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতিও পাওয়া গেছে।

শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন, নোটিশ এবং অন্যান্য যোগাযোগ ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে পাঠানোর সুবিধার্থে, যেসব সদস্য এখনও তাঁদের ইমেল ঠিকানা বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা তা নিবন্ধন করেন। ইলেকট্রনিক বা ডিমেট আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট 'ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট '-এর মাধ্যমে 'ডিপোজিটরি'-র কাছে এবং ফিজিক্যাল বা কাগজের সনদ আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির 'আরটিএ' -কে লিখিতভাবে জানিয়ে এই তথ্য নিবন্ধন করতে হবে।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল এজিএম -এর দিন-অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৫-অথবা তার পরে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল, সেইসাথে স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য (যদি থাকে), কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ntcind.com-এ এবং যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে-অর্থাৎ https://www.bseindia.com/ ও www.cse-india.com-সেগুলোর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম -এ ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে, অনুগ্রহ করে www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোডস' বিভাগে সদস্যদের জন্য উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' এবং 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখুন। এছাড়া টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-১০২০-৯৯০-এ কল করতে পারেন, evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন, অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর সিনিয়র ম্যানেজার অমিত বিশাল বা ম্যানেজার সুশ্রী পল্লবী মহাত্রে -র সাথে যথাক্রমে amitv@nsdl.com বা pallavid@nsdl.com ইমেল ঠিকানায় কিংবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর /-
তানিয়া বনসাল
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ৪ আগস্ট, ২০২৬

টেবিল টেনিসে ভারতের সোনালি দাপট! সাতের মধ্যে ছয় সোনা, উজ্জ্বল বাংলার প্যাডলাররাও

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ এশিয়ান গেমসের আগে ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের পারফরম্যান্সে মিলল বড়সড় আত্মবিশ্বাসের রসদ। কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিপক্ষদের কার্যত

টেক্কা দিয়ে দুর্দান্ত সাফল্য পেল ভারত। দিল্লির ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় মোট সাতটি সোনার মধ্যে ছয়টিই জিতে নিল ভারতীয় প্যাডলাররা। পাশাপাশি এসেছে চারটি রুপো এবং আটটি ব্রোঞ্জ পদক। পুরুষ ও মহিলা দলের টিম ইভেন্টে আগেই সোনা নিশ্চিত করেছিল ভারত। রবিবার সাফল্যের তালিকায় নতুন সংযোজন হল সিঙ্গলস ও ডাবলস বিভাগ। পুরুষ সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ভারতের অঙ্কুর ভট্টাচার্য। মহিলা সিঙ্গলসে সোনা জিতেছেন যশস্বিনী ঘোরপড়ে। মহিলা ডাবলসে শ্রীজা আকুলা ও বাংলার সিন্ড্রেলা দাস জুটি স্বর্ণপদক জিতেছে। এছাড়াও মিক্সড ডাবলসে তানিশা কোটেচা ও মানব ঠক্কর জুটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই সাফল্যের মধ্যে বিশেষ নজর কেড়েছেন বাংলার দুই প্যাডলার সিন্ড্রেলা দাস এবং সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়। মহিলা সিঙ্গলসে দু'জনেই ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। প্রতিযোগিতার কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে তাঁরা দেখিয়েছেন নিজেদের দক্ষতা ও লড়াইয়ের মানসিকতা।

পুরুষ সিঙ্গলসের ফাইনাল ছিল দুই ভারতীয় তরুণ প্রতিভার লড়াই। অঙ্কুর ভট্টাচার্যের প্রতিপক্ষ ছিলেন পায়াস জৈন। উল্লেখযোগ্য বিষয়, পায়াস বর্তমানে কলকাতায় প্রাক্তন আন্তর্জাতিক প্যাডলার সৌম্যজি রায় ও পৌলমী ঘটকের অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করেন। ফলে ফাইনালে দুই তরুণ খেলোয়াড়ের লড়াইয়ের দিকে বিশেষ নজর ছিল। ম্যাচে শুরু থেকেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। পায়াস একসময় ৩-২ গেমে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু চাপের মুহূর্তে নিজের অভিজ্ঞতা ও নিয়ন্ত্রণ কাজে লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়ান অঙ্কুর। পরপর দুটি গেম জিতে ম্যাচ নিজের দখলে নেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৮-১১, ১১-৯, ৭-১১, ১১-৮, ৪-১১, ১১-৪, ১১-৯ গেমে জয় তুলে নিয়ে পুরুষ সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়ন হন অঙ্কুর। মহিলা সিঙ্গলসেও ভারতের আধিপত্য ছিল স্পষ্ট। সেমিফাইনালে ওঠেন ভারতের চার প্যাডলার। একদিকে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের লড়াই ছিল যশস্বিনী ঘোরপড়ের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে সিন্ড্রেলা দাস মুখোমুখি হন শ্রীজা আকুলার। দু'জনেই কঠিন লড়াইয়ের পর ৩-৪ ব্যবধানে হেরে ব্রোঞ্জ পদক পান। এরপর ফাইনালে যশস্বিনী দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে শ্রীজা আকুলাকে ৪-১ গেমে হারিয়ে সোনা জিতে নেন। তবে সিঙ্গলসের হারের হতাশা ডাবলসে কাটিয়ে ওঠেন সিন্ড্রেলা। শ্রীজাকে সঙ্গী করে মহিলা ডাবলসের ফাইনালে তাঁরা যশস্বিনী ঘোরপা়ে ও দিব্যাংশী ভৌমিক জুটিকে হারান। ম্যাচের ফল ১১-৮, ১১-১৩, ১১-৮, ১১-৬। পুরুষ ডাবলসে অবশ্য ভারতের হাতে সোনা আসেনি। ফাইনালে মালয়েশিয়ার কাছে হারতে হয় মানব ঠক্কর ও মনুশ শাহ জুটিকে। প্রতিযোগিতায় ভারতের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত দলের কোচ সৌরভ চক্রবর্তী। তাঁর মতে, এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দলগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার আগে এই প্রতিযোগিতা ভারতীয় প্যাডলারদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে।

সৌরভ বলেন, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দেশ অংশ নেওয়া সত্ত্বেও প্রায় সব বিভাগেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা আধিপত্য দেখিয়েছেন। বিশেষ করে সিঙ্গলসের দুই বিভাগে সেমিফাইনালে ওঠা আটজন খেলোয়াড়ই ছিলেন ভারতের। পুরুষ ডাবলস ছাড়া প্রায় সব বিভাগেই ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সামনে রয়েছে এশিয়ান গেমস। তার আগে এই সাফল্য ভারতীয় দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছেন কোচ। তাঁর মতে, এই প্রতিযোগিতায় যে প্যাডলাররা ভালো খেলেছেন, তাঁদের অনেকেই এশিয়ান গেমসের দলে থাকবেন। ফলে এই অভিজ্ঞতা আগামী বড় মঞ্চে কাজে লাগবে। এবারের প্রতিযোগিতায় সেরা মহিলা প্যাডলারের সম্মান পেয়েছেন বাংলার সিন্ড্রেলা দাস। দলের সামগ্রিক সাফল্যের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সও ভারতীয় টেবিল টেনিসের ভবিষ্য নিয়ে নতুন আশা তৈরি করেছে। এশিয়ান গেমসের আগে টেবিল টেনিসে এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ভারতকে শুধু পদকই এনে দেয়নি, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে লড়াই করার আত্মবিশ্বাসও দিয়েছে।

কমনওয়েলথে সোনা জিতেও অপূর্ণ স্বপ্ন!

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ের পর দেশে ফিরেছেন ভারতের তারকা ভারোত্তোলক মীরাবাঈ চানু। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে ঘিরে ছিল উচ্ছ্বাস, শুভেচ্ছা আর সংবর্ধনার আবহ। ফুল-মালা দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির হয়েছিলেন অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমী। কিন্তু এত সম্মান, এত ভালোবাসার মাঝেও মীরাবাঈ চানুর মনে রয়ে গিয়েছে একটি আক্ষেপ। সেই অপূর্ণতা পূরণ করাই এখন তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের ৪৯ কেজি ভারোত্তোলন বিভাগে সোনা জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন চানু। এটি তাঁর কেরিয়ারের আরও একটি বড় সাফল্য। ২০১৪ সাল থেকে কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নিয়ে প্রতিবারই পদক জয়ের নজির গড়েছেন তিনি। ধারাবাহিক সাফল্যের এই যাত্রার পরও তাঁর লক্ষ্য থেমে নেই। দেশে ফেরার পর মীরাবাঈ চানু জানিয়েছেন, তাঁর পরবর্তী বড় লক্ষ্য এশিয়ান গেমসে পদক জয়। কারণ, কমনওয়েলথ, অলিম্পিকসহ একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেলেও এশিয়ান গেমসে এখনও পদক জিততে পারেননি তিনি। সেই অপূর্ণতাই এবার পূরণ করতে চান ভারতের এই তারকা ভারোত্তোলক। চানুর কথায়, পদক জয় সবসময়ই আনঃদের। কিন্তু এই সাফল্য ধরে রাখা সহজ নয়। প্রতিটি পদকের সঙ্গে প্রত্যাশার চাপও বাড়ে। পরবর্তী প্রতিযোগিতায় আরও ভালো করার দায়িত্ব তৈরি হয়। এবার আমার লক্ষ্য এশিয়ান গেমসে পদক জেতা। সেখানে আমি এখনও পদক পাইনি। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। মীরাবাঈ আরও জানিয়েছেন, তাঁর কাছে পদক শুধুমাত্র একটি পুরস্কার নয়, এটি আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর মাধ্যম। তাঁর মতে, প্রতিটি সাফল্য নতুন করে প্রমাণ করে যে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আরও বড় লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। তিনি বলেন, অনেক ক্রীড়াবিদ পদক জয়ের পর আনঃদ অনুভব করেন। আমার কাছে পদক জয়ের অর্থ আরও বড়। এটি আমাকে শক্তি দেয়, আরও ভালো করার অনুপ্রেরণা দেয়। পরবর্তী প্রতিযোগিতায় সফল হতে হলে আমাকে আরও পরিশ্রম করতে হবে। ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে মীরাবাঈ চানু ইতিমধ্যেই একাধিক ইতিহাস তৈরি করেছেন। অলিম্পিক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং কমনওয়েলথের মতো বড় মঞ্চে তিনি দেশের হয়ে সাফল্য এনেছেন। তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাঁকে ভারতের অন্যতম সেরা ভারোত্তোলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবারের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতও সামগ্রিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স করেছে। ভারত মোট ৩৯টি পদক জিতে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে শেষ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ। ভারোত্তোলন, বক্সিং, অ্যাথলেটিক্সসহ বিভিন্ন বিভাগে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছেন। গ্লাসগো থেকে ফেরার পর ভারতীয় দলের একাধিক সদস্যকে বিমানবন্দরে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মীরাবাঈ চানুর পাশাপাশি লভপ্রীত সিং-সহ অন্যান্য পদকজয়ী ক্রীড়াবিদরাও দেশে ফেরেন। তাঁদের স্বাগত জানাতে ভিড় করেন সমর্থকরা। তবে সাফল্যের এই মুহূর্তেও চানুর চোখ এখন ভবিষ্যতের দিকে।

সীমান্তে দায়িত্ব, মাঠে সাফল্য!

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদক জয়ে উজ্জ্বল ভারতীয় সেনার অবদান

গ্লাসগো, ৩ আগস্ট ঃ কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের সাফল্যের অন্যতম বড় ভিত্তি হয়ে উঠেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ক্রীড়াবিদরা। প্রতিযোগিতায় ভারত মোট ৩৯টি পদক জিতে সামগ্রিক তালিকায় চতুর্থ স্থানে শেষ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ। তবে এই সাফল্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ভারতের মোট পদকের একটি বড় অংশই এসেছে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাথলিটদের হাত ধরে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এবারের ভারতীয় দলে ছিলেন ১২২ জন ক্রীড়াবিদ। তাঁদের মধ্যে ২০ জন ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। এই ২০ জনের মধ্যে ১৬ জন পদক জিতে দেশে ফিরেছেন। সব মিলিয়ে সেনা-সংযুক্ত ক্রীড়াবিদদের ঝুলিতে এসেছে ১৬টি পদক-যার মধ্যে রয়েছে ৮টি সোনা, ৭টি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ। অর্থা ভারতের মোট পদকের প্রায় ৪১ শতাংশ এসেছে তাঁদের হাত ধরে। ভারতের অন্যতম তারকা অ্যাথলিট এবং সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল নীরজ চোপড়াও এবারের প্রতিযোগিতায় নজর কেড়েছেন। চোট কাটিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফেরার পর তিনি জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টে রুপোর পদক জেতেন। যদিও তিনি সোনা জিততে পারেননি, তবুও তাঁর প্রত্যাবর্তন ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অ্যাথলেটিক্সে আরও সাফল্য এনে দেন নায়েব সুবেদার গুলবীর সিং। দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়ে তিনি দুটি পদক জেতেন। ১০,০০০ মিটার বিভাগে রুপো এবং ৫,০০০ মিটার বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতের পদকসংখ্যা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। তবে এবারের আসরে সবচেয়ে বেশি সাফল্য এসেছে বক্সিংয়ে। ভারতের ১৩টি সোনার মধ্যে ৭টিই এসেছে বক্সিং থেকে। আর সেই সাতজন স্বর্ণজয়ী বক্সারের মধ্যে ছয়জনই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। পুরুষদের ৬০ কেজি বিভাগে শচীন শিওয়াচ সোনা জেতেন। ৮০ কেজি বিভাগে স্বর্ণপদক আসে অঙ্কুশ পাঙ্ঘালের হাত ধরে। মহিলা বক্সিংয়েও ভারতীয় সেনার প্রতিনিধিরা দারুণ সাফল্য দেখিয়েছেন। সেনাবাহিনীর পাঁচ মহিলা বক্সারই নিজেদের বিভাগে স্বর্ণপদক জিতে নজির গড়েছেন। ৫১ কেজি বিভাগে হাবিলদার সাক্ষী চৌধুরী ভারতের হয়ে প্রথম সোনা এনে দেন। এরপর ৫৪ কেজি বিভাগে নায়েব সুবেদার প্রীতি পওয়ার স্বর্ণপদক জিতে সেই ধারা বজায় রাখেন। ৫৭ কেজি বিভাগে নায়েব সুবেদার জ্যাসমিন ল্যাম্বোরিয়া, ৭০ কেজি বিভাগে হাবিলদার অরুন্ধতী চৌধুরী এবং ৬০ কেজি বিভাগে প্রিয়া ঘাঙ্গাসও স্বর্ণপদক জিতে ভারতের সাফল্যকে আরও সমৃদ্ধ করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয়, প্রিয়া ঘাঙ্গাস এবং সাক্ষী চৌধুরী আত্মীয় এবং দু'জনেই একই আসরে সোনা জিতে বিশেষ নজর কেড়েছেন। এই ধারাবাহিক সাফল্যের পিছনে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দীর্ঘমেয়াদি ক্রীড়া উন্নয়ন কর্মসূচি ' অলিম্পিক'। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের খুঁজে বের করা, আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং দীর্ঘমেয়াদে তাঁদের বিশ্বমঞ্চে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করা। লভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ-এর সহযোগিতায় সেনাবাহিনী পুনেতে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেঃদ্র পরিচালনা করে, যেখানে অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, শুটিং-সহ একাধিক অলিম্পিক ইভেন্টের খেলোয়াড়দের উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম, পুষ্টি, চিকিসা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় সহায়তা সেনাবাহিনী বহন করে। এই প্রকল্পের আওতায় থাকা ক্রীড়াবিদরা নির্দিষ্ট সময় পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পদও পান। এর ফলে তাঁরা আর্থিক নিরাপত্তার পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের কাছে এই উদ্যোগ বড় সুযোগ তৈরি করেছে, কারণ তাঁদের খেলোয়াড়ি জীবন ও কর্মজীবন-দুই ক্ষেত্রেই স্থিতিশীলতা আসে। কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় সেনা-সংযুক্ত ক্রীড়াবিদদের এই সাফল্য আবারও দেখিয়ে দিল, দেশের নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্তে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের জন্য পদক জয়ের ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অলিম্পিক সোনা থেকে কমনওয়েলথে হতাশা! আরশাদ নাদিমের পারফরম্যান্স ঘিরে প্রশ্নের মুখে পাকিস্তানের ক্রীড়া পরিকাঠামো

গ্লাসগো, ৩ অগস্ট ঃ দু'বছর আগে অলিম্পিকে সোনা জিতে পাকিস্তানের ক্রীড়া ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখেছিলেন জ্যাভলিন তারকা আরশাদ নাদিম। কিন্তু কমনওয়েলথ গেমসে সেই পরিচিত ছন্দ আর দেখা গেল না তাঁর পারফরম্যান্সে। গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় প্রত্যাশিত ফল করতে না পারার পর পাকিস্তানের ক্রীড়া প্রশাসন ও প্রস্তুতি ব্যবস্থা নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা। ক্রীড়া মহলের একাংশের অভিযোগ, প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক মানের প্রস্তুতি ও সহায়তার অভাবই নাদিমের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলেছে। কমনওয়েলথ গেমসে জ্যাভলিন থ্রোর ফাইনালে নাদিমকে কিছুটা ক্লান্ত এবং স্বাভাবিকের তুলনায় কম ছন্দে দেখা যায় বলে অনেক বিশ্লেষকের মত। এরপরই সামনে আসে তাঁর প্রস্তুতি নিয়ে একাধিক তথ্য, যা পাকিস্তানের ক্রীড়া ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ-জ্যাভলিন থ্রোর মতো ইভেঃট প্রতিযোগিতার আবহাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্লাসগোয় প্রতিযোগিতার সময় তাপমাত্রা ছিল ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও নিচে। এমন পরিবেশে শরীরের পেশি, গতি এবং ছোড়ার কৌশল ধরে রাখতে বিশেষ ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন হয়।

অভিযোগ উঠেছে, আরশাদ নাদিমকে কমনওয়েলথের আগে পুরো অনুশীলনই করতে হয়েছে লাহোরের গরম আবহাওয়ায়। ফলে প্রতিযোগিতার পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভারতের দুই জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া এবং যশবীর সিং প্রতিযোগিতার আগে ইউরোপেই প্রস্তুতি নেন। নীরজ সুইজারল্যান্ডে এবং যশবীর পোল্যান্ডে অনুশীলন করেন, যেখানে আবহাওয়া গ্লাসগোর সঙ্গে অনেকটাই মিল ছিল। সেই প্রস্তুতির সুফলও তাঁরা পান বলে ক্রীড়া বিশেষজ্ঞদের মত। নীরজ রুপোর পদক এবং যশবীর ব্রোঞ্জ জিতে প্রতিযোগিতা শেষ করেন। পাকিস্তান ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ-পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম এবং ক্রীড়া মহলের একাংশের দাবি, অলিম্পিকে ঐতিহাসিক সাফল্যের পরও আরশাদ নাদিম প্রয়োজনীয় সহায়তা পাননি। অভিযোগ, পাকিস্তান অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে তাঁকে বিদেশে প্রশিক্ষণের

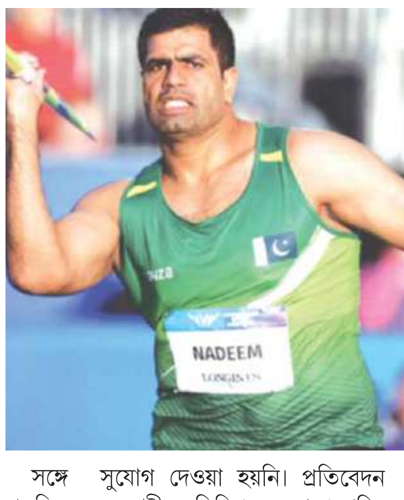

সুযোগ দেওয়া হয়নি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, অলিম্পিকের আগে নাদিম দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ টেরসিউস লিউবেনবার্গের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করেছিলেন। কিন্তু কমনওয়েলথ গেমসের আগে তাঁকে স্থানীয় কোচ সালমান বাটের অধীনেই প্রস্তুতি নিতে হয়। বিদেশি কোচের সহায়তা কিংবা বিদেশে প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তাও তিনি পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে পাকিস্তান অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ্যে আসেনি। প্রাক্তন অলিম্পিয়ানদের ক্ষোভ- পাকিস্তানের প্রাক্তন অলিম্পিক পদকজয়ী অ্যাথলিট হুসেন শাহ প্রকাশ্যে ক্রীড়া প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, আরশাদ নাদিম গ্রামাঞ্চল থেকে উঠে এসে নিজের প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রমে দেশের জন্য ঐতিহাসিক সাফল্য এনে দিয়েছেন। অথচ কমনওয়েলথ গেমসের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার আগে তাঁকে আন্তর্জাতিক মানের প্রস্তুতির ন্যূনতম সুযোগও দেওয়া হয়নি। তাঁর মতে, এই ঘটনা পাকিস্তানের ক্রীড়া পরিকাঠামোর দুর্বলতাকেই সামনে এনে দিয়েছে।

শুধু নাদিম নন-অভিযোগের তালিকায় শুধু আরশাদ নাদিম নন, রয়েছেন পাকিস্তানের মহিলা অ্যাথলিটরাও। এবারের কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ী ফাতিমা জেহরাও প্রকাশ্যে দাবি করেছেন, আরও উন্নত প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা পেলে তিনি ব্রোঞ্জের পরিবর্তে স্বর্ণপদকের জন্যও লড়াই করতে পারতেন। এই মন্তব্যের পর পাকিস্তানে ক্রীড়াবিদদের জন্য অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক এক্সপোজার এবং আর্থিক সহায়তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ-বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখতে প্রতিভা যথেষ্ট নয় প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, আধুনিক প্রশিক্ষণ, বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি এবং প্রশাসনিক সহায়তা। আরশাদ নাদিমের পারফরম্যান্সকে ঘিরে ওঠা বিতর্ক সেই বাস্তবতাকেই আবার সামনে নিয়ে এসেছে। এখন দেখার বিষয়, এই সমালোচনার পর পাকিস্তানের ক্রীড়া প্রশাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানের প্রস্তুতির বিষয়ে নতুন কোনও পদক্ষেপ নেয় কি না। কারণ বিশ্বের সেরা প্রতিযোগিতায় সাফল্য ধরে রাখতে ক্রীড়াবিদদের প্রতিভার পাশাপাশি সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের পিছনের সহায়ক ব্যবস্থাও।

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে তামিলনাড়ু পিকেলবল প্রিমিয়ার লিগ

চেন্নাই, ৩ আগস্ট (হি.স.)ঃ তামিলনাড়ু পিকেলবল প্রিমিয়ার লিগ (টিএনপিপিএল) আগামী ১৭ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চেন্নাইয়ের এক্সপ্রেস অ্যাভিনিউতে তার দ্বিতীয় আসর শুরু করতে চলেছে। খেলাটিকে বৃহত্তর দর্শকের কাছে পরিচিত করার লক্ষ্যে আয়োজকরা প্রতিযোগিতাটিকে শহরের অন্যতম ব্যস্ত একটি শপিং মলে নিয়ে যাচ্ছেন। চার দিনব্যাপী এই লিগে ১২টি জেলাভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং ১৬৮ জন খেলোয়াড় অংশ নেবেন। আগামী ৪ আগস্ট আইটিসি গ্র্যান্ড চোলায় একটি খেলোয়াড় নিলামের

মাধ্যমে দল চূড়ান্ত করা হবে। টুর্নামেন্টে মোট পুরস্কার থাকছে ৩৬ লক্ষ টাকা। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো তামিলনাড়ুর প্রতিটি জেলার তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানো, তরুণ প্রতিভাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের এই পেশাদার মঞ্চটি দেওয়া, যাতে তারা সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত হয় এবং আশা করি, একদিন আমরা তাদের ভারতীয় জার্সিতে দেখতে পাব, সোমবার তামিলনাড়ু পিকেলবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএনপিএ)-এর প্রতিষ্ঠাতা বোর্ড সদস্য এবং টিএনপিপিএল সিজন ২-এর পরিচালক যোগেশ রামচন্দানি বলেন।

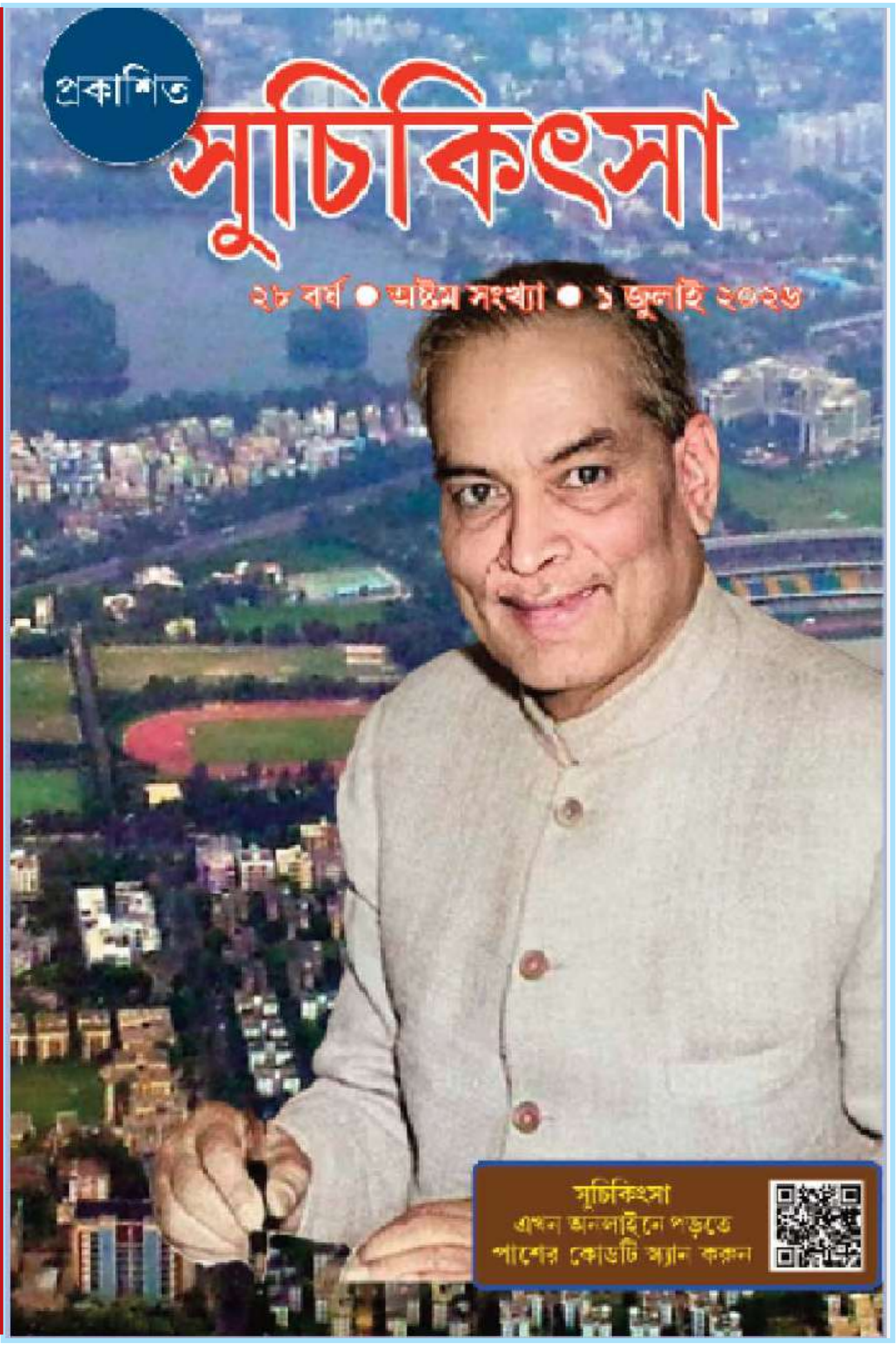

বুমরাহর ধাক্কার পর শ্রীলঙ্কা সফরে নতুন মুখ!

আকিব নবিকে দলে নিল ভারত

মুম্বই, ৩ অগস্ট ঃ শ্রীলঙ্কা সফরের আগে বড় ধাক্কা খেল ভারতীয় ক্রিকেট দল। ফিট ঘোষণা হওয়ার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ফের চোটের সমস্যায় ছিটকে গেলেন দলের অন্যতম প্রধান পেসার জশপ্রীত বুমরাহ। তাঁর অনুপস্থিতিতে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট কে। বুমরাহর পরিবর্ত হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীরের পেসার আকিব নবিকে দলে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

তবে শুধু বুমরাহর অনুপস্থিতিই নয়, প্রথম টেস্টের আগে আরও একটি চিন্তা রয়েছে ভারতীয় শিবিরে। সূত্রের খবর, অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সু ন্দরও প্রথম ম্যাচে মাঠে নামতে নাও পারেন। ফলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের শুরুতেই দল গঠন নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন অধিনায়ক শুভমান গিল এবং টিম ম্যানেজমেন্ট। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ওয়ানডে সিরিজ চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ। সেই কারণে সিরিজের শেষ ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। যদিও শ্রীলঙ্কা সফরের টেস্ট দলে তাঁকে রাখা হয়েছিল, তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, তাঁর সফরে যাওয়া নির্ভর করবে সেন্টার অব এক্সেলেন্সের ফিটনেস ছাড়পত্রের উপর। কয়েক দিন আগেই জানা গিয়েছিল, বুমরাহকে ফিট ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এরপরই ফের হাঁটুতে অস্বস্তি অনুভব করেন ভারতীয় পেসার। সামনে রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং সিরিজ। তাই তাঁকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না বোর্ড। আগামী দিনে ভারতের সূচিতে রয়েছে এশিয়ান গেমস, গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজ এবং পরবর্তীতে রয়েছে একদিনের বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চ। এই পরিস্থিতিতে বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বরাবরই সতর্ক ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। তাই শ্রীলঙ্কা সফরে তাঁকে বিশ্রামে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। বুমরাহর জায়গায় দলে আসা আকিব

নবি অবশ্য ঘরোয়া ক্রিকেটে যথেষ্ট পরিচিত নাম। গত দুই মরশুমে রঞ্জি ট্রফিতে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪৩টি ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ১৬২টি উইকেট। সাম্প্রতিক রঞ্জি মরশুমে সর্বাধিক উইকেটশিকারিদের তালিকাতেও ছিলেন তিনি। শুধু ঘরোয়া ক্রিকেট নয়, ভারত ' দলের হয়েও আন্তর্জাতিক পরিবেশের অভিজ্ঞতা রয়েছে আকিবের। সম্প্রতি ভারত ' দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা সফর করেছিলেন তিনি। ফলে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় রয়েছে, যা জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দিতে পারে। তবে দলে জায়গা পেলেও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের একাদশে আকিব নবির সুযোগ পাওয়া সহজ হবে না। কারণ ভারতীয় দলে রয়েছেন মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং গুরনুর ব্রার। এর মধ্যে গুরনুর এখনও ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেননি।

ভারত যদি তিন পেসার নিয়ে মাঠে নামে, তবেই আকিবের অভিষেকের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার পিচ এবং পরিবেশের কথা মাথায় রেখে ভারত সম্ভবত অতিরিক্ত পেসারের পরিবর্তে একজন স্পিনার বা অলরাউন্ডারকে গুরুত্ব দিতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ হিসেবে সিরাজ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এগিয়ে থাকবেন। আগামী ৪ আগস্ট মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ভারতীয় দলের। সেখানে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের আগে তিন দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন দল। বুমরাহর মতো অভিজ্ঞ ও ম্যাচ উইনার পেসারের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে ভারতের জন্য বড় ক্ষতি। তবে একইসঙ্গে এটি তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগও। এখন নজর থাকবে, প্রথম টেস্টে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কেমন সমন্বয় বেছে নেয় এবং আকিব নবি জাতীয় দলের হয়ে অভিষেকের সুযোগ পান কি না।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com